আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে

জাতি গঠনে আদর্শ মা

জাবেদ মুহাম্মাদ

আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে

জাতি গঠনে আদর্শ মা

জাবেদ মুহাম্মাদ

সম্পাদনায়
সোসাইটির রিসার্চ স্কলারবৃন্দ

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.pathagar.org

জাতি গঠনে আদর্শ মা

লেখক : জাবেদ মুহাম্মাদ
ISBN : 984-32-2852-9
E-mail : zabedmbd@yahoo.com
গ্রন্থ স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৫৭১৬৪০৪৯, ০১৭২৮১১২২০০
পরিবেশনায়
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, বায়তুল মোকাররম
(নিচ তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ০১৭৩৭৪১৯৬২৪
জ্ঞান বিতরনী, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০৬
ষষ্ঠ প্রকাশ
মার্চ, ২০২০
কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাকস কম্পিউটার
১৫ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৫৯২১৯
প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

Jatee Ghothone Adorsho Maa By Zabed Mohammad.
Published by Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar, Dhaka.
First Edition: December 2006 Sixth Edition : March, 2020
Price : Tk. 200.00 only ($ 5.00)
AP-81

www.pathagar.org

তোহ্‌ফা

A Present to the Superiors.

যারা আদর্শ সন্তান গড়তে ব্যর্থ তারাও তো "মা" তাদের আমলনামায় এ গ্রন্থ পাঠকদের পক্ষ থেকে আগত সওয়াব সংযুক্ত হোক– যাতে তারা আল্লাহর আদালত থেকে মুক্তি পেতে পারে..... ।

একদিন ।

গভীর রাত ।

তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে আছি ।

স্বপ্ন; কী দুঃস্বপ্ন! সে কী দেখছি আর দেখছি ।

হাঁপিয়ে উঠেছি ।

মা-মাগো, বল মা! কেন তুমি দূরে? কোথায় যাচ্ছ? পৃথিবীর বর্তমান সময়কালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, শ্রদ্ধাময়ী মা'দেরকে নিয়ে যখন মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছায় ব্যাকুল, প্রতিটি মুহূর্ত যখন ব্যস্ত সময় কাটছে, যখন মায়েরাই জীবন ও আদর্শ, তাদের ছাড়া ভাবতেই পারছি না জীবনের চলার পথে কোন কিছু, সবকিছুতে যখন বিরাজমান তখনই কে যেন এসে আমাকে অনেক প্রশ্ন করল । চারদিকে দুনিয়ার সম্পদের হিড়িক আমি পথ হারিয়ে থমকে দাঁড়ালাম ।

মনে হলো– কোন এক অশুভ কালো হাতের নগ্ন থাবা যেন দীনতার বাহানা ধরে আদর্শ গ্রাস করতে চাচ্ছে । কিন্তু "আদর্শ"– সে তো ঠুনকো কোন বিষয় নয়, এতো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় বিষয় । এতো চিরন্তন, এর জয়তো অনিবার্য । এখানে আল কুরআনুল কারীম-এর বক্তব্যতো সুস্পষ্ট ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

"পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় । যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাঁদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয় । তোমরা কি অনুধাবন করতে পার না? (সূরা আনআম ঃ ৩২) ।

বল মা! তারপরও কেন তোমাদের এমন নগ্ন পরিবর্তন? যেখানে মায়েদের হওয়ার কথা আদর্শের মূর্ত প্রতীক, সন্তানদের জন্য আদর্শ পথ রচনাকারিণী, সেই মায়েদের কাছেই আদর্শের- স্খলন!

www.pathagar.org

সে কী? এ কোন্ পরাশক্তি?
মিথ্যা কয়েকদিনের এ দুনিয়ার মোহে সম্পদের পিছু পিছু চলে, কেন মা হারাতে চাচ্ছ তোমাদের মান-মর্যাদা সম্মানের আসনটা? তোমরা তো জান মা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا-

"কেউ দুনিয়ার অভিলাষী হলে, আমি যাকে ইচ্ছা ইহকালে যতটুকু ইচ্ছা সত্বরই প্রদান করি। অতঃপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। সে তাতে লাঞ্ছিত ও দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে প্রবেশ করবে।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১৮)

বল মা! আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ঘোষণা আসার পরও কেন উপলব্ধি করতে পারছ না? দুনিয়ার মোহ হরণ করে নিতে চাচ্ছে তোমাদের জান্নাত নামক সুখের আবাসনটা! তারপরও কী তোমরা সম্পদের পিছু চলা ছাড়বে না? জাহান্নামের কথা বলে দেয়ার পরও কী তোমরা সচেতন হবে না?
অনেক কথা,
অনেক দিন,
ফোনে ফোনে,
সশরীরে, সরাসরি!
কিন্তু!
কখনোতো দূরীভূত হয়নি মুহূর্তের জন্যও আদর্শিক চিন্তা।
কখনোতো বলিনি,
ব্যক্তিগত কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা চাহিদার কথা।

বলেছি শুধু
দোয়া কর মা, দোয়া কর,
যেন আদর্শ মানুষ হতে পারি,
যেন উজ্জ্বল করতে পারি তোমাদের মুখ,
তুলে ধরতে পারি তোমাদের মান - মর্যাদা সম্মান,
যেন কাল হাশরের মাঠে তোমাদের যেতে সহযোগিতা করতে পারি জান্নাতে।
বল মা!
সন্তান হিসেবে এগুলো বলা কি অপরাধ ..... ?

চেয়েছি শুধু
আমার মা-বাবা যেন হোন আল্লাহর প্রিয়তম।
তারা যেন হোন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।
দুনিয়াতে সুখী ও আখিরাতে জান্নাতের অধিবাসী।

www.pathagar.org

বল মা!
সন্তান হিসেবে এগুলো চাওয়া কি অপরাধ?
নাকি - এ তোমাদের মাতৃত্বের স্বার্থকতা!
তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ .....!

তারপরও বলছি

অপরাধ বল আর যাই বল;
একটি কথাতো চির সত্য –
মা-বাবাতো..... মা বাবাই কিয়ামত পর্যন্ত।
সে মা-বাবার উদ্দেশ্যে আদর্শিক প্রয়োজনে
রক্ত দিতেও থাকা উচিত নয় কোন দ্বিধা সন্দেহ!
এমনইতো হওয়া উচিত আদর্শবান সন্তানের বৈশিষ্ট্য।

এমন সন্তান গঠনে যারা ব্যর্থ হয় তাদেরতো আসলেই দুর্ভাগ্য। তারাই তো হতভাগা, কুরআনিক ভাষায় জাহান্নামের পথযাত্রী। যদিও দুনিয়ার চাকচিক্যময়তায়, সম্পদের অহংবোধ আর আদর্শ শিক্ষার অভাবে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আদর্শ সন্তান কী? পৃথিবীতে আদর্শ সন্তান বড় না সম্পদ বড় তারা তা বুঝতে পারে না।
অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ -

"যে লোক নেক কাজ করল, তাঁর নেক কাজ তাঁর কল্যাণ ও শান্তির কারণ হবে। আর যে লোক অন্যায় -অপরাধ করল, তার কৃত অপরাধের কুফল তারই উপর বর্তাবে। তার কৃত অন্যায়-অপরাধ তার অশান্তি ও অকল্যাণের কারণ হবে।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ ঃ ৪৬)

আগুন! আগুন!!

চারিধারে আগুনের লেলিহান শিখা, অপেক্ষা করছে সাপ, বিচ্ছু আর জাহান্নামে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তারা। ভয়ে শংকিত, আমি ব্যস্ত, কলম থামিয়ে রাখতে পারিনি। না মা, তোমাদেরকে জাহান্নামে যেতে দিতে পারি না। নাও মা - এ বইটি তোলে তোমাদের হাতে আলোকজ্জ্বল করে নাও নিজেদেরকে, সন্তানদেরকে গড়ে তোল আগামীদিনের জন্যে। এগিয়ে যাও মা, আদর্শ সন্তানরা তোমাদের পেছনে.....।
অমনি চিৎকার করে ঘুম ভেঙে গেল
উঠলাম।
বসলাম।
ভাবলাম।
এ কী স্বপ্ন দেখলাম!
সত্যিই মানুষ কত বিচিত্রই না হতে পারে?
এমনকি মা- বাবাও ❑

www.pathagar.org

কেন 'মা'-কে নিয়ে কলম ধরলাম

অশান্তি আর মানবতার এ চরম দুর্দিনে "শান্তির মা মারা গিয়েছে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনখানে" এমন শ্লোগান প্রচারের এ যুগে শান্তি কোথায় আছে তা খুঁজতে আমি হাতে নেই আল কুরআনকে; বুঝার জন্যে সাহায্য চাই তাফসীর গ্রন্থে। সেখানে দেখতে পাই ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তির মূল হলো যুগল বা স্বামী-স্ত্রী আরেকটু এগিয়ে মা-বাবা। আর এ জন্যেই বেহেশতে আদম (আ.) এর মনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিবি হাওয়া (আ.) কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আর শান্তি বিষয়ে দিয়েছেন সুস্পষ্ট ঘোষণা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً -

"আর মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও দয়া।" (সূরা রূম ঃ ২১)

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ -

"তিনিই সে স্রষ্টা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা (আদম) থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার জুড়ির সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করতে পারে। অনন্তর স্বামী যখন স্ত্রীতে উপগত হল, তখন সে লঘুভার গর্ভধারণ করল এবং উহা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল, এরপর যখন সে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই তাদের পরোয়ারদেগার আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করতে রইল– যদি আপনি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করেন, তাহলে আমরা খুব শোকর করব।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৯)

www.pathagar.org

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পুরুষের জন্যে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, স্ত্রীর সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করার জন্যে। এ প্রসঙ্গে এখানে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চাই। বেশ কয়েক বছর পূর্বে কথা বলছিলাম একজনের সাথে পড়ন্ত বিকেলে। কথায় কথায় ঢাকায় কে কে থাকেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্ত্রী ও তিন সন্তান। কেমন আছেন প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, ভাল আছি। আমার মত সুখী মানুষ আমার পরিচিত জনদের মধ্যে কেউ নেই। একথা শুনে আমিও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে কিভাবে তিনি সুখী তা জানতে চাইলাম। তিনি বলেন, আমি যে বিয়ে করেছি, আমার যে সন্তান আছে তা আমার মনে থাকে না। কারণ যদি এককথায় বলি তাহলো এরকম– আমার স্ত্রী আমার কাছে কখনো কোন কিছুর কথা বলে না। কখনো বাসা থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে চায় না। বাসায় টেলিভিশন নেই এতে তার কোন অভিযোগও নেই। সবশেষে সে ছেলেমেয়েদেরও তার মত করে গড়ে তুলছে। ফলে এরাও কখনো কোন কিছুর কথা বলে না। দিলে নেয়, খায় কিন্তু আমরা না দেয়া পর্যন্ত ওরা কোন কিছুর কথা বলে না। ফলে আমাকে কখনো কোন কিছুর জন্য টেনশন ভোগ করতে হয় না। কখনো নয়-ছয় করতে হয় না। আমি আমার উপার্জিত অর্থ দিয়ে যা নিতে পারি, যতটুকু নিতে পারি ঠিক ততটুকু পেয়েই তারা খুশি। সুতরাং আমি সুখী। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা যে ম্যাসেজটি স্ত্রীদের প্রতি তাহলো স্ত্রীর মনে এ বিষয়টি বদ্ধমূল করতে হবে শান্তি স্থাপনের মূলে তিনিই রয়েছেন। তার অদূরদর্শিতা, অনাকাঙ্ক্ষিত চাহিদা, শুধু শুধু হতাশা, অন্য আত্মীয়-স্বজনদের দেখাদেখি গাড়ি কেনা, বাড়ি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার মন-মানসিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সর্বোপরি আল্লাহর হুকুম পালনে ঘাটতি ও অনাদর্শিতার কারণে বেশির ভাগ সময় পরিবারে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। আর পরিবারের এ অশান্তি ও অবক্ষয়ের ধারা যেন ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি অতিরিক্ত টেনশন ও মানসিক চাপে হার্ট এ্যাটাক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, নানা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে। অশান্তি আর টেনশন ভুলে থাকার জন্য ক্লাবে, মদের আড্ডাখানায় গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গভীর রাতে বাসায় ফিরছে, আজ অনেক পরিবারের বন্ধন ভেঙ্গে পড়ছে, চরিত্র হনন হচ্ছে, অনেকে একাধিক বিয়ে বা একাকীত্ব জীবনে আকৃষ্ট হচ্ছে, এমনকি এরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বা স্ত্রী হত্যার মত জঘন্যতম পাপ কাজ মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ হানাহানি, কাটাকাটি ইত্যাদি করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। ঠিক এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে শান্তিকামী মানুষের শান্তি শান্তি করে চিৎকার, আর না প্রাপ্তির হতাশা আমাকে গভীরভাবে চিন্তিত ও ভীষণভাবে মর্মাহত করে তুলেছে। আমি চিন্তা করছি, রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে এ সমস্ত পরিবারের অশান্তির রেশ যেন শুধু এ পরিবারের সদস্যদেরই নয় বরং তারা সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত বলে সমাজ ও রাষ্ট্র হয়ে বিশ্বঅঙ্গন পর্যন্ত তার বিরূপ ছোঁয়া আঘাত হানছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারা বিশ্বের মানব সমষ্টির সদস্য হিসেবে এ জ্বালা-যন্ত্রণা, দীর্ঘশ্বাস ও হতাশা যেন শান্তি প্রিয় বিশ্ববাসীর জীবন যাত্রাকে করছে ক্ষত বিক্ষত।

আর সে বিষয়টি সামনে রেখেই মুহতারেমা মায়েদের আদর্শ চিন্তা-চেতনা, সন্তানদের আদর্শ মানুষকরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও বিভিন্ন পরিবারের বাস্তব চিত্র (শান্তি-অশান্তির পরিবেশ) মাথায় রেখে আমার – এ বিষয়ে কলম ধরা।

www.pathagar.org

বইটি সম্পর্কে ক'টি কথা

০১. প্রায় ২৫ টি পরিবারের প্রথম ও প্রধান শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ মায়েদের আদর্শ সন্তান গঠনে শিক্ষাদানের ঘাটতির বাস্তব নমুনা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে বিভিন্ন উপমা, বিভিন্ন আঙ্গিকে এ বইতে উল্লেখ করার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে তাদের স্থানে তাদেরকে প্রতিস্থাপন করে পরিবার ও সমাজে পরম শ্রদ্ধাশীল আদর্শ মা হিসেবে পরিগণিত করাতে। কষ্ট পাব যদি ঐ সকল মুহতারেমা মায়েরা মনে করেন নিছক আপনাদের সমালোচনা, কারোকে খুশি বা কারোর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। বরং মা'দেরকে অসম্মান, অপমান ও সমালোচনার উর্ধ্বে তুলে জান্নাতুল ফেরদাউসে আল্লাহর মেহমান হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ, সকলকে আরো বেশি দায়িত্বপ্রবণ ও সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই– এ বই রচনা। সেই সাথে মেধা, শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয়তো আছেই। তবু কোন বর্ণনার জন্য কেউ যদি দুঃখ পান, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর যদি কেউ পুলকিত হোন সেজন্য যত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তারপরও এ আনন্দে অন্যকেও অংশীদার করবার জন্য অনুরোধ করছি।

০২. বইটির প্রথম অংশে ১৫টি অধ্যায়ে সন্তানদের ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে একটি কল্যাণময় বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মা'দের দায়িত্ব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সচেতন করার জন্যে কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, যা হলো ঃ মায়েদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সন্তানদের মন-মানসিকতা গঠনের প্রধান নিয়ামক। আর তাই নারী জীবনের তিনটি পর্যায়ে কন্যা থেকে বউ, বউ থেকে মা হয়ে যাওয়ার পর প্রথমত তাদের নিজেদের জীবনেই অনেক পরিবর্তন আনতে হয়; হতে হয় সংযত; তাদেরকে হতে হয় অনেক সচেতন, পালন করতে হয় অনেক দায়িত্ব। আপাতত না পেয়ে, না ভোগ করে ভবিষ্যতে প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর তথা অনেক ত্যাগী, অতীতের অনেক কিছুর নিরব সাক্ষী। এক কথায়, "বুক ফাটবে কিন্তু মুখ ফাটবে না"। অনেক কথা, কন্যা জীবনের অনেক স্মৃতি, বউ জীবনের অনেক ঘটনা, অপ্রাপ্তি, হতাশা, সন্তানদের কাছে না বলে তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যুগশ্রেষ্ঠ আদর্শের আদলে একজন গ্রহণযোগ্য আদর্শ মা হিসেবে। কেননা কে জানে একদিন শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছোট্ট কুটিরে জন্মগ্রহণ করা আপনার এই সন্তানটিও তো হতে পারে বিশ্বজোড়া খ্যাতিময়, বিশ্বে নেতৃত্বদানকারী ও আদর্শ প্রাণ পুরুষ।

বইটির দ্বিতীয় অংশে যে সমস্ত সন্তান মায়েদের ব্যাপারে একটু গাফেল, মায়েদের সাথে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনমনীয় আচরণ করে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে ১২টি অধ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে সংযোজন করা হয়েছে। তবে এটুকু পাঠে সন্তানদের গায়ের পশম দাঁড়াবে, চোখ দিয়ে পানি ঝরবে। সম্মানিত অভিভাবকদের বলব, এ বইটি আপনারাও পড়তে চেষ্টা করুন, সন্তানদেরকেও পড়তে দিন। আর আপনাদের সাথে তাদের নমনীয় আচরণ প্রত্যক্ষ করুন। আমার বিশ্বাস এ অংশ পাঠে আমার যেমন চোখের পানি ঝরে, মাত্র দু'মাস আগে গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৬-এ প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠে তেমনি অগণিত পাঠকদের ফোন আর

www.pathagar.org

মুখোমুখি কথোপকথনেও এ কথার প্রমাণ পেয়েছি। না, চাটুকদার কথা বিজ্ঞাপন আকারে লিখে জান্নাতের সাথে আমার দূরত্ব বাড়াতে চাই না। আর কোন অবাস্তব, অসত্য কথা সত্যের আদলে লিখে কারো চোখের পানি ঝরাতে চাই না। যা সত্য তাই লিখছি। প্রমাণ পেতে চান! এ বই পড়ে মায়ের কাছে যান। একান্ত আলোচনায় জেনে নিন সেই সময়ের কথা, সেই মুহূর্তের কথা, যে সময়ে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তাঁর কাছে বছর এবং মৃত্যুতুল্য। তাছাড়া আমি জানি, কোন অসত্য, মিথ্যা, অবাস্তব ও অনাদর্শিক বক্তব্য দিয়ে কখনো কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারলেও তার পজিটিভ প্রভাব হয় সাময়িক, দীর্ঘ সময়ে তা হয় অতিমাত্রায় নেগেটিভ। সুতরাং এ বই লেখায় এমন অবাস্তব ও অবান্তর বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছে।

০৩. এ বইটি পাঠে আমাদের মায়েরা যেমনি সচেতন হবেন সন্তানদের প্রতি তেমনি সন্তানরা সচেতন ও যত্নশীল হবে মায়েদের প্রতি, দেশ ও দশের প্রতি। পাশাপাশি আদর্শ শিক্ষার প্রতি উভয়ের ঝোঁক বাড়বে। কেননা আমরা সকলেই অকপটে স্বীকার করি শিক্ষা প্রজ্ঞাময় জীবনের আলোর সন্ধান, সর্বব্যাপক জ্ঞান ও হিম্মতের ভাণ্ডার মহাজ্ঞানগর্ভ পবিত্র কুরআনেরই সুস্পষ্ট প্রকাশ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধি, বিশ্বজনীন, সর্বজনীন প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলামের একান্ত অঙ্গীকার এবং রাসূল (সা.) এর জ্ঞান ও বাণী বিকাশের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বাহন ও উৎস ফোয়ারা। শিক্ষা মানুষের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়, শিক্ষা পৃথিবীতে আনতে পারে অনাবিল শান্তি। আর এ শান্তির ভিত্তি প্রত্যেকটি পরিবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক সেজন্যই চাই শিক্ষিত, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী ও সচেতন মা, দায়িত্বশীল মা।

০৪. বইটি লেখার ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিলাম উপন্যাস স্টাইলে লিখতে। কারণ একশ্রেণীর পাঠকরা উপন্যাস পড়তে আনন্দবোধ করে থাকেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো আমি পরিপূর্ণ উপন্যাসের আদলে লিখতে পারিনি। কেননা আমি নিজেই উপন্যাসের নিয়মিত পাঠক নই, লেখক তো নয়-ই। অতিবাহিত জীবনে একটা উপন্যাস বইয়ের প্রচ্ছদের সাথে ইসলামী হুকুমতের মিল থাকায় পড়েছিলাম কিন্তু শেষের দিকে এসে দেখেছি অনাদর্শের সাথে আপোস করে পচন ধরিয়ে দিয়েছে। পড়তে পড়তে তাহাজ্জুদ নামাজের এ সময়টাতে ঐ পাতাগুলোতে এসে অনেক কষ্ট পেয়েছি। শুরুতে আমার কাছে মনে হয়েছিল এটি একটি ইসলামিক উপন্যাস। প্রচ্ছদ ইসলামিক কিন্তু ভিতরে লেখা ইসলামিক ধাচে হয়নি বরং ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে। অনেকের হয়তোবা ঐ বইটির নাম জানার ইচ্ছা হবে। হ্যাঁ, বলতে বাঁধা নেই। সেই সৎ সাহস আমার আছে। কিন্তু বইটি আজ বাজার থেকে হারিয়ে গেছে। কাজেই নাম বলে আর কী হবে? অন্যদিকে বর্তমান সময়ে বাজারে নেই বলে ঐ বইটি পড়ে আমার মত মন খারাপ তো কারো হবে না। তাই নাম উল্লেখ না করাই হয়তোবা পাঠক আদালত সমর্থন করবেন।

০৫. 'মা' বর্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অত্যন্ত স্পর্শকাতর। জগতের সকল বিতর্কের উর্ধ্বে, মহাসম্মানী মানুষ। আর তাইতো এ বিষয়ে লিখতে যেয়ে আমাকে অনেক সতর্ক থাকতে হয়েছে। ভোগ করতে হয়েছে অনেক পেরেশান। অন্যদিকে তাদের এ

www.pathagar.org

শ্রেষ্ঠত্ব, আসন ও মর্যাদা তাদেরকেও করে তুলেছে অনেক চিন্তিত, তারাও আজ সন্তানদের নিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। আর এ ব্যতিব্যস্ততাকে পজিটিভ রূপ দেয়ার লক্ষ্যে, সিস্টেমেটিক করে সন্তানদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে মা যেন দুনিয়া ও আখিরাতে তার অবস্থানকে সমুন্নত রাখতে পারে সেজন্যই এ বই লেখা।

আশা করছি, এ বইটি পাঠে মায়েদের কাছে সন্তানদের, সন্তানদের কাছে মায়েদের হক শত ভাগ রক্ষিত হবে।

০৬. এ বইতে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় একশত পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনে সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রী পড়ানো এবং তাদের গঠন ও নিয়ন্ত্রণে যা বলেছি ও করেছি তার খন্ডিত অংশও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার সাথে কেউ কেউ অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন বা বিষয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন মতও পোষণ করতে পারেন। কেননা আমরা জানি, একমাত্র ওহীলব্ধ জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞানই শতভাগ নির্ভুল নয়। কাজেই পাঠক ও গবেষকদের কোথাও কোন আলোচনায় ভিন্ন মত থাকলে তা অনুগ্রহ করে লেখকের ফোন নম্বরে ফোন করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে বইটিতে সংযুক্ত করে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হবে। আর এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনারাও সওয়াব পাবেন।

পরিশেষে বলব, দীর্ঘ গবেষণায় আমি যে বিষয়টি উপলব্ধি করেছি তাহলো, 'মা', আদর্শ মা-ই হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সন্তানদের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, জাতি গঠনে মূল সহায়ক। ফলে এ শ্রেষ্ঠ সম্পদকেই ঘিরে আছে সকল শান্তি। অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল হলেন 'মা'। যিনি পরিবারে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়ে অন্তরঙ্গ, নির্ভেজাল ভালবাসা ও মহব্বতের ভিত্তিতে আগামীদিনের সন্তানদের গঠনে রাখতে পারেন মুখ্য ভূমিকা। কারণ আজকের সন্তানরাই আগামীদিনের নেতা, ভবিষ্যতের কর্ণধার। দেশ গঠনে নেতৃত্বদানকারী আর তাদের দ্বারাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে অনায়াসেই। সুতরাং মহান স্রষ্টা ঘর হতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীময় শান্তিতে ভরে দিতে চান। কিন্তু আমাদের কতিপয় অজ্ঞ মায়েরা আজ স্বামীদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা, সন্তানদের স্নেহ-মমতা ও শিক্ষাদান ছেড়ে রাস্তায় অথবা টেলিভিশনের রিমূট চেপে বেহায়াপনায় লিপ্ত, আবার কেউ কেউ সম্পদ বৃদ্ধির এক ঘৃণ্যতম নেশায় মত্ত হওয়ার কারণেই পৃথিবীতে শত চেষ্টার পরও শান্তি সুদূর পরাহত। অথচ পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে শান্তির সাওগাত নিয়ে, মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে সুখ দেয়ার জন্যে; কিন্তু মানুষ আজ সেই মূল সংবিধান কুরআন ও রাসূল (সা.) এবং ফাতেমা (রা.) এঁদের চরিত্র অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র গঠন না করার কারণে শান্তি চলে গেছে দূরে বহু দূরে। বিশ্ব-শান্তি পরিবারের মধ্যেই অন্তর্নিহিত যা আল্লাহ তায়ালার বাণী দ্বারাই প্রমাণিত।

সুতরাং অভিমত হলো, আজকের এ অস্থিতিশীল পৃথিবীতে স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং আগামীদিনে একটি সুখী সুন্দর বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ায় ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে আদর্শ জাতি গঠনে দেশে-দেশে আদর্শ মায়ের বিকল্প নেই।

জাবেদ মুহাম্মাদ

www.pathagar.org

সূচিপত্র

তোহফা

কেন মাকে নিয়ে কলম ধরলাম

প্রথম অংশ

❑ **মায়ের কাছে আমাদের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা**

■ প্রত্যেক শিশুই আল্লাহ্‌র কাছে একত্ববাদ ও তাওহীদবাদের স্বীকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে আসে কিন্তু পরিবেশ ..... । ১৯

■ ভাল সুন্দর নাম রাখা ২৪

■ আদর সোহাগ ও শাসন আদর্শ মানুষ গঠনে সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন ৩৬

■ নসীহত ও অসিয়্যত এর ভিত্তিতেই সৃষ্টি সন্তানের খাসিলত ৪৬

■ সত্য সুন্দর কথা বলা মিথ্যা ও মন্দ কথা না বলা বা বললে কিভাবে তা পরিহার করবে.....? ৬০

■ আগন্তুক বংশধরদের সার্থক উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে আদর্শ শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ ৭৪

■ আদর্শ শিক্ষা ৭৯

■ সচ্চরিত্র ! সে তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ যার কাছে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি সবই মূল্যহীন ৮৯

■ বন্ধু-বান্ধব ! কেমন হওয়া চাই আপনার সন্তানের বন্ধু-বান্ধব? আছে কি তাদের নির্বাচনে আপনার কোন ভূমিকা? ৯৬

■ উত্তম, সৎ ও ভাল কাজে সদা-সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণা দানে..... । ১১১

www.pathagar.org

■ হালাল উপার্জন দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি প্রাপ্তির নিশ্চিত উপকরণ ১২০
■ কন্যা সন্তানকে সৎ পাত্রস্থকরণ মা-বাবার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ১৩০
■ শান্তশিষ্ট! চুপচাপ!! কথা কম বলে!!! ১৪৩
■ হাক্কুল্লাহ্, হাক্কুল ইবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করাই হচ্ছে মানুষ হিসেবে একমাত্র কাজ ১৫১
■ ভাল মানুষকে ভালবাসা, ভাল কাজকে সমর্থন করা, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে রাষ্ট্রের উন্নয়ন করা ১৫৮
❖ মানুষ ১৫৮
❖ মদ, জুয়া, লটারি ১৫৯
❖ সুদ ১৬২
❖ ঘুষ ও দুর্নীতি ১৬৭
❖ আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ১৬৯

দ্বিতীয় অংশ

❑ মায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমরা
প্রথম পাঠ ১৭৩
দ্বিতীয় পাঠ ১৭৭
তৃতীয় পাঠ ১৭৯
চতুর্থ পাঠ ১৮৩
পঞ্চম পাঠ ১৮৬
ষষ্ঠ পাঠ ১৮৮
সপ্তম পাঠ ১৯০
অষ্টম পাঠ ১৯২
নবম পাঠ ১৯৩
দশম পাঠ ১৯৫
একাদশ পাঠ ১৯৭
শেষ পাঠ ২০০

www.pathagar.org

প্রথম অংশ

www.pathagar.org

মায়ের কাছে আমাদের
প্রাপ্তি ও
প্রত্যাশা..... ।

www.pathagar.org

পাঠ এক

প্রত্যেক শিশুই আল্লাহ্‌র কাছে একত্ববাদ ও তাওহীদবাদের স্বীকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে আসে কিন্তু পরিবেশ..... ।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহ্‌র আনুগত্য ঘোষণা করছে। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সব প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। আমরা যা করছি আল্লাহ তা দেখছেন।" (সূরা আত তাগাবুন ঃ ০১-০২)

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয় ঃ

০১। আমাদের স্রষ্টা, মালিক ও শাসক একমাত্র আল্লাহ।

০২। ঈমান ও কুফরীর দু'টি পথের কোনটি গ্রহণ করতেই তিনি বাধ্য করেননি। (স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়ে তিনি আমাদের পরীক্ষা করছেন।)

০৩। তিনিইতো আমাদেরকে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই সুস্থ বিবেক বুদ্ধির দাবী হলো, আমরা সবাই ঈমানের পথ অবলম্বন করব। কিন্তু এই সুস্থ প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী কুফরীর পথ অনুসরণ করছে। আবার কেউ কেউ জন্মগত স্বভাব প্রকৃতির অনুকূল ঈমানের পথ অনুসরণ করছে। ফলে পরিবেশগত কারণে কেউ মুসলিম হচ্ছে, কেউ হচ্ছে হিন্দু, খ্রীস্টান ও বৌদ্ধ। কেউ হচ্ছে আদর্শ মানুষ, কেউ হচ্ছে অনাদর্শিক।

০৪। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাই আমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। যা চিন্তা-ভাবনা করা ঈমানের পথ। আর না করা কুফরীর পথের সাথে সম্পৃক্ত।

www.pathagar.org

পাঠ এক

না।

না।

যাব না।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এ পৃথিবীতে। যেখানে প্রতিনিয়ত চলছে মনিবের আদেশ লঙ্ঘন। যারা চিনে না কে তাদের আপন? জানতে চায় না কে দিচ্ছে তাদের ভরণ- পোষণ? কে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের জীবন? কেই বা দিচ্ছে তাদের মরণ?

কী আশ্চর্য! শেষ হয়ে গেল, নিঃস্তব্দ হয়ে গেল ক্ষমতাধর নমরূদ। ধনবান কারুন। যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল অনেক শক্তিধর। করার চেষ্টা করেছে যা ইচ্ছা তা, যখন ইচ্ছা তখন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে। তোয়াক্কা করেনি কোন কিছুকে।

মনে করেছে সমস্ত পৃথিবীর মালিক বুঝি সে নিজেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস কি সাক্ষী দিচ্ছে না, কে সবচেয়ে বেশি–

ক্ষমতাধর?

শক্তিশালী?

মালিক?

একচ্ছত্র অধিপতি?

রাজাধিরাজ?

কে আমাদেরকে পাঠাল এ দুনিয়ায়?

কে সৃষ্টি করল দুনিয়ার সবকিছু?

আল্লাহ্!

www.pathagar.org

প্রত্যেক শিশুরই তাওহীদবাদের স্বীকৃতি

তিনিই সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে।

সৃষ্টি করেছেন সমগ্র পৃথিবীকে।

সৃষ্টি করেছেন সমগ্র সৃষ্টিকে।

তিনিই আমাদের পালনকর্তা, বিধানদাতা।

সুতরাং সৃষ্টি যার, নিয়ম চলবে তাঁর। এটাইতো স্বাভাবিক।

পৃথিবীতে আসার আগে দিয়েছিলাম স্বীকৃতি স্রষ্টাকে,

দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করব তোমার

একত্ববাদ।

আদর্শবাদ।

কিন্তু যেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলাম

ভুলে গেলাম।

সবকিছু!

যেখানে বাতাসটুকুও আজ অনাদর্শের করাল ছোবলে বিষাক্ত কাল নাগিনীর মতো উত্তাল, আদর্শ বারবার বাধাগ্রস্ত, পারিপার্শ্বিক অবস্থাদৃষ্টে অনাদর্শই যখন আজ বাস্তবতা বা আদর্শ বলে মনে হয়, ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মা-বাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন ছাড়া কোন উপায় নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ -

"প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত তথা আল্লাহর তাওহীদবাদ ও একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা ইয়াহুদী, খ্রীস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" [১]

আজকের শিশুরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাদের মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে আগামীদিনের আদর্শিক নেতা, যাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বজগৎ। সুতরাং আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের, আদর্শিক নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তাদের জন্যে গড়া প্রয়োজন একটি আদর্শিক পরিবেশ। কেননা শিশুরা পরিবেশ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বা দেখে, সেখানে অবস্থান করে শুনে শুনে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ফলে তাদেরকে

www.pathagar.org

প্রত্যেক শিশুরই তাওহীদবাদের স্বীকৃতি

আদর্শিককরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিত পরিবার ও আদর্শ পরিবেশের বিকল্প নেই। আর এগুলো গড়া নির্ভর করে আদর্শ মা-বাবার ওপর।

পরিকল্পিত পরিবার ও আদর্শ পরিবেশ!

আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেন? দেখুন!

আদর্শ পরিবেশের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে আদর্শ মানুষ হতে শেখে।
আদর্শ শিক্ষা সম্বলিত পরিবারের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে আদর্শ শিক্ষা অর্জন করতে শেখে।
সমালোচনার পরিবেশে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল নিন্দা করতে শেখে।
শত্রুতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল হানাহানি করতে শেখে।
বিদ্রুপের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল লাজুক হতে শেখে।
কলংকের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে কেবল অপরাধবোধ শেখে।
ধৈর্যের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে সহিষ্ণুতা শেখে।
উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে।
প্রশংসার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে মূল্যায়ন করতে শেখে।
নিরপেক্ষতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে ন্যায়পরায়ণতা শেখে।
নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে বিশ্বাসী হতে শেখে।
অনুমোদনের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে
সে নিজেকে ভালবাসতে শেখে।
স্বীকৃতি আর বন্ধুদের মাঝে বেঁচে থাকলে
সে শিশু পৃথিবীতে ভালবাসা খুঁজে পেতে শেখে।

সুতরাং পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের এ বেড়াজাল থেকে শিশুকে মুক্ত রেখে কিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা প্রণীত জীবন বিধান অনুযায়ী গঠন ও পরিচালনা করা যায়, সেদিকে

www.pathagar.org

প্রত্যেক শিশুরই তাওহীদবাদের স্বীকৃতি

আমাদের মা জননীদের খেয়াল রাখতে হবে। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত। যা কিনা সন্তানহীনাদেরকে দেখলে উপলব্ধি করা যায়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এ সন্তান দানের মাধ্যমে নারীদেরকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে সম্মানীত করেছেন। কাজেই এখানে সন্তানদেরকে আদর্শিককরণের ক্ষেত্রে, উত্তম সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে, আগামীদিনে জাতির কাণ্ডারী বানানোর লক্ষ্যে যিনি সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবেন তিনিই মা। কেননা বাবা ব্যস্ত থাকে বাসার বাইরে অর্থ উপার্জনের কেন্দ্র তথা অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। ফলে বাসার অভ্যন্তরীণ তথা সন্তানের সাথে বেশি দহরম-মহরম সম্পর্ক হয় মায়ের। আর এ জন্যেই চাই–

মা। আদর্শ মা।
জ্বি, প্রয়োজন আজ আপনার।
রাখুন ভূমিকা,
পালন করুন দায়িত্ব ও কর্তব্য,
আর তখনই হবে জয়।
প্রতিষ্ঠা পাবে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও তাওহীদবাদের।
না।
না।
আজ মাথা নীচু নয়।
মাগো, আমরা দেখতে চাই আপনার মাতৃত্ব যেন সার্থক হয়। প্রয়োজনে পুরো পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও আপনার হোক জয়।

---

১. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃ: ২১।

www.pathagar.org

পাঠ দুই | ভাল সুন্দর নাম রাখা

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَا ئِكُمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَا ئِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَا ئَكُمْ -

"কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের ভাল সুন্দর নাম রাখবে।" (আবু দাউদ, বায়হাকী)

www.pathagar.org

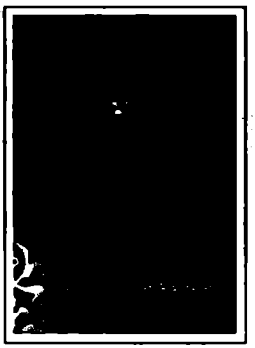

পাঠ দুই

নাম!
নাম চাই!
আনকমন নাম!
নতুন নাম!
কমন নাম হতে পারবেই না।
নাম রাখবেন-
দাদা-দাদী।
চাচা-চাচী।
নানা-নানী।
মামা-মামী।
মা-বাবা।

চারদিকে ফিসফিস, খোঁজাখুঁজি, কী নাম রাখবেন কে-ই বা জানে। তবে নাম হওয়া চাই আধুনিক যুগের মত, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ঠিক যেমনটি এখন.....।

নাম নির্বাচন!

সপ্তম দিনে, সন্তানের নামকরণ এ যে উত্তম, সুন্নত। এ যে আদর্শ মা-বাবার ওপর সন্তানের হক। ইসলামে ঘোষিত মা-বাবার ওপর এক আমানত।

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ (صلم) بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ لِسَابِعِهِ -

"রাসূল (সা.) আমাকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে তার নামকরণ করতে আদেশ দিয়েছেন।" [১]

এখন নামকরণের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে ..... নাম হওয়া চাই-
অর্থপূর্ণ,
অর্থবহ,
অর্থবোধক,

www.pathagar.org

ভাল সুন্দর নাম রাখা

শ্রুতিমধুর।
কারণ নামের যে রয়েছে অনেক তাৎপর্য;
দুনিয়া ও
আখিরাতে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, যখনই কোন ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, রাসূল (সা.) ঐ সাহাবীর নাম সুন্দর অর্থবোধক না হলে সাথে সাথে পরিবর্তন করে নতুন নামে তাকে সম্বোধন করতেন এবং অন্যান্য সাহাবীদের সাথে নতুন নামে পরিচিত করে দিতেন –

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّة فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمُهَا جُوَيْرِيَة -

"হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উম্মুল ম'মিনীন) জুয়ায়রিয়া (রা.)-এর আসল নাম ছিল বাররাহ (পুণ্যবতী)। রাসূল (সা.) তার নাম পরিবর্তন করে জুয়ায়রিয়া (স্নেহময় কিশোরী) রাখলেন।"[২]

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرْ اِسْمَ عَاصِيَةٍ وَ قَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةٌ -

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.) আসিয়া-এর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন তোমার নাম হলো জামিলা। আসিয়া অর্থ অবাধ্য আর জামিলা অর্থ সুন্দরী।"[৩]

সে সময়ে সাহাবীদের পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসতেন এবং নাম রাখার দায়িত্ব রাসূল (সা.)-এর ওপর পড়ত।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ وُلِدَ لِىْ غُلَامٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ (ص) فَسَمَّاهُ اِبْرٰهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهِ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وَلَدِ اَبِىْ مُوْسٰى -

"হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর চিবিয়ে তিনি তাকে বরকত দিলেন।"[৪]

নামের ব্যাপারে রাসূল (সা.) ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। কোন সাহাবীর খারাপ নাম শুনলেই অপছন্দ করতেন এবং সাথে সাথে নাম পরিবর্তন করে অর্থবোধক সুন্দর

www.pathagar.org

নাম রাখতেন। তিনি যেদিকে যেতেন সেখানকার স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করতেন পছন্দ হলে খুব আনন্দিত হতেন আর তা না হলে পরিবর্তন করে দিতেন। কোন অবস্থায়ই তিনি কোন কিছুর খারাপ নাম সহ্য করতে পারতেন না। মানুষেরা একটি স্থানের নাম হুজরাহ অর্থাৎ বাঁজা বা বান্ধা বলে ডাকতো। তিনি সে স্থানের নাম খুজরাই অর্থাৎ চির সবুজ ও শস্য শ্যামল রেখে দিলেন। একটি ঘাটিকে গুমরাহির ঘাঁটি বলা হতো। তিনি সেটিকে হেদায়েতের ঘাঁটি নাম রাখলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের সমাজেও এই নিয়ম চালু ছিল যে, শিশুদের নাম রাখার জন্য বাড়ির বা আত্মীয় স্বজনদের মাঝে যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত, সৎ, ধার্মিক তাকেই এ কাজের জন্যে নির্বাচন করা হত। যাতে তিনি একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রেখে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সময়ে এই প্রথা বিলুপ্ত হতে চলেছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلٰى وَالِدِهٖ اَنْ يُحْسِنَ اِسْمَهٗ -

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ঘোষণা করেছেন, পিতার ওপর নবজাতকের হক হলো তার সুন্দর নাম রাখা।"

সমগ্র পৃথিবীর অনেক জিনিসে যেভাবে পাশ্চত্যের নগ্ন থাবা ও বিশেষ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে মুসলিম শিশুদের নামের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পাশ্চাত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে ধর্ম ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্দর সুন্দর নামগুলো এখন মোটেও রাখা হচ্ছে না। বরং অমুসলিমদের নামগুলোই নির্বাচিত করে ইসলামিক নাম পরিত্যাগ করা হচ্ছে। এখন নাম রাখা হচ্ছে বন্যা, কান্না, টিংকু, রিংকু, স্বাধীন, সংগ্রাম, হিরু, নিরু, আশা, তিশা, ছাগী, হিরা, পান্না, মুক্তি, মুক্তা, ইত্যাদি.....ইত্যাদি আরও কত কী?

এ নাম গুলো কেমন- এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, এগুলো মা-বাবারাই চিন্তা করবেন বা তাদের দায়-দায়িত্ব, তাদের ওপরই বর্তাবে।

ভাল কি মন্দ!

অর্থপূর্ণ কী অনর্থক!

পছন্দনীয় কী অপছন্দনীয় !

সুন্দর কী অসুন্দর!

গ্রহণযোগ্য কী অগ্রহণযোগ্য!

তবে এখানে মন্দ নামে ডাকা প্রসঙ্গে আমি আল্লাহ তায়ালার ঘোষণাটি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.org

ভাল সুন্দর নাম রাখা

وَلَاتَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

"তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারূপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ঈমান আনয়নের পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ, যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই যালেম।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১১)

কাজেই খেয়াল না করে নাম রাখা এবং এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ। কারণ নামেও মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও নামের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ছোট্ট সুন্দর শিশুদেরকে সবাই আদর করতে চায়। কিন্তু যখন তার নাম জিজ্ঞেস করে জানা যায়, নামটি সুন্দর নয়, অর্থবোধক নয়, বিশ্রী তখন স্বাভাবিকভাবেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। আবার নাম জিজ্ঞাসা করেও অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের বা জাতি সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ঃ তোমার নাম কী? শ্রী চন্দ্র বিশ্বাস, অথবা মুহাম্মাদ..... । কাজেই সহজেই প্রতীয়মান হয়, সুন্দর নাম অনুভূতি এবং আবেগের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে, প্রভাব ফেলে কর্মক্ষেত্রে ও পারিবারিক জীবনেও।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَ اَنَّ جَدَّهٗ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ مَااِسْمُكَ قَالَ اِسْمِى حَزْن قَالَ بَلْ اَنْتَ سَهل قَالَ مَا اَنَا بِمُغَيِّرًا اِسْمًا سَمَّانِىْ اَبِىْ قَالَ بْن لْمسَيّب فَمَازَالت فِيْنَا الْحُزُوْنَةَ بَعْدَ -

"হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা হাযন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম হাযন (শক্ত)। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, না বরং তোমার নাম হওয়া উচিৎ 'সাহল' (সহজ-সরল)। তিনি উত্তরে বললেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করব না। সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (রা.) বলেন, এরপর আমাদের পরিবারে পরবর্তীকালে কঠিন অবস্থা ও পেরেশানী থেকে যায়।"[৬]

তাই অর্থ না জেনে নাম রাখা ঠিক নয়। এতে অর্থ বিকৃতি হাস্যকর। কখনও কখনও আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। কাজেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত এবং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পছন্দনীয় এমন নাম রাখা উচিত।

রাসূল (সা.) বলেন ঃ

اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ -

www.pathagar.org

ভাল সুন্দর নাম রাখা

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান।" [৭]

আল্লাহ তায়ালার বহু গুণবাচক নাম রয়েছে। ঐ সমস্ত নাম (অর্থাৎ ৯৯টি) সরাসরি রাখা নিষিদ্ধ, তবে আবদ শব্দ যোগ করে নাম রাখা উত্তম।

অনুরূপভাবে নবী রাসূলের নামানুসারে নাম রাখা উত্তম। যেমনঃ ইয়াকুব, ইউসুফ, ইবরাহিম, ইদরিস, ইসমাইল, আহমাদ ইত্যাদি।

দ্বীনের মুজাহিদ, ওলী এবং দ্বীনের খাদেমের নামানুসারে নাম রাখা যেমনঃ উমর সিদ্দিকী, উমর ফারুক, খালিদ, আব্দুল কাদের, হাজেরা, হাফসা, আয়েশা, মরিয়ম, উম্মে সালমাহ, সুমাইয়া ইত্যাদি।

সন্তানের নাম যেন আপনার দ্বীনি আবেগ ও সুন্দর আশা আকাংখার প্রতিবিম্ব হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। যেমনঃ মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান দূরবস্থা দেখে আপনি আপনার শিশুর নাম উমর এবং সালাহ উদ্দিন ইত্যাদি রাখতে পারেন এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারেন যে, আপনার শিশু বড় হয়ে মুসলিম উম্মাহর দুরন্ত তরীকে তীরে ভিড়িয়ে দেবে এবং দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র নাম মুহাম্মাদ (সর্ব প্রশংসিত) নামে নামকরণের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ নামটি থেকেই এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম অনুভব করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূত পবিত্র নাম ধারণ করে কল্যাণ ও বরকত অর্জনের মানসিকতা পোষণ করা প্রত্যেক মুসলিমদের অবশ্য কাম্য হওয়া উচিত।

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَلَا تَضْرِبُوْهُ وَلَا تُحَرِّمُوْهُ -

"হযরত আবু রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কারো নাম মুহাম্মাদ রাখলে তাকে মারধর করবে না আর তার অসম্মানও করবে না।" [৮]

مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ اَوْلَادٍ فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدُهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدْ جَهِلَ -

"রাসূল (সা.) আরো ইরশাদ করেন, যার তিন তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল অথচ সে কারো নাম মুহাম্মাদ রাখল না, সে একজন জাহিলের ন্যায় আচরণ করল।" [৯]

যে নামের ব্যাপারে ইসলামে এত গুরুত্ব তা আমাদের চেয়েও অমুসলিমরা; বিধর্মীরা বুঝতে পেরে আজ এ নাম দেখলেই তাদের দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিসা দিতে চায় না। আর এ অযুহাতে দুনিয়া নিয়ে মিছামিছি ব্যস্ত একদল লোক তাদের সন্তানদের নাম তো মুহাম্মাদ রাখছেই না বরং নামের পূর্বের মুহাম্মাদ লেখাও বাদ দিতে চাচ্ছে বা বাদ দিয়ে থাকে।

www.pathagar.org

কি দুর্ভাগা?
হতভাগা।
দুনিয়া নিয়ে মত্ত। কী জবাব দেবেন। সেদিন?
যে দিনটি নিশ্চিত আসবেই!
আপনার, আমার সামনে, জবাবও দিতে হবে!
প্লিজ চিন্তা করুন।

এখনও সময় আছে। সচেতন হোন, আল্ট্রা মডার্ন হওয়া থেকে দূরে সরে আসুন। আবার দেখুন, জীবনে জ্ঞানার্জনের এ পথ পরিক্রমায় কোথাও মুহাম্মাদ লেখাটি ভুল করেও বা বিধর্মীদের লেখার মধ্যেও এমনটি দেখিনি। যা আমরা মুসলিম, সেই মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মতরা লিখছি অনেকটা বিকৃতরূপে। যেমনঃ মুহাম্মদ, মুহম্মদ, মোহাম্মদ বা মোঃ আর ইংরেজিতে MD ভাবতেই কষ্ট হয়, কোথায় পেলাম এমন বিকৃত শব্দগুলো- যা উচ্চারণ ও লেখায় সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। আসলে শব্দটির মাখরাজ ভিত্তিক উচ্চারণ ও লেখা মুহাম্মদ নয় হবে মুহাম্মাদ।

আবার রাসূল (সা.) এর আরেকটি নাম হলো 'আহমাদ' যার অর্থ 'অতি প্রশংসিত'। আজকে আমাদের মাঝে প্রচলিত এই 'আহমাদ' নামের বিকৃতরূপ হচ্ছে আহমদ, আহমেদ, আহম্মদ, আহম্মাদ ইত্যাদি। যার অর্থ কোনভাবেই আহমাদ এর অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। একটু ভেবে দেখুন, যে জাতি তাঁদের পথ প্রদর্শক ও আখিরাতে একমাত্র সুপারিশকারী নেতা রাসূল (সা.) এর নাম বিকৃতরূপে উচ্চারণ ও লিখে প্রকাশ করে সে জাতির কপালে দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্যোগপূর্ণ শাস্তি ছাড়া কী থাকতে পারে? যে রাসূল (সা.) এর নামের শেষে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মহব্বত ও তারতিলের সাথে উচ্চারণ না করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সে জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার মত কঠোর বাণী উচ্চারণ করে সতর্ক করে দিয়েছেন, সেখানে কিনা সেই জাতি তাদের নামকরণের ক্ষেত্রে স্রষ্টার প্রিয় বন্ধু যার উছিলায় পৃথিবী সৃষ্টি, সবকিছু সৃষ্টি তাঁর নামই বিকৃতভাবে উচ্চারণ করছেন।

এ থেকেই বুঝা যায়, আসলে এ জাতি কতটা বেখেয়ালী এবং অসচেতন অথবা নাম উচ্চারণ ও লেখায় কতটা যত্নহীন। তবে এটুকু বলা যায়, অনেকটা মনের অজান্তেই তারা এমন ভুলগুলো করে থাকে, কিন্তু তবুও তা পাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই প্রয়োজন সংশোধন। যে সকল মায়ের সন্তানদের নাম এখনও বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন হয়নি তাদের নাম যথাশীঘ্র, যথাসম্ভব সংশোধন করে দিলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা খুশী হবেন। আজকে আমাদের সমাজের

www.pathagar.org

ভাল সুন্দর নাম রাখা

লোকজনেরাও নাম সম্বোধনের ক্ষেত্রে অনেক সময় অতি আদর করে বা অতিরাগ করে বিকৃত নামে ডেকে থাকে - যা শুনতেও শ্রুতিকটু, পাপের সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

নামের বিকৃতকরণ প্রসঙ্গে মানবতার প্রিয় হাবীব রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে নাম পরিবর্তন করে ডাকে বা ডাকবে আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা তার ওপর লা'নত করেন।" [১০]

সুতরাং নাম রাখার পূর্বে অবশ্যই আমাদের সচেতন হতে হবে এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় কুরআন ও হাদিস অনুসারে অর্থবোধক নাম রাখতে হবে। আবার শুধু কুরআনে শব্দটি আছে রেখে দিলাম তা হবে না। যেমনঃ একজন ব্যক্তি তার সন্তানের নাম রেখেছে তুকাজ্জিবান,** তাকে বলা হলো - এটি তো কোন নাম হতে পারে না, এ নাম কোথায় পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আর রহমান সূরায় এ শব্দ ৩৩ বার ব্যবহার করেছেন। আমার কাছে মনে হলো আল্লাহ তায়ালা এ শব্দটিকে এত বেশি পছন্দ করেন বলেই ৩৩ বার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ নামটিই রেখে দিই। কিন্তু না, প্রিয় পাঠক! কুরআন আমাদের জীবন বিধান। জায়েয-নাজায়েয সকল কিছুর কথাই কুরআনে আছে, কাজেই নাম হিসেবে রাখার আগে অবশ্যই অর্থ জেনে রাখা আবশ্যক। তা না হলে কি সমস্যা দেখুন,

কাল হাশরের মাঠে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সকলকে তাদের নাম ধরে ডাকবেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ -

"সন্তানদেরকে পিতৃ পরিচয়ে ডাকা হবে।" (সূরা আহযাব ঃ ০৫)

রাসূল (সা.) বলেন ঃ

اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ -

"কিয়ামতের দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের ভাল সুন্দর নাম রাখো।" [১১]

** তুকাজ্জিবান (শব্দটি আরবিতে দ্বি বচনের ক্রিয়া পদ)। অর্থ হলো তোমরা দু'এ মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ, অস্বীকার করছ। সূরা আর রাহমানে তুকাজ্জিবান শব্দটি ৩৩ বার এসেছে। এসব জায়গায় মহান আলস্নাহ্ তায়ালা মানব এবং জ্বীন জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "অতএব (হে মানব ও জ্বীন) মহান আলস্নাহ্ তায়ালার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে।

www.pathagar.org

ভাল সুন্দর নাম রাখা

আচ্ছা বলুন, যদি আপনার নামটি ও আপনার সন্তানের নামটি আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর পছন্দ অনুযায়ী না হয়, আর সেদিন যদি আল্লাহ এ নামটি উচ্চারণ করা অপছন্দ করেন, তাহলে কী অবস্থা হবে? মুক্তির কোন পথ কি আছে?
উপর্যুক্ত কুরআন হাদিসের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নামকরণ দ্বারা মানুষের পরিচয় সনাক্তকরণ ছাড়াও ইহকাল এবং পরকালেও এর গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় একই নাম কয়েকজনের হয়ে থাকে, যেমনঃ শ্রেণীকক্ষে বা বিদ্যালয়ে, চাকরিতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে বা বাড়িতেও হয়ে থাকে। এতে অনেক সমস্যা দেখা দেয়, যেমনঃ কোন বাড়িতে দু'জন/তিন জন এক নামে থাকলে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বলতে হয়.....১ বা..... ২ বা..... ৩ অথবা ছোট..... বড়..... অথবা..... ।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, কন্যাদের ক্ষেত্রে বিয়ের পর অত্যধিক স্বামী ভক্তির কারণে তার নাম হয়ে যায়.....রফিক, ...করিম। অর্থাৎ স্ত্রীর নামের পরে স্বামীর নাম যুক্ত করে লেখা হয়, যা তার সার্টিফিকেটে নেই। আবার অফিসে এই স্বামীর নামের মতো আরেকজন অফিস কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নাম থাকলে কী অবস্থা হবে তাতো বুঝতেই পারছেন। কাজেই সন্তানের নামের সাথে বাবার নাম যুক্ত করে রাখলে নামের দ্বৈতকরণ বা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ঝামেলা কিছুটা হলেও কম হবে বলে মনে হয়। অনেক সময় এক নাম হওয়ার কারণে আসামী বা অপরাধী একজন, শাস্তি ভোগ করছে অন্যজন। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বহু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির নামের সাথে যদি পিতার নাম সংযুক্ত থাকে তাহলে তাকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। অন্যদিকে আমাদের দেশে অনেক কন্যারাই বিয়ের পর তাদের নামের সাথে স্বামীর নাম যুক্ত করে থাকে। এতে স্বামীর প্রতি বেশি ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হয় কিনা জানি না। এটা আসলে প্রত্যেকের মনের ব্যাপার। তবে এটি ইসলাম অনুমোদন করে না এবং দেশীয় আইনেও যে সমস্যা আছে তার দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

একজন শিক্ষার্থীর এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি সার্টিফিকেটে মায়ের নামের সাথে বাবার নাম যুক্ত করে লেখা হয়েছে। পরবর্তীতে সে শিক্ষার্থীর অনুজ (ছোট ভাই) এস.এস.সি পাশ করলে তার সার্টিফিকেটে দেখা যায় মায়ের নামের সাথে বাবার নাম (স্ত্রীর নামের সাথে স্বামীর নাম) সংযুক্ত নেই। এমতবস্থায় আপন দু'ভাইয়ের সার্টিফিকেটের নামের এ ভিন্নতা দূরীভূত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল পদ্ধতি (এফিডেভিট, পত্রিকায় নাম সংশোধন বিজ্ঞাপন, বোর্ড কর্তৃক নাম সংশোধন ফি) অবলম্বন করে বোর্ডে নাম পরিবর্তন দপ্তরে জমা দিতে গেলে

www.pathagar.org

সেখানে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন এটি সংশোধন করা যাবে না। কারণ হলো এটা আইনসম্মত নয়। তিনি আরো বলেন, যদি বাবা-তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে কী অবস্থা হবে? অধিকন্তু সেই কর্মকর্তা উপহাস করে বললেন এভাবে ঐ ভদ্র মহিলার যদি একাধিক বিয়ে হয় তাহলে সে কি বারবার নাম পরিবর্তন করে স্বামীর নাম সংযোগ করবে ইত্যাদি ..... ইত্যাদি।

যাহোক সিদ্ধান্ত হলো আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) যেখানে পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন সন্তানদেরকে কিয়ামত দিবসে পিতৃ পরিচয়ে ডাকা হবে সেখানে বিয়ের পর কন্যার নামের সাথে স্বামীর নাম যোগ করাই হলো দৃষ্টতা। আর এমন দৃষ্টতার দোষে যেন আপনার কন্যারা দোষী হতে না পারে। সেজন্যই ছোট বেলা থেকেই তার নামের সাথে বাবার নাম যুক্ত করে রাখলে উত্তম হবে বলে আশা করছি। তাছাড়া অধিকাংশ সাহাবীর নামের সাথেও পিতার নাম সংযুক্ত ছিল। পিতার নাম সংযুক্ত করে নামগুলো হতে পারে। যেমন ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে..... (বাবার নামের মূল অংশ সংযুক্ত হবে)
আবদুর রহমান ইবনে..... ।
আহমাদ ইবনে..... ।
মুহাম্মাদ আশরাফ ইবনে..... ।
মুহাম্মাদ জাবির ইবনে..... ।

■ আবার কন্যার নামের ক্ষেত্রে যদি এমন হয়-

ফাবিহা বিনতে..... (বাবার নামের মূল অংশ সংযুক্ত হবে)
আছমা বিনতে..... ।
হাফসা বিনতে..... ।
সুমাইয়া বিনতে..... ।
রাইহানা বিনতে..... ।

অন্যদিকে প্রায় পঁচানব্বই ভাগ মানুষের নাম রাখা হয় ২/৩/৪ টি। যেমনঃ একটিকে বলে আসল নাম আরেকটি..... । একটি পুরো নাম, আরেকটি সংক্ষিপ্ত নাম। একটি লেখার নাম, আরেকটি ডাক নাম। একটি বড় নাম, আরেকটি ছোট নাম। একটি সুন্দর অর্থবোধক ইসলামিক নাম, আরেকটি অর্থহীন তথা অনৈসলামিক নাম। একটি স্কুলের নাম, আরেকটি বাড়ির নাম। আবার শুনা যায়, বাবা আদর করে ডাকে..... বলে, মা আদর করে ডাকে..... বলে, নানা আদর করে ডাকে ..... বলে, দাদী আদর করে ডাকে..... বলে, ইত্যাদি..... ইত্যাদি। এক্ষেত্রে অনেক সময় হঠাৎ করে

www.pathagar.org

ভাল সুন্দর নাম রাখা

কোন অনুষ্ঠানে অনেক লোকজনের উপস্থিতিতে একই নাম কয়েক জনের হওয়ার কারণে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায়। নাম আসলে একটি থাকাই উত্তম। যদিও আল্লাহ তায়ালার নাম ৯৯ টি, রাসূল (সা.)-এর নাম অনেকগুলো। আসলে আল্লাহ একজন। আমাদের প্রিয় নবী রাসূল (সা.) একজন। কাজেই যে নামেই ডাকা হোক না কেন, বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকেই ডাকা হোকনা কেন সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু অমুক নামে তো আর একজন নাও হতে পারে, কাজেই সমস্যাটা কোথায় বুঝতেই পারছেন।

আবার এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ হয়তোবা বলবেন, নামে কিবা যায় আসে? এত ব্যস্ত হতে হবে কেন? নামতো একটা হলেই হয়। যেহেতু আপনি একজন সম্মানীত পাঠক, আপনাকে অবজ্ঞা করে গেলে তো লেখার সার্থকতা আসবে না। তাই আপনাকে লক্ষ্য করে বলছি –

হ্যাঁ, নামে অনেক কিছু যায় আসে। নামের জন্যেইতো লক্ষ লক্ষ, কোটি শত কোটি টাকা বাজেট। কোন জিনিসে নাম নিয়ে টানাটানি, মারামারি, আন্দোলন - এটিতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তবে এগুলো বা নামের এ প্রচার ইসলাম কতটুকু সমর্থন করে তা জ্ঞানীজন মাত্রই জানা। আলোচনা আসলে সেটি না। আলোচনা হলো নাম প্রয়োজন। নামের গুরুত্ব পজিটিভ বা নেগেটিভ দু'ই হতে পারে। পজিটিভ দিক পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, নেগেটিভ দিক এখানে –

আসছে ঈদ-উল-ফিতর। বড় বড় গার্মেন্টস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে গিয়ে একদল বলল, অমুক ভাই ভেতরে, ছেলে পুলেরা হাম-তাম করছে। ঈদে আনন্দ ফুর্তিতো করতে হবে। যেহেতু অমুক ভাই আমাদের গ্রুপ লিডার কিন্তু ভেতরে ছেলে পুলেরা কখন কি করে বলাতো যায় না! তাই উনি পাঠিয়েছে আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিতে। উনি বাইরে থাকলে আপনি যা ইচ্ছা দিয়ে দিতেন কিন্তু উনিতো ভেতরে। এখন উনাকে তো জেলের ভেতর থেকে বের করে আনতে হবে, আবার ছেলেপুলেদেরকেও দিতে হবে, বুঝেন না ইত্যাদি..... ইত্যাদি। কাজেই উপায় নেই, অমুকের গ্রুপ সদস্য। সুতরাং দিতেই হবে।

আবার কখনও কখনও শুনা যায়, নাম দিয়া কাম কী? অথচ এরও কিন্তু পজিটিভ-নেগেটিভ দু'টি দিক রয়েছে। নেগেটিভ দিকটি হলো –

নাম..... মিলন। ..... জাহাঙ্গীর। ..... ফারুক। ..... কামাল। ..... সাগর। ..... হান্নান।

www.pathagar.org

ভাল সুন্দর নাম রাখা

আসতেছে.....আসতে-ছে-রে.....। নাম শুনামাত্র দৌড়াদৌড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ, অফিসে তালা ঝুলছে, বুক ধুরু ধুরু করে কাঁপছে। নাম বললেই কাম সাকসেস। যা চাই তা পাই, নাম বলতে সমস্যাটা কি? তবে এতটুকু সত্ত্বেও বলব নামের পজিটিভ-নেগেটিভ গুরুত্ব রয়েছে বলেই ইসলামে এর এত কদর বা সম্মান। মাঝে মাঝে পত্রিকায়ও দেখি, সুন্দর নাম চাই বিজ্ঞাপন, সুন্দর নাম দাতার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা ১০,০০০/৫,০০০ টাকা। আবার দেখি, বড় বড় প্রতিষ্ঠিত পণ্যের নামের ক্ষেত্রে নকলের ছড়াছড়ি।

কাজেই নিঃসন্দেহেই বলা যায়, নামের গুরুত্ব রয়েছে। ভাল কর্মের গুণে মানুষ শ্রদ্ধাশীল হয় এবং তার নাম ইতিহাসের পাতায় পাতায়, মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন, দুনিয়াতেও সম্মান পায় আখিরাতেও শান্তি পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় চিরস্থায়ীভাবে। সুতরাং অর্থবোধক, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ইসলামী নামকরণের দ্বারা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার উন্নতি ঘটে। ভাল নামের বদৌলতে সন্তানের অনাগত দিনগুলোতে বয়ে আসতে পারে মঙ্গল ও কল্যাণ। তাই সন্তানের জন্যে ভাল এবং অর্থবহ নাম রাখা উচিত এবং এটা হচ্ছে মা-বাবা ও সকলের কর্তব্য, সন্তানের হক।

---

১. তিরমিযী।
২. মুসলিম (৬ষ্ঠ খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ শিষ্টাচার অধ্যায় নং-৫৪২১
৩. মুসলিম (৬ষ্ঠ খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ শিষ্টাচার অধ্যায় নং-৫৪১৯
৪. মুসলিম (৬ষ্ঠ খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ শিষ্টাচার অধ্যায় নং-৫৪৩০
৫. কানযুল উম্মাল (১৬ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ৪১৭
৬. সহীহ বুখারী , সূত্র : মিশকাত, পৃ: ৪০৯।
৭. মুসলিম (৬ষ্ঠ খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ শিষ্টাচার অধ্যায় নং-৫৪০২
৮. কানযুল উম্মাল (১৬ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ৪১৮
৯. কানযুল উম্মাল (১৬ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ৪১৮-৪১৯
১০. কানযুল উম্মাল (১৬ খণ্ড) পৃষ্ঠা : ৪১৮
১১. আবু দাউদ, বায়হাকী।

www.pathagar.org

পাঠ তিন

আদর, সোহাগ ও শাসন আদর্শ মানুষ গঠনে সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন।

হঠাৎ ফোন বেজেই চলছে। রিসিভ করতেই শুনি অনেক কান্নার শব্দ, প্রতিশব্দ, হট্টগোল, আসসালামু আলাইকুম। কিন্তু কথা বুঝতেই পারছি না, হ্যালো, হ্যালো! কে? কে আপনি? জ্বি বলুন! হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। বলেন কী? না, না, না, কিছুতেই এটা হতে পারে না। যা কিছু করতে হয় ঢাকায় ইবনে সিনা হাসপাতালে করাব। প্রয়োজনে ইন্ডিয়াতে নেব। ইনশাআল্লাহ সুস্থ করে তুলব। কিন্তু কিছুতেই পা কেটে ফেলার মত এমন অপূরণীয় ক্ষতি, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যার রেশ মুছা যাবে না - এমন কিছু মেনে নেয়া যায় না। ডা. ..... কুমিল্লার জন্য শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হতে পারে কিন্তু উনার চেয়েও ভাল ডাক্তার তো থাকতে পারে। সকল ভাইয়েরা যেন প্রস্তুত, সকলের প্রিয় ছোট্ট মণি আজ দূর্ঘটনায় পতিত। সকলের চোখে-চোখে পানি, মুখে-মুখে আল্লাহর বাণী, মায়ের আর্তনাদ, প্রিয়ভূমি মক্কায় আদর্শবাদী বাবার স্নেহমাখা কান্না, হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দোয়া, অনেক বন্ধুদের অমূল্য শ্রম, ভালবাসা আদর সোহাগ ও দোয়া যেন আল্লাহ কবুল করে তাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। আদর সোহাগের এ প্রিয় ছোট্ট মণির আর্ত চিৎকার যেন এখনও প্রতিধ্বনি আকারে কানে বেজে ওঠে। টানা ২৬ দিনের অবস্থানে আদর সোহাগ ও ভালবাসার মধ্যদিয়ে প্রতিদিন কোলে তোলে নিয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে যাওয়া আসা, বাথরুমে নেয়া, কপালে চুমো দিয়ে আদর করে কাঁদতে বারণ, আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে সাহায্য কামনা সেদিনগুলোর বর্ণনা যেন আজ জীবনেরই স্মৃতি, জীবনেরই একটি পাতা। যার স্মৃতিচারণে ইবনে সিনা হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার অবদানও ভুলবার মত নয়। সে জন্যেই আগামীদিনে একজন আদর্শবাদী ডাক্তার হয়ে দেশের মানুষের খেদমত এবং মা-বাবার মুখকে উজ্জ্বল করার অভিপ্রায়ে কুমিল্লার অন্যতম একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে পড়ালেখার গাইড লাইন দেয়া, ইসলামী ব্যাংকে দশ বছর মেয়াদী হিসেবে টাকা জমা দান-এসবই আদর সোহাগ ও আদর্শের এক সূতোতে গাঁথা। মা-বাবাকে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের সাথীকরণেরই এক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া সেই ছোট্ট মণিকে কতটুকু আদর সোহাগ ও ভালবাসার জালে আবদ্ধ করলে ইসলামী হুকুমত পর্দা তথা বোরকা ব্যবহারের প্রতি আত্মমননশীল এবং নামাজের প্রতি সচেতন করে তোলা যায়, তা যেন আজকের দিনে বড়ই ভাবনার বিষয়। এটি যেন আল্লাহর একটি বিশেষ রহমত, মা-বাবার জন্য বিশেষ নেয়ামত, জাতির জন্য ভবিষ্যতের সেবক, রাষ্ট্রের জন্য বড়মাপের অতুলনীয় এক সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার শুভ লক্ষণ। "কবুল কর। হে আল্লাহ, কবুল কর।" আমাদের অত্যন্ত আদর সোহাগের নয়নমণি আগামীদিনের সম্ভাবনাময়ী একজন উদীয়মান, প্রতিভাবান ডাক্তারকে।

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয়ঃ

০১। হৃদয়স্পর্শী (পজিটিভ/নেগেটিভ) ঘটনার প্রাসঙ্গিকতায় আগামীদিনের লক্ষ্য নির্ধারণকরণ।

০২। আদর-সোহাগ ও শাসনের সমন্বয় ঘটিয়ে যে কাউকে পড়ালেখায় মনোযোগী, নিয়মিত নামাজী ও আদর্শবাদী পোশাক পরিধান করানো যায়। যা আদর্শ মানুষ হওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষণ।

www.pathagar.org

পাঠ তিন

আদর!

সোহাগ!

স্নেহ!

মায়া-মমতা!

প্রত্যেকের প্রত্যাশা।

পৃথিবীর সকল প্রাণীই মায়ের আদরে ধীরে ধীরে বড় হয়ে থাকে। মায়ের আদর প্রাপ্তি সন্তানের হক বা অধিকার। মায়ের মাতৃত্বের এবং পিতার পিতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ সন্তানের প্রতি তাদের ভালবাসা, আদর-সোহাগ, স্নেহ, মায়া-মমতার মাধ্যমেই উৎসারিত হয়। বস্তুত এটি হচ্ছে আল্লাহর কুদরত ও রহমতের একটি বিশেষ নিদর্শন এবং গোটা মানব জাতির ওপর তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ করুণা বিশেষ, সন্তান গর্ভধারণ, প্রসব এবং সুষ্ঠু লালন-পালন প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত একটি দায়িত্ব। তাছাড়া মানব শিশু অন্য সকল জীবের তুলনায় সবচেয়ে বেশি অসহায়, দুর্বল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। ফলে মা-বাবার অন্তরে আল্লাহ গচ্ছিত রেখেছেন করুণা ও ভালবাসা, তাদের ওপর বর্ষণ করেছেন আপন দয়া ও কল্যাণের বারিধারা। যদ্দরুন তারা প্রাপ্ত হয় পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং এ সম্পর্কের ধারাবাহিকতার অনুভূতিতেই তিলে তিলে শিশু সন্তান শৈশবকাল পেরিয়ে বাল্যকালে বিচরণ করে কৈশোরে পদার্পণ এবং যৌবনে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

সন্তানের প্রতি আদর, স্নেহ, মায়া-মমতা আল্লাহর রহমত এবং হিকমতের নিদর্শন। যা দুনিয়াতে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন হয় না। সন্তান যতই বিচ্ছিন্নতাবাদী হোক না কেন মা কখনোই তার আদর, স্নেহ, মায়া-মমতা থেকে দূরে ঠেলে দিতে

www.pathagar.org

চায় না বা পারেও না। কিন্তু কেন? জবাব আমার ব্যাখ্যারও অনেক উর্ধ্বে। কেননা কোন বৈষম্য ছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এ আবেগ সৃষ্টি করেছেন, শুধু মানুষই নয় বরং জীবজন্তুদেরকেও আল্লাহ এ মায়া-মমতা দান করেছেন এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে নিজের বংশধরদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে থাকে।

আমাদের পরিবারগুলোতে আদর-সোহাগ ও ভালবাসার প্রধান উৎস হলেন মা। এমনি মা সম্বোধনের আসনে আসীন হন দুধ মা, খালা আম্মা, চাচী আম্মা, ফুফু আম্মা, শাশুড়ী মা, পীর মা, ধর্ম মা, স্টেপ মা। তারাও ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন, আদর স্নেহ করে থাকেন। পরিবার, সমাজ ও সামাজিকতার পরিমণ্ডলে মাতৃত্বের ছোঁয়ায় তাদের ভালবাসা, আদর-স্নেহ, মায়া, মমতাও যেন ভুলবার মতো নয়। আদর্শ সন্তান মাত্রই এমন মা'দের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করবে চিরদিন। যদিও সময়ের ব্যবধানে কখনো কখনো কোন কোন মা-রূপী এমন ব্যক্তিদের আচরণ প্রশ্নাতীত। আদর পাগল মা-মুখী সন্তানের জন্য এমন আদর যেন আদর্শের ছদ্মাবরণে আদর্শ ধ্বংসেরই নামান্তর। তবে একটি বিষয় চিরন্তন সত্য; প্রমাণিত; গর্ভধারিণী মা'দের ভালবাসা ও আদর স্নেহের সাথে এমন মা'দের অবস্থান যেন অতুলনীয়।

আদর-সোহাগ অদৃশ্যমান কিন্তু মহামূল্যবান। ডলার, পাউন্ড বা টাকায় এর মূল্যায়ন করতে যাওয়া যেন অবমূল্যায়নেরই সামিল। এটি মা'দের পক্ষ থেকে সন্তানদের প্রাপ্তি একটি শরীয়তসম্মত অধিকার। এটি হলো অসম্ভবকে সম্ভব করার, অজেয়কে জয় করার, অজানাকে জানার, অন্ধকারকে বিদূরীত করার, পশু প্রবৃত্তিকে দূরে ঠেলে সুকুমার বৃত্তিকে জাগ্রত করে সুপ্ত গুণাবলী প্রস্ফুটিত করার এক অমোঘ কবচ। বসন্ত ঋতু যেমন বাগানের গাছে গাছে ফুল ফুটাতে সাহায্য করে তেমনি আদর, সোহাগ, ভালবাসা সন্তানদের প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রেষণা ও প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

আদরের প্রতি দুর্বল সকল লোকজন। তদুপরি বাবা হারা এ জগৎ সংসারে আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে মায়ের কঠোর শাসনিতে একটু আদর পেলেই যেন মনে হয়; এ বুঝি ভূস্বর্গ, এর চেয়ে চরম পাওয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। অন্যদিকে বাল্যকাল থেকেই আদর্শ মানুষের স্নেহ-ভালবাসা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বুকে লালন করে দীর্ঘপথ মাড়িয়ে অনাদর্শের সাথে কখনো আপোস না করে, জীবনের এ যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে যখন দেখছি আদর্শের সাথে পথ চলাই আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, অন্যের সাথে আদর্শের সম্মিলন

www.pathagar.org

আদর, সোহাগ ও শাসন সমন্বয়

ঘটানো দূরে থাক দুভাগ্যবশত কথিত আদর্শবান ব্যক্তির অনাদর্শ আর ঠুনকো দ্বীন মানা দেখে সত্যিই বিবেককে তাড়িত করে-এর নাম আদর্শ! এটা কি আদর্শ মানুষ তথা মুসলিমদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ! অসম্ভব! কান চিলে নিয়ে যাচ্ছে এ কথা শুনে যে কানে হাত দিয়ে না দেখে চিলের পেছনে দৌড়ায় - এমন ব্যক্তিদের সাথে কখনো আদর্শবান, আখিরাতে মুক্তির পাগল শিক্ষিত মানুষের মিল হতে পারে না।

যে সকল মা-বাবারা আদরের ছোঁয়াচে, ভালবাসার আকর্ষণে আদর্শ চরিত্র গঠনের সাথে সাংঘর্ষিক কৃতকর্মকে "এক বয়সে মানুষ এমন করেই" এ কথা বলে স্বাভাবিকভাবে নেয়; বরং আদর্শবান হিসেবে সচ্চরিত্রবান হওয়ার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও উত্তম ভাষায় নসীহত প্রদান করে না, আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন, আল্লাহই ভাল জানেন। আধুনিকতার এ যুগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সুযোগে অসৎ পথের বলয়ে অর্জিত সম্পদের আকর্ষণে ইসলাম থেকে দূরে সরে আধুনিক সুখী সুন্দর হওয়ার মানসে অসৎ চরিত্র ও অন্যায় আচরণকে কেউ কেউ সমর্থন করে বাহবা দিলেও তা দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। আখিরাতে মুক্তির জন্য বিন্দুমাত্র ভূমিকা রাখতে পারবে না; বরং এমন সমর্থনই সেদিন আখিরাতে মুক্তির পথকে করবে কন্টকাকীর্ণ।

আদরের আতিশয্যে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে জলাঞ্জলি দেয়া ইসলাম কখনো সমর্থন করতে পারে না। আজকের এ যুগে নারী পুরুষের কথোপকথনের বিষয়টিকে ফ্রি বা মিশুক কালচার বলে চালিয়ে দেয়া ইসলামী জীবন বিধানের সাথে মারাত্মক সাংঘর্ষিক। যেখানে ইচ্ছা সেখানে, যাকে ইচ্ছা তাকে, যখন ইচ্ছা তখন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, যেকোন প্রয়োজনে মুখোমুখি কথোপকথন আর অবাধে কথা বলার সুযোগ দেয়া মূলত ইসলাম বিরোধী বেপর্দার সামিল। তবে পর্দা সংরক্ষণ করে ইসলামী বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত থেকে আদর-সোহাগ ও ভালবাসা দিয়ে নিজ গর্ভের সন্তান ছাড়া অন্যান্য সন্তানদেরকেও আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করে তোলা যায়।

আমাদের পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের কারোর মা-বাবা অথবা কোন একজনের মৃত্যুতে ইয়াতিম সন্তানদেরকে আদর-সোহাগ ও ভালবেসে কারোর মায়ের অভাব যদি আপনি মা হয়ে, কারোর বাবার অভাব বাবা হয়ে পরিপূর্ণ করে তোলেন তাহলে তারাও সকলের কল্যাণকামী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) একদিন ঈদগাঁহে যাওয়ার পথে একজন ইয়াতিম বালকের কান্না শুনে তাকে কোলে তুলে এনে মা আয়েশা (রা.) কাছে দিয়ে বলেছিলেন, "আয়েশা এই তোমার

www.pathagar.org

ছেলে, এ বালককে কোলে তুলে নাও।" সেদিনকার সেই বালকটির পরবর্তী জীবন ইতিহাস মুসলিম হিসেবে আমাদের জানা।

এমন আচরণ আমাদের নবী করীম (সা.) এর জীবনে থাকা এবং উনি নিজে একজন ইয়াতিম হওয়া সত্ত্বেও আজ ইয়াতিমরা ঘরে ঘরে ফিরে বেড়ায়, অনেক ক্ষেত্রে তারা সমাজের বিত্তশালী পরিবার পরিজনদের রুক্ষ আচরণে রুষ্ট হওয়ার কারণে, জেদ ধরে, শয়তানও তখন এসে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে; তারা বিপথগামী হয়ে যায়। তাছাড়া এমন পরিস্থিতিতে একজন আদর্শবাদী ভাল মানুষ রাগের বশীভূত হয়েও অনেক সময় ইসলাম বিরোধী কাজ করতে উদ্ধত হতে পারে। কাজেই এমন ইয়াতিমদের প্রতি যদি বিমাতাসুলভ আচরণ ও অবহেলা প্রদর্শন না করে নিজের গর্ভের সন্তানের মতই আদর-সোহাগ প্রদান করা হতো; তাহলে হয়তোবা টোকাই সাগর আর ঢাকার ঐ সকল পথ শিশুরাও একদিন ভাল মানুষ হতো বা এরূপ সন্ত্রাসী হতো না, ছিনতাইকারী হতো না, সমাজে এত অত্যাচার, অনাচার বাড়ত না। কেউ বাঁচার প্রতি তার খেদোক্তি প্রকাশ করে ফাঁসি দিয়ে মারা যেত না। তাছাড়া এ আদর সোহাগ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত মানুষগুলোই একদিন বলে উঠে বেঁচে আর লাভ কী? পরিবার ও সমাজ জীবনে যেহেতু আমাদের কোন মূল্যই নেই; সেহেতু যা ইচ্ছা তাই করব। এভাবে আদর-সোহাগ আর ভালবাসার অভাবেই ধ্বংস হয় সামাজিক জীবন ব্যবস্থা আর ভেস্তে যায় রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা। এমন ধ্বংসমুখী অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই রাসূল (সা.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় উচ্চারণ করেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَ نَا وَيَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيْرَنَا- حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِىْ وَقَالَ التِّرْمِذِىْ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِىْ رِوَايَةِ اِبِىْ دَا وُدَحَقَّ كَبِيْرَنَا -

"যে ব্যক্তি ছোটদের আদর-স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা দেয় না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আদর ও সোহাগের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠনের প্রতি দিক নির্দেশনা দিতে হবে। যদিও তা আপাতত দৃষ্টিতে মনে হয় কষ্টের। তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলে অর্থাৎ সাত বছর বয়স হলেই নামাজ, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, সত্য কথা বলা, কন্যা হলে পর্দা সংরক্ষণ করা,

www.pathagar.org

আদর, সোহাগ ও শাসন সমন্বয়

সামাজিকভাবে জীবন-যাপন করার বিধি-বিধান শিক্ষা ও অনুসরণ করানোর অভ্যাস গঠন; রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালনের মাধ্যমে নৈতিক আচরণের সাথে সম্পৃক্ত করানো, কম বয়স থেকেই ভাল বন্ধু-বান্ধবী তথা ইসলামী জীবন গঠনের বা দলের অন্তর্ভুক্ত ছেলেমেয়েদের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে আপনার অতি আদর বা সোহাগ যেন বাধাগ্রস্ত না করে সেদিকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে। বরং সন্তানদেরকে এগিয়ে দিতে হবে, পারিবারিকভাবে আপনার সন্তানের স্কুল, মাদ্‌রাসা সহপাঠী ও পাড়ার বন্ধুদেরকে আপনি নির্বাচন করে দিলে ভাল হবে। যে সমস্ত স্কুলগামী বা আপনার সন্তানের বয়সী ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে সম্মান প্রদর্শন করে কথা বলে, নামাজ আদায় করে, সত্য কথা বলে, আদর্শ চরিত্র গঠনের অভিপ্রায়ে ব্যস্ত, সমাজে মারামারি গীবত ও কুৎসা রটনা করে না, কোন ব্যক্তির পেছনে ছুটে না, আল্লাহু আকবার বলার স্থলে অন্য কোন নামে শ্লোগান দেয় না- আপনার সন্তানদেরকে সেদিকে ধাবিত করলে আল্লাহ খুশি হবেন। সন্তানদের প্রতি ভালবাসা এটি চিরন্তন, থাকবেই, এটি আল্লাহ প্রদত্ত। কিন্তু কষ্ট লাগে আল্লাহ প্রদত্ত জিনিসের মধ্যে মশগুল থেকে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার বিষয়টি দেখে। এমন অনেক মা-বাবা আছেন; যারা সন্তানদেরকে এত বেশী আদর-সোহাগ করেন যে, মসজিদে যেয়ে নামাজ আদায় করা থেকেও বিরত রাখতে চান, রামাদ্বান মাসে আমার সোনামণির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে, কষ্ট পাবে, একদম বিকেল তিনটা বাজলেই চেহারার দিকে তাকানো যায় না ইত্যাদি আরও কত কী? তাদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ -

"তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ" (সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫)

সন্তানদেরকে ভালবাসবেন, আদর করবেন– এটি স্বাভাবিক কিন্তু আপনার ভালবাসা যেন হয় দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্যে; আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর সন্তুষ্টির জন্যে। দেখুন, আপনার ভালবাসা কতটুকু? তার চেয়েও চিরন্তন আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা। দুনিয়ার বৃহৎ জনগোষ্ঠী আল্লাহর দেয়া সবকিছু ভোগ করছে কিন্তু সবাই হুকুম মানছে না, হুকুমমত চলছে না, তবু তিনি তার নেয়ামত থেকে তাদেরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন না, তিনি যে কত আদর আর ভালবাসেন তার সৃষ্টিকে তা বলা অসাধ্য।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি -

www.pathagar.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (صلم) يَقُوْلُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ جُزْءً وَ نَزَلَ فِى الْاَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا فَمِن ذٰلِكَ الْجُزْء يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الْفَرَسَ حَافِرُهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ -

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দয়া-মায়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করে তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন; আর এক ভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ এক ভাগের কারণেই প্রাণীকূল একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও দয়া-মায়া দেখায়। এমনকি ঘোড়া তার শাবকের ওপর থেকে পা তুলে নেয় তার কষ্ট আশংকায় (এ এক ভাগ থেকে প্রাপ্ত ভালবাসা ও দয়া মায়ার কারণেই)।" [২]

সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ করার ক্ষেত্রে মা'দের পরিকল্পিত আদরের গুরুত্ব অনেক-অনেক বেশি। ধমক দিয়ে, রাগ করে, কটু কথা বলে, চোখ রাঙিয়ে যে কাজ বা যতটুকু কাজ অথবা যে পরিমাণ খারাপি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় তার চেয়েও বেশি কাজ বা ভাল কাজের বা দিকের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় মাথায় হাত বুলিয়ে, পরিমিত আদর করে, হাসি মুখে কথা বলে। এতে সন্তান যেমনি মানুষ হয় তেমনি মায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় দুনিয়া ও আখিরাতে। সুন্দর হয় মা'দের জীবন, সার্থক হয় তাদের জন্মদান। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা আল ইমরানের ১৪ তম আয়াতে ঘোষণা করেছেন -

"স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে ভালবাসা, মানুষের জন্য সৌন্দর্যময় করে দেয়া হয়েছে।"

কাজেই আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে স্ত্রী সন্তানদেরকে ভালবাসতে হবে। তবে ভালবাসতে বাসতে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ (صلم) الْحَسَنَ بْن عَلِى وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيْمِىْ جَالِسٌ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ اِنَّ لِىْ عَشَرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ (صلم) ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَايُرْحَمُ -

"একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান ইবনে আলী (রা.) কে চুমু দিলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস তামিমী (রা.) তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা ইবনে হাবিস

www.pathagar.org

বললেন, আমার দশজন সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনো তাদের কাউকে চুমু দেইনি। রাসূল (সা.) তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন; যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহীত হয় না।" [৩]

সন্তানদেরকে আদর দিয়ে ভালবেসে কাজ অর্থাৎ পড়ালেখা এবং তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মা-বাবার বিকল্প নেই। কাজেই তাদের সাথে সময় দেয়া, তাদের চাহিদাগুলো ঠাণ্ডা মাথায় শ্রবণ করা এবং পূরণযোগ্য হলে পূরণ করা; অন্যথায় সুন্দর করে বলে বুঝিয়ে তাদেরকে নিজেদের মতের সাথে চিন্তা-চেতনার সাথে একীভূত করা মা-বাবার দায়িত্ব।

সন্তানদের প্রতি আদর যত্ন যেন সুষম হয়, সেদিকে মা-বাবা অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। সন্তানদের প্রতি সমান আদর যত্ন প্রদর্শন না করলে তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এই প্রতিক্রিয়ার কুফল সন্তানদের মন ও চরিত্রকে কলুষিত করে ফেলবে। বয়স বৃদ্ধি পেলে এই বৈষম্য সন্তানদের জীবনে অশান্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি করবে (বৈষম্যের কারণে যা হয়)। আবার পাশাপাশি মাত্রাতিরিক্ত আদর ও সোহাগ করতে ইসলাম বারণ করেছে। আদরের আতিশয্য, অপরিমিত সোহাগ, প্রশ্রয় কিংবা বৈষম্য সন্তানদেরকে পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক আচরণ, জীবন গঠন হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই আদর-সোহাগ করার সাথে সাথে প্রয়োজনে তাদের শাসনও করতে হবে।

শাসন!

অতিশাসন!

হ্যাঁ আদরের সাথে সাথে অত্যন্ত সর্তকতা ও বিচক্ষণতার সাথে বিরূপ পরিস্থিতিতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে প্রয়োজন সন্তানদের শাসন। সুন্দর কথোপকথনে নম্র আচরণে ছোট ছেলেমেয়েরা সংশোধন নাও হতে পারে। এটিকে আপনার দুর্বলতা মনে করতে পারে। এরূপ মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন ও শাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। বিদ্যুতের লোডসেডিংএ লাফালাফি, চিৎকার করা, পড়া-লেখা না করা, প্রচণ্ড গরম লাগছে এই বলে আল্লাহর হুকুম পর্দা লঙ্ঘন করে ইসলামী অনুশাসন থেকে দূরে নিশ্চিত কবীরা গুনাহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে–এ মর্মে তাকে ধমক দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখা এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করাতো অত্যন্ত আপনজন হিসেবে ইসলাম নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলাম ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ক্ষেত্রে ধমক দেয়া, বকা দেয়া, হাত বা লাঠি দ্বারা হালকা আঘাত করা, কান ধরে উঠা-বসা করানো, হেকমতে তাদের ছেলে-মেয়ে

www.pathagar.org

আদর, সোহাগ ও শাসন সমন্বয়

মানসিকতাকে বাধাগ্রস্ত করা ইত্যাদি ইসলামী শাসন পদ্ধতির অন্যতম হাতিয়ার। এ সমস্ত হাতিয়ারগুলো সন্তানের সংশোধনের ক্ষেত্রে যথার্থ ব্যবহারে ব্যর্থ হলে বা ব্যবহার না করলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার সাথে সাথে অতি আদর সোহাগের ফলে এক সময় সে দুনিয়াতেই আপনাকে অপমান, অপদস্ত করতে থাকবে, হাশরের মাঠে অভিযোগ করবে আপনার বিপক্ষে, দুনিয়ার জীবনে আপনার কথা মানবে না, শুনবে না, শ্রদ্ধা করবে না, মূল্যায়ন করবে না, কাজেই পরকালে তো শাস্তি নিশ্চিত। সুতরাং আজ মাথায় রাখতে হবে, শুধু আদর ও সোহাগ দিয়ে সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।" সুতরাং সোহাগ ও শাসন পাশাপাশি থাকতে হবে। তা না হলে অতি আদুরে সন্তান কুড়ে হয়ে যাওয়া, ঘরকুনে হয়ে যাওয়া, আহম্মক, বোকা অথবা জঘন্য বেয়াদব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে দু'টি পরিবারের উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

প্রথম পরিবার -

একমাত্র কন্যা সন্তানের জনক-জননী যথেষ্ট আদর করেন তার কন্যাকে, বাবা-মা আদর্শবান এবং আদর্শিক সংগঠনের অন্যতম সংগঠক। মেয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। তার দাবী এবং খুব পছন্দ গাড়ি কেনা। বাবা-মার কাছে এ দাবী পেশ করা হলে তারা সাদরে তা গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, চলমান বছরেই কিনে দেবেন। তারই ধারাবাহিকতায় মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে-বেরিয়ে রাস্তায় বাবা মেয়েকে বলেন - দেখত! গাড়ি কোনটি সুন্দর? কেমন গাড়ি তোমার পছন্দ? আমাকে দেখাও। এভাবে মেয়ে গাড়ির মডেল পছন্দ করছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু দু'বছর পর যখন মেয়ে এস.এস.সি পরিক্ষার্থীনী তখন সে একদিন আমাকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় প্রশ্ন করছে স্যার! ইসলাম ওয়াদা ভঙ্গ করা প্রসঙ্গে কী বলছে, আমাকে একটু বলবেন কি? আমি শরী'আহ মোতাবেক জবাব দিলে সে বললো আমার বাবা, ইসলাম সম্পর্কে জানে, সে আমার সাথে ওয়াদা করেছিল যখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমাকে গাড়ি কিনে দেবে। কিন্তু আজও দেয়নি। এমন ওয়াদা ভঙ্গকারীকে যেখানে আল্লাহ পছন্দ করেন না; তাকে কি আমার পছন্দ করা উচিত স্যার? আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলে, সে বলে স্যার আমার মা-বাবা আমাকে অত্যধিক আদর করে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ আদরের নেশায় তখন এমন ওয়াদা না করলেই পারত। তাছাড়া ইসলাম জানে কিন্তু মানে না-এ কেমন বাবা-মা? না স্যার; এমন আদর করে কথা বলা আর তা পরে বাস্তবায়ন না করা আমার একদমই পছন্দ হয় না।

www.pathagar.org

দ্বিতীয় পরিবার -

বাবা প্রবাসে; মা কাছে। অত্যন্ত আদর ভালবাসা দিয়ে সন্তানকে পড়াচ্ছেন। সন্তান পড়ালেখায় আলহামদুলিল্লাহ ভাল। ভাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী যখন যা চায় মা-তাই দেয়; দেয়ার চেষ্টা করে। সামর্থ্য আছে। অর্থের সমস্যা তেমনটা নেই। কাজেই চাওয়া মাত্র দেয়া বা নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ওয়াদা করা যেন মায়ের অভ্যেস। মা মনে করছেন, তাহলেই সন্তান খুশী থাকবে। হ্যাঁ দিচ্ছেনও কোন সন্দেহ নেই। কারণ ঐ সন্তান যা চায়; তা দিতেও হয়। তাছাড়া মায়ের কলিজার টুকরা সন্তান। কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও বা বাসায় মেহমান আছে বা মায়ের শরীরটা সুস্থ বোধ করছে না, কাজেই আজকে বাসা থেকে মা বেরিয়ে মার্কেটে গিয়ে তা কিনে আনা বা টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে হবে এমন যেকোন ঘটনার ওয়াদা অনুযায়ী না দিতে পারলে সন্তান রাগ করে বসে থাকে। পড়ালেখায় মন দেয় না। অধিকন্তু মাকে মিথ্যুক বলে থাকে, কান্নাকাটি করে, এমন অপবাদ দেয় "আমারটার বেলায় এ বেটি অসুস্থ কিন্তু অন্য ছেলে-মেয়েরটা তো ঠিকই দেয়। আল্লাহ আরও অসুস্থ করে দেবে" ইত্যাদি।

এবার বলুন, সন্তানদেরকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিলেন না, ওয়াদা করলেন তা বৈধ কোন কারণে পূরণ করতে পারলেন না, কিন্তু আপনার অবস্থানটা কোথায় গেল? কাজেই অল্প কথায় বলব, পরিমিত শাসন, আদর সোহাগের মধ্যদিয়ে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী পরিচর্যা করা উচিত। অন্যথায়, অতিরিক্ত যেকোন কিছুই খারাপ বা কুফল বয়ে আনে। এ প্রচলিত প্রবাদটি মাথায় রেখে আদর সোহাগ ও শাসন করতে হবে।

---

১. তিরমিযী, আবু দাউদ, সূত্র : মিশকাত পৃষ্ঠা : ৪২৩

২. বুখারী (৫ম খণ্ড) অনুচ্ছেদ-১৯, নং-৫৫৬৫ (আধুনিক প্রকাশনী)

৩. বুখারী (৫ম খণ্ড) অনুচ্ছেদ-১৮, নং-৫৫৬২ (আধুনিক প্রকাশনী)

www.pathagar.org

পাঠ চার

নসীহত ও অসিয়্যত এর ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় সন্তানের খাসিলত।

ছেলে-মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে; পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী, অত্যন্ত বিনয়ী। প্রথম বছরেই একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে মাকে বলল, মা তোমার পছন্দ অনুযায়ী একজন বউমা পেয়েছি। মা অত্যন্ত ফ্রি ঠিক যেন ছেলে-মেয়েদের বান্ধবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছর পেরোতেই-মেয়ের অভিভাবকের মতামতে সেই বউমা অন্যের হাতে সমর্পণ। বেড়ে গেল ছেলের টেনশন, ছেড়ে দিল নামাজ, হয়ে গেল উদাস, স্বাস্থ্যের অবনতি, মেজাজের উর্ধ্বগতি। কার সাথে কখন কী বলে, নাই তার কোন স্বাভাবিক গতি। এখন মা করবে কী? বলছে তার কপাল সে শেষ করছে তাতে আমার কী? বলুন মা, এটা বলাই কি আপনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি? এভাবেই কি পরিবারের একজন মেধাবী সন্তান হতে থাকবে ধ্বংসমুখী।

আসুন না, আল কুরআনুল কারীমে তার সমাধান খুঁজি। কী উপদেশ দেবেন এখন আপনি, কিভাবে স্বাভাবিক করবেন তাকে, মনোযোগী করাবেন পড়া-লেখাতে, ফিরিয়ে নেবেন আগের অবস্থানে, কিসের ভিত্তিতে গড়ে তুলবেন তার খাসিলত। আর সে জন্যেই প্রয়োজন নসীহত ও অসিয়্যত।

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয়ঃ

০১। সন্তানদের জীবনের প্রত্যেক স্তরে নসীহত প্রদান করতে হবে।

০২। মা যা বলবেন তার রেশ মাত্রও যদি নিজের জীবনে বর্তমান থাকে; তাহলে এ বলা সন্তানদের জীবনে কোন পজিটিভ ভূমিকা রাখতে পারবে না। বরং তা অতিমাত্রায় নেগেটিভ হবে। কাজেই যেহেতু আপনি মা হয়েই গিয়েছেন সেহেতু আপনার সম্মান বেশি; আর এ সম্মান বজায় রাখার লক্ষ্যে আপনার নিজের মধ্যেই প্রয়োজনে একটু পরিবর্তন আনতে হবে, তাহলে আল্লাহও আপনাকে রহম করবেন।

www.pathagar.org

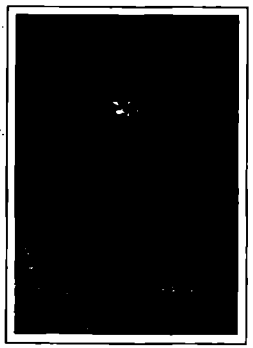

পাঠ চার

নসীহত!

জীবন চলার পাথেয়। আদর্শবাদী জীবন গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, নেই কোন সন্দেহ।

এ এমন এক অস্পর্শনীয় সম্পদ, যার অনুকরণ অনুসরণে জীবন হতে পারে ধন্য। স্মরণীয়। এবার প্রশ্ন! কোথায় পাব এমন নসীহত? কে আছে এমন আপনজন জানাবে কল্যাণের দিক দর্শন?

পৃথিবীর বর্তমান সময়কালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি তথা জান্নাতের উৎস সবচেয়ে আপনজন আদর্শ মা-বাবার কাছে পাব। মা-বাবার জীবন পরিচালনা পদ্ধতিই উত্তম নসীহতের নিদর্শন। তারা যেভাবে জীবন ধারণ করে সন্তান ঠিক সেভাবে জীবনকে কল্পনার রাজ্যে সাজাতে থাকে। রঙিন করতে থাকে এবং পরবর্তীতে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। সন্তানের জীবনে প্রথম শিক্ষক হলেন মা-বাবা এবং বিদ্যালয় হলো বাড়ি বা বাসা। মূলতঃ এ পরিবেশ থেকেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে।

এমন নসীহত প্রত্যেক মা-বাবার কাছে সন্তানের পাওনা বা হক বা অধিকার। সন্তান যদি জীবন গঠন করার জন্যে সঠিক ও সুপরিকল্পিত দিক নির্দেশনা না পায়, তাহলে কিভাবে হবে? কোথায় থেকে সে নির্দেশনা পাবে? আর কেইবা আছে তাদের মতো এত আপনজন! মা গর্ভধারিণী, চিরকল্যাণকামী। তিনিইতো, একমাত্র তিনিইতো পারেন, সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন সমন্ধে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে।

মায়ের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহপাক দিয়েছেন। মায়ের সম্মান এতবেশি যে, সামনে দিয়ে সদর্পে হাঁটা-চলা, কর্কশ ভাষায় কথা বলা বা কথার অবাধ্য হওয়া, কখনো

www.pathagar.org

'উফ্' শব্দ বলা, রাগারাগি করা, ধমক মারা ইত্যাদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে নিষেধ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে মা জাতিকে করেছেন মহাসম্মানী। সন্তানদেরকে করে দিয়েছেন মা-মুখী, প্রকৃতিগতভাবে মা-মুখী এমন সন্তানেরা মায়ের কথা শুনবে; মানবে এটাইতো হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া মায়ের সাথে রয়েছে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক, নাড়ীর বন্ধন। মায়ের চেয়ে বেশি আদর-সোহাগ করতে পারে আছে কি এ পৃথিবীতে এমন কেউ আপনজন? সুতরাং আপনার কথা শুনবে, মানবে কোন সন্দেহ নেই। আপনি যদি দৈনন্দিন যা প্রয়োজন তা দিতে পারেন, তাদের প্রায় সকল চাহিদা পরিপূর্ণ করতে পারেন, তাহলে কেন সে আপনার কথা শুনবে না? তবে এটা সত্য, বলার ভঙ্গিটা হতে হবে ঠাণ্ডা মেজাজে, সুন্দর সাবলীল ভাষায়। কেননা অনেক বাসায় আলোচনার গভীরে গেলে সন্তানদের মুখে শুনি-মা তো এভাবে বলেনি, কাজেই সে সকল শ্রদ্ধাময়ী মা'দেরকে অনুরোধের ভাষায় বলব প্রত্যেক মানবশিশুই মান অভিমান ইত্যাদি বুঝে। সন্তানদের মনে আঘাত আসবে এমনভাবে কথা না বলে যদি তাদেরকে বুঝানো হয়, তাহলে তারা বুঝবে এবং মানবে। যেমন ঃ মনে করুন, আপনার সন্তানের ত্রুটি সংক্রান্ত কথাবার্তা -

- আপনি কখনো বাবা, শিক্ষক বা আত্মীয়ের কাছে ওদের সামনে বলবেন না। তাতে তাদের লজ্জা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং পরে তারা এটা পুণরায় করতে উদ্ধত হবে।
- কখনো তাদের সরাসরি মিথ্যুক বলা ঠিক হবে না,
- কখনো বেয়াদব, অসভ্য, বদমায়েস বলে বকাবকি করা ঠিক হবে না।
- একদম বাবার মতো হয়েছে, বাবার জ্ঞাত খারাপ, এমন বলে বকা দেবেন না।
- তাদের সাথে রাগ করবেন না। কারণ রাগলে, ছেলে হলে বাসা থেকে বেরিয়ে যাবে। কন্যা হলে খাটের এক পাশে বা ঘরের এক কোণে বারান্দায়, ছাদে বা পাশের প্রতিবেশীদের বাসায়, পড়ার টেবিলে চুপ করে বসে থাকবে। কী যেন কিছু ভাবতে থাকবে। আপনি যে উদ্দেশ্যে বকা দিয়েছেন সে তা মানবে না। করবে না। তাতে তো আপনার কাজ বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হলো না। আবার দেখা গেল সে রাতে ভাত খাচ্ছে না আপনি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

এ রকম পরিস্থিতিতে প্রতীয়মান হয়, আপনি রাগ করলেন মানে আপনি হেরে গেলেন। পিছিয়ে পড়লেন। ক্ষতিগ্রস্ত হলেন; বরং আপনি আদর-সোহাগ ভালবাসা দিয়ে তাদের মন জয় করতে পারেন। কোন কিছুর চূড়ান্ত সীমানায় না যেয়ে তার পূর্বেই আপনি হেকমত অবলম্বনের মাধ্যমে কথা অন্য দিকে নিয়ে যান। যখন দেখবেন তারা রেগে যাচ্ছে তখন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় আবারও উদাহরণ উপমা দিয়ে বলুন।

www.pathagar.org

আপনার সন্তান মেনে নেবে, আমি অনেক মায়েদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি কথা কোথাও কোথাও বলে থাকি মায়ের আদর ভালবাসাও কি দু'নম্বর হয়ে গেল নাকি! ভেজাল হয়ে গেল নাকি যে, মা আদর করে বলল আর সন্তান শুনতেছে না। না, আমি তা বিশ্বাস করতে পারি না। অন্ততপক্ষে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে তো এটি হতেই পারে না। বরং এদেশে-তো আমরা দেখি সন্তানের সাথে মায়ের সুসম্পর্কই বেশি। কাজেই আমি নিশ্চিত আপনি মা, জগতে আপনার চেয়ে আপনজন, এত বেশি শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। আপনার কথা আপনার ছেলে মেয়েরা মেনে নেয় না, আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে এমন কথা কখনোই কারোর সাথে বলবেন না। এমন ঘটনা যদি ঘটে আপনি আপনার নিজেকে প্রশ্ন করুন। কেন ঘটছে! এতে আপনার ব্যর্থতা, দায়িত্বহীনতা, খুঁজে বের করুন। তারপর আবারও বলুন, আপনাকে বলতেই হবে। আপনাকে– হিমালয় পর্বত আর কী? তার জন্মলগ্ন থেকেই আরোহণকারীরা পর্বতের গাঁ কাটছে আর কাটছে ওপরে আরোহণ করে তার সৌন্দর্য অবলোকন করছে। কিন্তু তার কোন প্রতিবাদ নেই। সে শুধু ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে ঠিক তেমনি আপনাকেও হিমালয় পর্বতের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল আমরা দেখতে চাই, আমরা আপনাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেতে চাই, এত তাড়াতাড়ি অধৈর্যশীল হয়ে কেন অভিযোগ করছেন আপনার সন্তান আপনার কথা শুনে না, মানে না, আপনি কি চান– এ অভিযোগের কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হোক। আপনি কি চান– আপনার সন্তান জাহান্নামে আগুনের দাউ দাউ লেলিহান শিখায় জ্বলতে থাকুক।

নিশ্চয়ই নয়।

কোন মা-ই চায় না।

তাহলে কেন আজ আপনি চুপ!

বিরক্ত বোধ করছেন।

সন্তানের বিপথগামীতায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন, ভাবছেন থানায় এন্ট্রি করে তাকে পুলিশে দিয়ে দেবেন কিছুদিন ভেতরে থাকলে পরে ঠিক হয়ে যাবে ইত্যাদি।

না।

তাতেই শেষ নয়। এটি কোন স্থায়ী সমাধানও নয়।

ছোটবেলা থেকেই তাকে আল্লাহ তায়ালার বাণী কুরআন শিক্ষা দিন, প্রতিদিন সকালে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত নিজেরা করুন এবং তাদেরকেও করতে অভ্যস্ত করে তুলুন। সাত বছর বয়স হলে তাকে নামাজ পড়তে নসীহত করুন,

www.pathagar.org

সিয়াম পালনে উদ্বুদ্ধ করুন। আজকাল দেখা যায়, এমন অনেক মা আছেন সন্তান যখন বাবার সাথে মসজিদে যেতে চায় বা ছোট বেলায় জায়নামাজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে, টুপি মাথায় দিতে চায়, তখন মার্কেটে যাব, তোমার আন্টির বাসায় যাব, এই যে মা চলে গেলাম কিন্তু..... ইত্যাদি বলে তাকে নামাজে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, শরীর খারাপ করবে, শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, কেমন চেহারা হয়ে গেছে, পড়ালেখা হচ্ছে না, পরীক্ষায় A+ পাবে না, সিয়াম পালন করলে সন্ধ্যায় ইফতার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অসুস্থতাবোধ করে, মাথা ঘোরায়, কষ্ট পায় ইত্যাদি অযুহাত তুলে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন থেকে তাকে দূরে রাখে। প্রাইভেট পড়তে হবে, স্যারের পড়া শেষ করতে হবে- এ কথা বলে কুরআন তেলাওয়াত থেকে মুক্ত রাখে। এমন সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে আপনি কিসের কথা বলে? কার কথা বলে? কিভাবে? যখন সে বেয়াদবি করবে আপনার কথা শুনবে না, তখন তাকে শুনাবেন! মানাবেন! হাতিয়ারটা কী ?

বলুন!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কথা!

রাসূল (সা.) এর চরিত্র মাধুর্যের কথা!

অন্যান্য আদর্শ মানুষের কথা!

কুরআনুল কারীম ও হাদিসের কথা!

অসহনীয় কষ্ট পাচ্ছেন এমন কথা!

আপনার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ এমন কথা!

আচ্ছা বললেন, কিন্তু কী লাভ হবে? সেতো জানে আপনি নিজেই উপর্যুক্ত বিষয় বা সত্তাগুলোর কথা খুব একটা মানেন না, জীবনে তাকে কখনো কখনো বাবার সাথে মিথ্যা কথা বলতে উৎসাহিত করেছেন, নামাজ পড়তে বাধাগ্রস্ত করেছেন, সিয়াম পালনে নিরুৎসাহিত করেছেন। কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য জীবনধর্মী বই পড়তে বিমুখ করে তুলেছেন; কাজেই আজ সে বা তারা আপনার কথা শুনবে কেন! সুতরাং আপনি বলছেন, সে আপনার কথা শুনে না। এখন বড় হয়ে গেছে, বেয়াদব হয়ে গেছে। আজকে আপনার দীর্ঘশ্বাস সম্বলিত খেদোক্তি হচ্ছে তার কপাল সে খাবে তাতে আমার কি? আমার বলাতো আমি বলছিই, শেষ আপনি নিশ্চল, নিশ্চুপ। মনে করছেন দায়িত্ব শেষ। এ ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন!

- সত্যিই কি আপনার দায়িত্ব শেষ?
- সত্যিই কি আপনি মুক্তি পাবেন?
- সত্যিই কি এ কথা বললেই আপনি জান্নাত পাবেন?

www.pathagar.org

আসুন!
সমাধান খুঁজি।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের দিকে তাকাই। জীবনের দীর্ঘ সময় উম্মতি ইয়া উম্মতি বলে ব্যস্ত রেখে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এত বলার পরও মক্কার কাফিররা তাকে নিজ জন্মভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে। তায়েফের ময়দানে দাঁত ফেলে দিয়েছে, শরীরের রক্ত ঝরিয়েছে, মাটিতে ফেলে দিয়েছে। আমার নবী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ যাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবী সৃষ্টি করা হতো না সে মানুষটি মার খেয়েছে, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সহ্য করতে না পেরে জিবরাঈল আমীনকে পাঠিয়েছেন; জিবরাঈল আমীন এসে সালাম দিয়ে বলছে, হুজুর আমি জিবরাঈল, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি, হুজুর আপনি বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি? আল্লাহ বলেছেন, আপনি আজ যা চাইবেন তাই হবে। শ্রদ্ধাময়ী মায়েরা- সে দিন দয়াল নবী রাসূল (সা.) দু'হাত তুলে মুনাজাত করে বলেছেন, হে আল্লাহ! ওদের বুঝ শক্তি দাও। ওরা বুঝে না, চিনে না, তারা তাদের নবীর ওপর আক্রমণ করেছে, তাদের হেদায়েত দাও তাদের যদি শাস্তিই হয়ে যাবে তাহলে আমি আদর্শের বাণী কার কাছে প্রচার করব?

রাসূল (সা.) এর মুনাজাত থেকেই বুঝতে পারা যায় তিনি কেমন ছিলেন? সেদিন একটু চাইলেই পারতেন প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু তা করেননি; বরং মানবতার কল্যাণ কামনা করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও আমাদের কল্যাণের কথা, দুনিয়ার জীবনের পাথেয় স্বরূপ নসীহত ও আখিরাতে মুক্তি কামনার কথা বলে বিদায় নিয়েছেন। কখনোই উম্মতের ব্যাপারে নসীহত প্রদানের ক্ষেত্রে আমার কথা শুনে না, দায়িত্ব শেষ এ কথা বলে ক্ষান্ত হননি। মক্কার মানুষ মানে না, আঘাত করে তাই মদীনায় গেলেন, আবার মক্কায় আসলেন। কিন্তু দায়িত্ব অন্য কারোর ওপর চাপাতে চাইলেন না। বরং বারবার বলে, বিভিন্ন রকম হেকমতের সাথে বলে সফলতা অর্জন করেছেন, তেমনি আদর্শ সন্তান গঠন এটি আপনার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আপনি কার ওপর চাপাবেন? এমন কি বাবার ওপর চাপালেও হবে না। কারণ মায়ের বলা আর বাবার বলা এক কথা নয়। মায়ের মর্যাদা আর বাবার মর্যাদা এক রকম নয়। কাজেই ইসলাম অনুসারে আপনার মর্যাদা বা দায়িত্ব বেশি। এবার একটু চিন্তা করুন, এমন জীবনী বা আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করার পরও কি বলবেন, সন্তানদের আদর্শ মানুষ করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব শেষ, আছে কি এর কোন শেষ ..... ? তার কপাল সে খাবে আমি এখন আর কি করব? আমিতো বলছিই। না মানলে কি করার আছে? বড় হয়েছে না, এখনতো

www.pathagar.org

নিজেরটা ভালই বুঝে ইত্যাদি বলেই আপনি চুপ থাকতে পারবেন? আর তাহলে কি কাল হাশরের মাঠে মুক্তি পাবেন? না মা! যেহেতু আপনি মা, রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে আর কোন নবী রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে আসবে না– এ দায়িত্ব যুগে যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকেই নিতে হবে, বলতে হবে। ফলে বারবার নসীহত করুন, বলুন, বলতে থাকুন, একদিনতো মনে পড়বে। সেদিন আপনি বেঁচে থাকলে দেখবেন তারা এসে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। আর না বেঁচে থাকলে তারা যখন তাদের সন্তানদেরকে বলবে তখন আপনার কথা মনে হবে আর চোখের পানি ফেলবে, আপনার কবরের কাছে বেশি বেশি গমন করবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সুতরাং এভাবেই হতে পারে আপনার বলার সার্থকতা।

ছোট বেলায় কোথাও বেড়াতে যাওয়া, মামার বাড়িতে যাওয়া, ভ্রমণে যাওয়া, জীবনের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া এ সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে যাওয়ার শুরুতে সংক্ষিপ্তভাবে কথায় বা কাগজে লিখে সন্তানদেরকে নসীহত করুন। রাসূল (সা.) কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভালভাবে মনে রাখার জন্য তিনবার বলতেন। আপনিও এটি অনুসরণ করুন, তিনবার, বারবার, বহুবার বলুন। আদর করে বলুন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলুন। প্রয়োজনে চোখের পানি ফেলে বলুন। ঠিক এ মুহূর্তগুলোতে সন্তানের মনও থাকে নরম কোমল। কাজেই আপনি যা বলবেন তা যতদিন সে সেখানে থাকবে, জীবনে অন্য সময় যখন সে আবার সেখানে যাবে বা এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে আপনার কথার বা নসীহতের বিপরীত বিষয়টি যখন তার চোখে আসবে তখন সে উপলব্ধি করবে আপনাকে। তার মনে হবে, আপনি তার সাথে আছেন। আপনার মুখমণ্ডল, চাহনি, কথা বলার ভঙ্গি সব যেন প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনি আকারে তার চোখে ভেসে উঠছে। সে যত শয়তানের প্ররোচনা আর খারাপ বন্ধুর প্রভাবেই থাকুক না কেন- আপনার কথার বিপরীত কাজটি সে করবে না, করতে পারে না, প্রশ্নই আসে না। আমার জীবনে আমি ঢাকায় একজন, কুমিল্লায় একজন এমন ডাক্তার দেখেছি যারা পেশায় ডাক্তার হিসেবে খুব ভাল; কিন্তু প্রেসক্রিপশন চার্জ মাত্র ৫০ টাকা। আমি তাদের সাথে আলোচনা করলে তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাদের মা-বাবাদের কথা স্মরণ করে বলছে আমার মা-বাবার নসীহত ছিল আমি যেন ডাক্তারী পড়ে জীবনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকলের খেদমত করি। আমি যেন টাকার পেছনে না ছুটি। আর তাই আমি ৫০ টাকা করে নিচ্ছি। আবার সাথে সাথে এটি বলে যে, অমুক ডাক্তার ৫০০-৬০০ টাকা করে প্রেসক্রিপশন চার্জ নেয় কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে শান্তিতে নেই। তার পরিবারে এই ঝামেলা আছে এমনকি নিজেও অসুস্থ। অথচ আমি আল্লাহর রহমতে খুব ভাল আছি। এমন কথা শুনে আমিও তাদের মা-বাবার

www.pathagar.org

জন্যে দোয়া করি, অন্যরাও নিশ্চয়ই করে। দেখুন! সে মা-বাবারা কত ভাগ্যবান! আর এ কথা শুনে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং বদলে দেয়ার চেষ্টা করছে নিজেদের কর্মকাণ্ড ও চলাফেরার গতিবিধি। এবার আসুন,

আরেকটি নসীহতের মাধ্যমে কিভাবে সন্তান এবং অন্যান্য অপরাধ চক্রেরও ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়, তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ

সওদাগরদের একটি কাফেলা বাগদাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের সাথে একজন নব যুবক ছিল। কতিপয় হিদায়াতের নসীহতসহ তার মা সে কাফেলার সাথে তাকে পাঠিয়েছিলেন। যাতে সে সহীহ সালামতে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে এবং দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর নির্দেশাবলী শুনাতে এবং আলো প্রদর্শন করতে পারে। কাফেলা খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই অগ্রসর হচ্ছিল। ঠিক এমন সময় পথিমধ্যে ডাকাত দল কাফেলার ওপর হামলা করে বসলো। কাফেলায় যোগদানকারীরা নিজেদের মাল সামান, রক্ষার জন্য অনেক চাল চাললো। কিন্তু তাদের নানা ধরনের দয়ার আবেদনও ডাকাতরা কর্ণপাত করল না। কাফেলার প্রত্যেকের কাছ থেকে তারা সব কিছু ছিনিয়ে নিল। ডাকাতদের সব ছিনিয়ে নেয়া সমাপ্ত হলে তাদের মধ্যে একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সে নব যুবককে জিজ্ঞেস করল–

ডাকাত ঃ তোমার কাছে কি কিছু আছে?

যুবক ঃ জ্বী, হ্যাঁ। আমার কাছে চল্লিশটি দিনার আছে।

ডাকাত ঃ তোমার কাছে চল্লিশটি দিনার আছে! (ডাকাতের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এ গাস্তা হাল গরীবের কাছে চল্লিশটি দিনার কোত্থেকে এল। আর যদি থাকেও তাহলে সে আমাদের কাছে বলছে কেন? ডাকাতটি অনেকক্ষণ চিন্তা করলো এবং এ আশ্চর্য ধরনের যুবককে সরদারের কাছে নিয়ে গেল)

ডাকাত ঃ সরদার! এ ছেলেটিকে দেখুন। সে বলে তার কাছে চল্লিশটি দিনার আছে।

সরদার ঃ তোমার কাছে কি সত্যিই দিনার আছে?

যুবক ঃ জ্বী, হ্যাঁ। আমার কাছে চল্লিশটি দিনার আছে।

সরদার ঃ বল, তোমার দিনার কোথায় রেখেছ? সরদার গরীব ছেলেটির প্রতি আশ্চর্য নজরে দেখতে লাগলো।

যুবক ঃ জ্বী, আমার কোমরের সাথে একটি থলি বাঁধা আছে। দিনারগুলো তাতেই রয়েছে।

সরদার ঃ যুবকটির কোমর থেকে থলি খুলে গুণে গুণে দেখল তাতে চল্লিশটি দিনার রয়েছে। সরদার হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত যুবকটিকে দেখতে লাগলো। অতপর বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

যুবক ঃ আমি দ্বীনের ইলম হাসিলের জন্য বাগদাদ যাচ্ছি।

সরদার ঃ সেখানে কি তোমার পরিচিত কেউ আছে?

www.pathagar.org

যুবক ঃ জ্বী, না। সেটা আমার জন্যে অপরিচিত শহর। সে অপরিচিত শহরে আমার প্রয়োজনের প্রতি কে নজর রাখবে আর আমিই বা কেন অপরের মুখাপেক্ষী থাকবো– সেজন্যে আমার আম্মা আমাকে চল্লিশটি দিনার দিয়েছিলেন; যাতে আমি নিশ্চিন্তে দ্বীনের ইলম হাসিল করতে পারি।

সরদার অত্যন্ত আগ্রহ ও বিস্ময়ের সাথে যুবকটির কথা শুনছিল। তার গাম্ভীর্য বেড়ে যাচ্ছিল এবং সে চিন্তা করছিল যে, যুবকটি দিনারগুলো কেন লুকায়নি। যদি সে না বলতো, তাহলে আমার কোন সাথীর ধারণাও হতো না যে, এ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও গরীব যুবকের কাছে কিছু থাকতে পারে। যুবকটি কেন চিন্তা করলো না যে, সে এক অপরিচিত স্থানে যাচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষার ব্যাপারটি এ অর্থের ওপর নির্ভরশীল। শেষ পর্যন্ত সে এ অর্থ লুকায়নি কেন! যুবকটির সরলতা ও সত্যবাদিতা তার অন্তরে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করছিলো। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি এ অর্থ লুকাওনি কেন? যদি তুমি না বলতে এবং অস্বীকার করতে তাহলে আমরা সন্দেহও করতাম না যে, তোমার কাছে আবার কোন অর্থ থাকতে পারে!

যুবক ঃ আমি যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলাম, তখন আমার আম্মা নসীহত করলেন বেটা! যাই হোক, কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। সব সময় সত্য কথা বলবে। আমি আমার আম্মার নির্দেশ কি করে লঙ্ঘন করতে পারি? এ কথা শুনে সরদারের অভ্যন্তরীণ মানুষটি জেগে গেল। সে চিন্তা করতে লাগল, এ যুবক নিজের ভবিষ্যতের অনিবার্য ধ্বংস দেখেও মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত নয়, আর আমি দীর্ঘদিন যাবত আমার স্রষ্টার নির্দেশ পদদলিত করছি। সে যুবকটিকে গলায় মিলালো। তার দিনার তাকে ফিরিয়ে দিল। কাফেলায় অংশ গ্রহণকারীদের আসবাবপত্র প্রত্যর্পণ করল এবং আল্লাহর সমীপে সিজদাবনত হয়ে কাঁদতে শুরু করল। সত্যিকারভাবে সে তাওবা করল এবং আল্লাহর রহমত তাকে ঘিরে নিল। এ ডাকাত সমকালীন যুগে আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দাহ হয়েছিলেন এবং আল্লাহর বান্দাহদের দ্বীনের দৌলত বন্টনকারী হয়ে গিয়েছিলেন। আদর্শ মায়ের এ শিক্ষা শুধু যুবককেই উঁচু মর্যাদায় সমাসীন করেনি বরং ডাকাতদের তাকদীরও বদলে দিয়েছিল। এ সেই সম্ভাবনাপূর্ণ যুবক যিনি সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং যাঁর নামের প্রসঙ্গ উঠতেই শ্রদ্ধায় অন্তর অবনত হয়ে পড়ে।

মা-মা। এতো গেল আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর মায়ের নসীহতের একটি দৃষ্টান্ত। নিম্নে আরো এমন একটি নসীহতের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার এত পছন্দ হয়েছে যে তা পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন বংশ পরম্পরায় কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক এ জাতির হেদায়েতের

www.pathagar.org

জন্যে। যা অধ্যয়ন করে আজকের মা-বাবারাও তাদের সন্তানদেরকে উত্তম নসীহত করতে পারবেন। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো ঃ

■ ১ম নসীহত ঃ

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

"হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে চরম যুলুম।"
(সূরা লুকমান ঃ ১৩)

■ ২য় নসীহত ঃ

يُبُنَيَّ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ - إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ -

"হে পুত্র! একটা সরিষার দানা পরিমাণ শিরকও কোন জিনিসেও যদি কোন প্রস্তরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমান-যমিনের কোন এক নিভৃত কোণেও লুকিয়ে থাকে; তবুও আল্লাহ্ তায়ালা তা অবশ্যই এনে হাযির করবেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী-গোপন জিনিস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিবহাল।" (সূরা লুকমান ঃ ১৬)

■ ৩য় নসীহত ঃ

يُبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ -

"হে পুত্র! নামাজ কায়েম কর।" (সূরা লুকমান ঃ ১৭)

■ ৪র্থ নসীহত ঃ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"এবং ভাল কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাক।"
(সূরা লুকমান ঃ ১৭)

■ ৫ম নসীহত ঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ -

"যা কিছু দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা আসবে এ কাজে তা উদারভাবে বরদাশ্ত করো, কেননা এমন কাজ, যা সম্পন্ন করা একান্ত জরুরি ও অপরিহার্য।" (লুকমান ঃ ১৭)

■ ৬ষ্ঠ নসীহত ঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ -

www.pathagar.org

"লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করো না, অহংকার করে, ঘৃণা করে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।" (সূরা লুকমান ঃ ১৮)

■ ৭ম নসীহত ঃ

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

"যমীনের ওপর গৌরব-অহংকার স্ফীত হয়ে চলাফেরা করো না। কেননা আল্লাহ্ যে কোন অহংকারী বা গৌরবকারীকে মোটেই পছন্দ করেন না, তাতে সন্দেহ নেই।" (সূরা লুকমান ঃ ১৮)

■ ৮ম নসীহত ঃ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ -

"মধ্যম নীতি অবলম্বন করে মাঝামাঝি ধরনের চালচলন অবলম্বন করো।"
(সূরা লুকমান ঃ ১৯)

■ ৯ম নসীহত ঃ

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

"তোমরা কণ্ঠধ্বনি নিচু করো, সংযত ও নরম করো। কেননা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে গর্দভের কর্কশ আওয়াজ।" (সূরা লুকমান ঃ ১৯)

হযরত লুকমানের এ নয়টি নসীহতের কথা– যা তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে বলেছিলেন এগুলোর গুরুত্ব আপনার সন্তানদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অপরিসীম। এ হচ্ছে মৌলিক মানবীয় শিক্ষার বিভিন্ন ধারা, যার ভিত্তিতে শৈশবকাল থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষিত করে তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য এবং এ কাজ মা-বাবাকেই সঠিকভাবে করতে হবে।

এমন নসীহতের পর সন্তাদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অসিয়্যত।

অসিয়্যত!

এটিও মা-বাবার কাছ থেকে সন্তানদের প্রাপ্য বা হক। দুনিয়াতে মা-বাবার অনুপস্থিতিতে সন্তানদের আদর্শিক পথ চলার জন্য এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। মা-বাবার জীবদ্দশায় তাদের উপার্জিত সম্পদের সৎ উদ্দেশ্য ও সকল উত্তরাধিকারীদের হক সঠিকভাবে পরিপূর্ণকরণের জন্য আদর্শ সন্তানদেরকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেয়া উপদেশ বা আদেশ নির্দেশই হলো অসিয়্যত।

সন্তানরা যেন কোনভাবেই বিপদগামী না হয় হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কে সচেতন থাকে সে জন্যে তাদের প্রতি নসীহত প্রদান যেমন জরুরি তেমনি জরুরি তাদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে হক হালালের ওপর নির্ভর করে চলার

www.pathagar.org

জন্য অসিয়্যত। এমন অসিয়্যত যেন সন্তানরা সঠিকভাবে মেনে চলে সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَا دَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَ

صِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়্যত করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।" (সূরা মায়িদা ঃ ১০৬)

জীবনে ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করার আখেরী সুযোগ এ অসিয়্যতের বিধান এবং সেই সঙ্গে এটা উত্তম কাজ করে বিদায় নেয়ার এক সুন্দরতম ব্যবস্থা বটে। প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللهْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَالِكُمْ فِىْ خَرَاعْمَا

رِكُمْ زِيَادَةً عَلٰى اَعْمَا لِكُمْ فَضَعُوْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ -

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের জীবনের শেষ কালে বিগত পুণ্যের ওপর অধিকতর পুণ্য অর্জন করতে পার। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা তোমরা এ সম্পদ ব্যয় করো।"[১]

যে সব আত্মীয়ের জন্য মীরাসে কোন অংশ নেই, তাদের জন্য অসিয়্যতের অনুমতি রয়েছে। আত্মীয় সম্পর্কেও অসিয়্যত জায়েয। যেসব আত্মীয় -স্বজনের মীরাসে অংশীদারীত্ব রয়েছে তাদের জন্য অসিয়্যত নিষিদ্ধ। কিন্তু অপরাপর ওয়ারিস যদি অনুমতি দেয় তবে বিশেষ বিশেষ কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়্যত করা জায়েয। এ সম্পর্কে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَاوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ تَجِيْزَه الْوَرَثَه -

"কোন ওয়ারিসেরও অসিয়্যত বৈধ-নয়। তবে অপরাপর ওয়ারিসগণ অনুমতি দিলে তা জায়েয।"[২]

মিরাসের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অসিয়্যত এবং ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْدَيْنٍ -

"ইহা যা অসিয়্যত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।" (সূরা নিসা ঃ ১১)

www.pathagar.org

প্রত্যেক মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য আদর্শ কল্যাণকামী ও মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এ ধরনের সন্তানই মা-বাবার পক্ষে ইহকাল-পরকাল সর্বত্র কল্যাণময় হয়ে উঠতে পারে। এজন্য মা-বাবার প্রতি তাদের এভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে সন্তানের অনিবার্য হক। এ হক মা-বাবা আদায় করতে একান্তই বাধ্য। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَالِدًا مِّنْ نَحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ -

"কোন মা-বাবাই সন্তানদেরকে উত্তম আদব-কায়দা ও স্বভাব-চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা ভাল কোন দান দিতে পারে না।" [৩]

বহির্বিশ্বসহ আজকের বাংলাদেশে এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে আমাদের মা-বাবাদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও আদেশ উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। বোমা মেরে অপর মানুষকে হত্যা করা এমনকি নিজের শরীরে বোমা বেধে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে, তারা যদিও কতিপয় অন্যায়ের প্রতিবাদের কথা বলছে, শহীদদের মর্যাদা প্রাপ্তির কথা বলছে কিন্তু আসলে কি তারা তা পাবে? পবিত্র কুরআনুল কারীম সাক্ষী দিচ্ছে আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী। তাছাড়া তাদের ভাষায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যেয়ে যদি হত্যাই করে দেয়া হয়, তাহলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে কাদের মাঝে? এমনটি ইসলাম কস্মিনকালেও সমর্থন করে নাই। আপনি যদি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হোন তাহলে জেনে নিন ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। কার কাছে আত্ম সমর্পণ? অবশ্যই স্রষ্টার কাছে। কাজেই স্রষ্টার কাছে আত্ম সমর্পণের কথা বলবেন আর স্রষ্টার কথামত জীবনকে পরিচালিত করবেন না এমন বৈরিতা, মূর্খতাসম্পন্ন মানুষই কি স্রষ্টা চেয়েছিল? বরং আমাদের স্রষ্টাতো এ দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে প্রথম নির্দেশই দিয়েছিলেন ঃ "পড়! তোমার স্রষ্টার নাম সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক ঃ ০১)

কাজেই আমি নিশ্চিত, এটি ইসলাম সম্পর্কে যারা মূর্খ তাদের কাজ; অজ্ঞদের কাজ; জ্ঞানের আলোতে যারা আলোকিত এগুলো তাদের কাজ হতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক মা-দেরকে তাদের সন্তানের প্রতি নসীহত অসিয়্যত করতে হবে, বুঝিয়ে বলতে হবে, জীবন চলার পাথেয় স্বরূপ নসীহত করে তাকে বাসা বা ঘর থেকে বেরোতে দিতে হবে।

মা, মা! আজকে আপনাদের দায়িত্ব অনেক। চুপ করে থাকার কোন সুযোগ নেই। তাহলে আপনার দায়ের বোঝা আরও বেড়ে যাবে। কান পেতে শুনুন পিতা হারা, মা হারা সন্তানের আহাজারি, সন্তান হারা মা বাবার করুণ আর্তি, স্বামী হারা বিধবার

www.pathagar.org

চোখের পানি, জাতির এ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন আকাশ বাতাসকে প্রকম্পিত করে তুলেছে। এ দৃশ্য দেখে আপনার স্নেহ-ভালবাসার হৃদয় মানসটিতে কি নাড়া পড়ে না? আপনার সন্তান কোথায় সেই রাজশাহী, টাঙ্গাইল, কোটালিপাড়া থেকে বেরিয়ে এসে বরিশাল, গাজীপুর, চট্টগ্রাম বোমা হামলা করছে; দীর্ঘদিন বাসার বাইরে থাকছে আপনি জানবেন না, জানতে চাইবেন না, আপনার নাড়ী ছেড়া ধন রক্তের প্রবাহনকারী কলিজার টুকরা সন্তান আপনার পাশে নেই, কোথায়? কী অবস্থায় আছে? কী করছে আপনার মনে কি নাড়া দেয় না? আপনাকে কি বিচলিত করে তোলে না? আমরা তো একথা জানি, বিদেশ বিভুঁইয়ে সন্তানের কিছু হলে মায়ের মনে প্রভাব পড়ে, উপলব্ধিতে নাড়া পড়ে পশু-পাখী জানারও আগে। এমন প্রমাণ আমি আমার মায়ের কাছে বহুবার পেয়েছি। তাহলে বলুন! আপনারা তো সেই রকম মা। আপনার মনে কি নাড়া দেয় না! আপনার সন্তানের এমন কুকর্মের এ বিষয়টি। চুপ করে থাকবেন না মা। তাহলে আরো সর্বনাশ হয়ে যাবে। আগামীতে আরো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে। আপনাকে দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কাজেই নসীহত করুন, উত্তম উপদেশ দিন, আদর্শ মানুষ হিসেবে সন্তানকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন। আপনাদেরকে আমরা সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব এবং সবশেষে আল্লাহর কাছেও আপনাদের জান্নাতের জন্য চোখের পানি ফেলে ফরিয়াদ করব।

সন্তানদেরকে সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য একদিকে মা-বাবা যেমনটি করে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবেন অন্যদিকে আল্লাহর দরবারে দোয়াও করবেন। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষের চেষ্টা কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না। কুরআন মাজীদে সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার উপদেশ এবং শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর নেক বান্দা তারাই যারা সব সময় এই বলে দোয়া করে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান কর, যারা আমাদের প্রতি নজর করে এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানিয়ে দাও।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

---

১. বাদা আহকামুল কুরআন
২. য়েউস সানায়ে (৭ম খণ্ড) পৃষ্ঠ : ৩৩০
৩. তিরমিযী।

www.pathagar.org

পাঠ পাঁচ

সত্য ও সুন্দর কথা বলা মিথ্যা ও মন্দ কথা না বলা বা বললে কিভাবে তা পরিহার করবে .....?

সুন্দর করে কথা বলেও একটু 'এহসান' করবে না! একটু মানসিক শান্তি দেবে না! কথা বলে এত বড় আঘাত করলে! উফ্! তার চেয়ে পিস্তলের গুলির আঘাতই- তো ভাল ছিল। এমনভাবে কথা বলে পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তা থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সুন্দরভাবে কথা বলার মনমানসিকতা গঠনে চাই "আদর্শ মা"।

www.pathagar.org

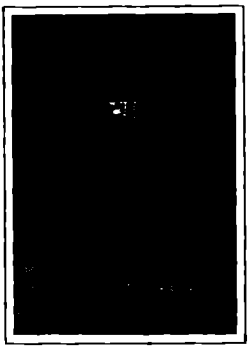

পাঠ পাঁচ

কথা, বাণী, বাক্য, বিবৃতি, বিবরণ, ভাষণ, ভাষা, বক্তব্য, বোল, বুলি, উক্তি, উচ্চারণ, যবান, প্রবাদ, প্রবচন, সম্ভাষণ, সম্বোধন, সংলাপ, বয়ান ইত্যাদি মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালায়ার দান, অশেষ মেহেরবাণী। নিজেকে প্রকাশ করার বা মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এক অন্যতম মাধ্যম কথা বলা, হোক চাই –সুন্দর কথা বা অসুন্দর কথা। ভাল কথা বা মন্দ কথা।

সুন্দর কথা মানে- সুবচন, সুভাষণ, মিষ্টি ভাষণ, সদালাপ, সদুক্তি, সুকথা, মিষ্টি কথা, স্পষ্ট কথা, স্বচ্ছ কথা, শ্রুতিমধুর কথা, পূত কথা, কাজের কথা, অর্থবহ কথা, সুবাক্য, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য, হিতকথা, হিতোপদেশ, উপদেশবাণী, শ্রুতিমাধুর্য, ধ্বনিমাধুর্য ইত্যাদি। সুন্দর কথা বলা প্রসংগে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا -

"মানুষের সাথে ভাল কথা বলো, সুন্দর করে কথা বলো।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৩)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -

"স্পষ্ট, সোজাসুজি ও সম্মানজনক কথা বলো।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

সুন্দর কথা বলার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো সুন্দর মন, এ মনকে গঠন করার জন্য চাই আদর্শ মা এবং আদর্শ পরিবেশ। এতে আদর্শ মায়ের চেষ্টা, চর্চা, ঐকান্তিক আগ্রহশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং সর্বোপরি তাকওয়ার ভিত্তি মজবুত হওয়ার বিকল্প নেই। একমাত্র মা-আদর্শ মায়ের পক্ষেই আগামীতে সোনালী দিন গড়ার সূর্য সৈনিকদের - এ শিক্ষা দেয়া সম্ভব। এ জন্য আরো দরকার মায়েদের আদর্শিক

www.pathagar.org

সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি-বেশি করে সাহায্য চাওয়া এবং মনের মধ্যে সুন্দরের ভুবন বা অনুভূতি সৃষ্টি করা।

কিভাবে মনে সুন্দরের ভুবন বা অনুভূতি সৃষ্টি হবে?

আদর্শিক জ্ঞান, বিবেক-বিবেচনা, আদব-কায়দা, মন-মানসিকতা, মনন, মনীষা, মহত্ত্ব, মনোযোগ, মহব্বত, অনুভূতি, ঔদার্য, আশা, অভিলাষ, অভিপ্রায়, অভিরুচি, অমায়িকতা, অন্তরঙ্গতা, প্রসন্নতা, প্রাণাবেগ, প্রাণবন্ততা, সৌজন্য, সুরুচি, সুধারণা, সুবাসনা, শিষ্টতা, শালীনতা, সদিচ্ছা, সংযম, সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ, সহজতা, সজীবতা, সরলতা, সচেতনতা, সমঝোতা, সহমর্মিতা, সত্যবাদিতা, সংবেদনশীলতা, সহৃদয়তা, হৃদ্যতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সততা, স্বকীয়তা, উদারতা, বন্ধু সুলভতা, কৃতজ্ঞতা, সভ্যতা, শ্লীলতাবোধ, দয়া-মায়া, মানবিকতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, সহনশীলতা, স্নেহপরায়ণতা ও কল্যাণকামিতা ইত্যাদি।

এভাবে মনে যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারবেন, যার দৃষ্টিভঙ্গী যতটা স্বচ্ছ ও আদর্শিক ধ্যান-ধারণায় গড়ে তুলতে পারবেন, আপনি উপহার দিতে পারবেন সুন্দর সুন্দর কল্যাণকামী কথা। যার সুফল, সুবাতাস ভোগ করবে গোটা সমাজের লোকজন। ফেলবে স্বস্তির নিশ্বাস। জ্ঞাপন করবে শুকরিয়া, মাথা নত করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে, তবেই গড়ে উঠবে সুখী কল্যাণকামী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র।

মা-আদর্শ মা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আপনার সম্মান-মর্যাদা যেমন অনেক বেশি তেমন আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যও অনেক বেশি। আপনার সন্তানদেরকে এমন কথা বলা শিক্ষা দিয়ে আপনাকেই গড়তে হবে। সমাধান খুঁজে নিতে হবে আপনাকেও কুরআনের বাণী থেকেই। কী নিয়ে এত অস্থিরতা! এত টেনশন! এত ঝামেলা পোহাচ্ছেন? অসুস্থ হয়ে পড়ছেন? বুকের ব্যথা বাড়ছে! শরীর সরু হয়ে যাচ্ছে! মাথা ঘুরছে! ব্যস্ততা বাড়ছে! কিসের মায়ায়? নামাজ পড়তে পারছেন না, কুরআন অধ্যয়ন করতে পারছেন না, সেদিনের কথা একটু ভাবুন! যেদিন আপনাকে আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী দরকার অসুন্দর, অসত্য ও মন্দ কথা বলে নিজের মান-মর্যাদা, সম্মানকে প্রশ্নাতীত করার বরং আমরা আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এবং রাসূল (সা.) যে আসনে আসীন করার কথা ঘোষণা দিয়েছেন সেখানেই দেখতে চাই। জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আপনি, শুধু নিজ পরিবার নয় জগত সংসারের জন্যও আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আপনার মর্যাদা যেমন বেশি তেমনি দায়িত্বও বেশি। আর এ দায়িত্ব পালন শুরু করতে হয় সুন্দর কথা, সুন্দর নির্দেশনা, উপদেশ-আদেশ ইত্যাদির তাকিদ প্রদানের মাধ্যমে।

www.pathagar.org

তাকিদ!

হ্যাঁ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সুন্দর কথা বলার তাকিদ দিয়েছেন ঠিক এভাবেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا -

"হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল!" (সূরা আহযাব ঃ ৭০)

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

"তোমর কণ্ঠস্বর নীচু করিও; উচ্চস্বরে কথা বলো না; কণ্ঠস্বরকে গাধার মতো কর্কশ করো না।" (সূরা লুকমান ঃ ১৯)

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِىْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا -

"তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তাদের উপদেশ দাও এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী কথা বলো।" (সূরা নিসা ঃ ৬৩)

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا -

"কেউ যখন তোমাকে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ (সালাম) জানাবে, প্রতি উত্তরে তুমি তাকে তার চাইতে উত্তম ধরনের সম্ভাষণ জানাও কিংবা অন্ততঃ ততটুকুই জানাও; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)

- "তাদের সঙ্গে সম্মানের সাথে কথা বল।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)
- "তাদের সাথে দয়া, সহানুভূতি ও নম্রভাবে কথা বল।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৮)
- "তোমরা দু'জন যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। আর তার সাথে কোমলভাবে কথা বলবে, যাতে করে সে উপদেশ গ্রহণ করে, কিংবা ভীত হয়ে যায়।" (সূরা তা-হা ঃ ৪৩-৪৪)
- "তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে পূত পরিচ্ছন্ন কথা বলার জন্য।" (হাজ্জ ঃ ২৪)

فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا -

www.pathagar.org

"তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁর রাসূল (সা.) ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে ন্যায় ও বিবেকসম্মত কথা বলা কর্তব্য করে দিলেন, আর তারাই এ ধরনের কথা বলার অধিক উপযুক্ত।" (সূরা ফাত্হ ঃ ২৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার দেয়া এত সব তাকিদের পর নিশ্চয়ই আমাদের অসুন্দর, মন্দ, অসত্য বা মিথ্যার সাথে জড়িয়ে কথা বলা অনুচিত। কারণ আল্লাহ্র দেয়া জীবন যৌবন ভোগ করব আর আল্লাহর তাকিদ মেনে চলব না তাহলে তো নাফরমান হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

সুন্দর ও সত্য কথা বলার সুফল -

০১। সত্য ও সুন্দর কথা বলায় একে অপরের মনকষ্ট দূর হয়।
০২। হতাশা, নিরাশা, দুশ্চিন্তা দূর হয়।
০৩। মানুষে-মানুষে শত্রুতা কেটে যায়, জিঘাংসা দূর হয়।
০৪। রাগারাগি, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি মিটে যায়।
০৫। মন খুশি ও সন্তুষ্ট হয়।
০৬। আবেগ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
০৭। মন সচেতন হয়, বিবেক জাগ্রত হয়।
০৮। রাগ কমে যায়, গোস্বা দমে যায়।
০৯। বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, শত্রুতা দূর হয়।
১০। সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে।
১১। স্নেহ ভালবাসার সৃষ্টি হয়।
১২। একে অপরের প্রতি প্রভাব ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।
১৩। ঐক্য ও একতার বন্ধন গড়ে ওঠে।
১৪। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয় ভাব সৃষ্টি হয়।
১৫। প্রতিবেশীদের হক প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৬। ইজ্জত ও সম্মান সংরক্ষিত হয়।
১৭। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।
১৮। মৃত্যুবরণ করলেও সবাই আফসোস করে। মনে রেখে দোয়া করে এবং লাশ কাঁধে নিয়ে দাফন সম্পন্ন করতে ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

সোজা কথা! সত্য ও সুন্দর কথা বলা মানুষের একটি অন্যতম গুণ। আল্লাহর রাসূল (সা.) সত্য ও সুন্দর কথা বলে মানুষের মন জয় করে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামের বিজয় পতাকা কখনই অসুন্দর, অসত্য কথার সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তলোয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাসূল (সা.)

www.pathagar.org

এর সুন্দর, সত্যবাণী ও সচ্চরিত্র মাধুর্য দিয়ে। কাজেই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) এর গুণাবলী বা সিফাতের দিকে তাকিয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আজকের মায়েরাই পারেন তাদের সন্তানদেরকে এমন শিক্ষা দিতে। কারণ, সন্তানরা মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে মায়ের ভাষা বা মুখ নিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে, যাকে মাতৃভাষা বা মায়ের ভাষা বলা হয়। এ মাতৃভাষা বা মায়ের ভাষা সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার সময় আমাদের মা জননীদের ভাষা শৈলীতে, বাকশক্তিতে, বাচন ক্ষমতায়, বাচন ভংগিতে, বাক রীতিতে, শব্দ চয়নের দক্ষতায়, উচ্চারণ ভংগির বিশুদ্ধতায়, কথায়, সতেজতায়, ভাষার সরলতায়, যবানের স্বচ্ছতায়, মুখমণ্ডলের হাস্যচ্ছলতার প্রতি বিশেষভাবে নজর দিলে ভাষা সুন্দর হতে পারে। তাছাড়াও একে অপরের সাথে কথোপকথনে তিন ধরনের রীতি আমাদের মাঝে প্রচলিত আছে।

আপনি, তুমি, তুই!

বড়দের সাথে কথোপকথনে শ্রদ্ধার নির্দশন স্বরূপ আপনি শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি মার্জিত, ভদ্র, নম্র ও বিনয়ীভাব প্রকাশ করে থাকে। তুমি শব্দটি সমবয়সী থেকে শুরু করে ছোট শিশুদের সাথে কথোপকথনে ব্যবহার করা যায়, এতেও ভদ্র ভাব প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু তুই শব্দটি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অর্থে ব্যবহার করা হয়। অসম্মান অর্থে ব্যবহার করা হয়। এটি কেউ শুনতে চায় না। এমনকি আপনার ৩/৪/৫ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের সাথে কেউ যদি হঠাৎ করে তুই - তুই বলে কথা বলে, আপনি গভীরভাবে ওদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকালে দেখবেন কালো ছাপ পড়ে গেছে। সে আত্মসম্মানবোধ ঠিকভাবে না বুঝলেও এটি বুঝে যে তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলা হচ্ছে না, এমন অনেক শুনা যায়, স্যার শিক্ষার্থীদের সাথে তুই শব্দ যোগে কথা বলায় শিক্ষার্থীরা অভিযোগ প্রকাশ করে বলেছে এই স্যারের কাছে পড়ব না। কারণ, স্যার কথা বলে কেমন যেন বা গাইয়া..... গাইয়া ইত্যাদি। কী অসম্মানজনিত কথা! আপনি ২০/২১ বছর পড়ালেখা করে শিক্ষক হলেন আর ছোট স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা আপনার ভাষা প্রকাশের ভঙ্গী বা স্টাইল নিয়ে অভিযোগ করছে বা অপছন্দ করছে বা বলছে এই স্যার ভাল না, সুন্দর করে কথা বলে না, আদর করে কথা বলে না ইত্যাদি। বলুন! এ অবস্থায় আপনার মর্যাদা কোথায় গিয়ে থামল?

সুন্দর করে কথা বলা হতে পারে আপনার নিজেকে গ্রহণযোগ্য বা নিজের কথাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটি মাধ্যম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সবাই সুন্দর করে কথা বলতেন। তারা সুভাষী ছিলেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত আদর্শই প্রচারিত

www.pathagar.org

হয়েছে, তা হয়েছে সুন্দর কথা দিয়ে। কারণ প্রতিটি ভাল কাজই মানুষের মন জয় করে করতে হয়। আর মানুষের মন জয় করার একটি মাধ্যম বা উপায় হলো সত্য ও সুন্দর কথা বলা। সুন্দর কথা শ্রোতার মনে আনন্দের প্লাবন সৃষ্টি করে একদিকে যেমন তার ভেতরের দুঃখ-কষ্ট ও হতাশা গুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অন্যদিকে তার মধ্যে জন্ম দেয় শক্তিশালী ইতিবাচক এক আবেগ। ফলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গঠনের পাশাপাশি তার প্রতিটি কাজ হয়ে উঠে আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। আর মন্দ কথা ইতি টেনে আনতে পারে অনেক অতীত ভালবাসা, আদর-সোহাগ ও ভাল লাগার। কাজেই সুভাষী হওয়ার প্রতি আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

সুভাষী কিভাবে?

- বাঁকা চোখে তাকিয়ে, বাঁকা বাঁকা, পেচানো বা কথায় ঠ্যাস মারামারি না করে সোজা কথা বলা।
- ভাষার ও কথার জটিলতা, কৃত্রিমতা পরিহার করে সহজ সকলের বোধগম্য করে কথা বলা।
- সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে কথা বলা। অসুন্দর, অসামাজিক, অশ্রাব্য মন্দ কথাগুলোকে কথোপকথনে ব্যবহার না করা।
- পজিটিভ বা ইতিবাচক কথা বলা; নেগেটিভ বা নেতিবাচক কথা বলা পরিহার করা।
- যেকোন কথা প্রকাশে মুখ কালো করে না বলে স্বাভাবিকভাবে বা হেসে হেসে বলা। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা একটি দান।"
- কোমল ভাষায় কথা বলা। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সা.) কে বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ -

"এটা আল্লাহর দয়া যে, তুমি তোমার সাথীদের প্রতি কোমল, তা না হয়ে তুমি যদি কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৫৯)

- সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা।
- স্পষ্ট ও উপস্থিত শ্রোতার বা যার উদ্দেশ্যে কথা– তার বোধগম্য করে বলা।
- ঘ্যান-ঘ্যান, প্যান-প্যান ও অস্পষ্ট করে কথা না বলা।
- আঞ্চলিকতা, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ পরিহার করে বইয়ের ভাষায় শুদ্ধ কথা বলা।
- শ্রোতার বা উপস্থিত সভ্যদের কল্যাণকামী, হিতকর কথা বলা।

www.pathagar.org

সত্য ও সুন্দর কথা বলা

- বাসায়, সামাজিক পরিমণ্ডলে এবং অফিস কর্মস্থলে একইভাবে সবসময় কথা বলার চেষ্টা করা।
- সদালাপী ও মিষ্ট ভাষী হওয়া।
- অর্থবহ কথা বলা, অর্থহীন বাজে কথা না বলা।
- তর্ক-বিতর্ক না করা, তর্কে কোন সমাধান হয় না।
- শুধু যুক্তি দেখিয়ে কথা না বলা, সব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। কাজেই অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা, যা আরেকজন জ্ঞানীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
- একজনের পেছনে বা অনুপস্থিতিতে আরেকজনের কাছে তার প্রসঙ্গে মন্দ কথা না বলা। এটি গীবতের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি অবধারিত। তাছাড়া নিজের মান-মর্যাদা, সম্মান, পজিশানই হয়ে উঠে প্রশ্নবিদ্ধ।
- কথা বলার ক্ষেত্রে এমন মনে করা, আল্লাহর দেয়া যবানকে আল্লাহর নির্দেশে ব্যবহার করছি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা।
- কটু, কর্কশ, রুক্ষ, আঘাত বা হিটকরামূলক, অপমানসূচক কথা না বলা।
- অপ্রাসঙ্গিক কথা, বেশি কথা, অনর্গল কথা না বলা।
- শ্রোতাকে কখনো উপহাস, বিদ্রুপ, ঠাট্টা ও তিরস্কার করে কথা না বলা।
- মিথ্যা কথা না বলা, কারণ মিথ্যা সকল পাপ কর্মের জননী।
- কারোর নামে অপবাদ না দেয়া। কারণ এমন অপবাদ এক সময় আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।
- শপথ না করা, কারণ সময়ের ব্যবধানে বিপদ কেটে গেলে, উদ্ধার হয়ে গেলে বা সুসময়ে সে শপথের কথা অনেকের মনে থাকে না। যদিও এটি মানার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কঠোর।
- কথায় কথায় চেচামেচি করা, জোরে মেজাজ গরম করে কথা না বলা।
- অন্যের দোষ ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো, মেয়েরা মেয়েদের মতো, মহিলারা মহিলাদের মতো, ছেলেরা ছেলেদের মতো, পুরুষেরা পুরুষের মতো কথা বলা। অমুক মেয়ের জামাই সুন্দর, হাসি সুন্দর, অমুক খুব ভাল ইত্যাদি বিষয়ে কথা না বলা; বরং আপনি যাকে পেয়েছেন, যা পেয়েছেন, তাই আপনার জন্য তা মনে করা।
- স্থান, কাল, পাত্রভেদে কথা বলা।
- ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা, অশ্লীল, গালি বা বকা দিয়ে কথা না বলা।
- কখনো কখনো আনন্দদায়ক, বৈধ রসিকতা করে কথা বলা।

www.pathagar.org

সত্য ও সুন্দর কথা বলা

- কারোর কথা বলতে যেয়ে নেতিবাচক বিশেষণ যেমন ঃ গাধা, বোকা, পাগল, ছাগল, গরু-ছাগল ও বলদ ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে কথা না বলা।
- লোকজনের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া, প্রশংসা করা, বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা না করা।
- যে আপনার উপকার করছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।" [১]
- সুন্দর ভাষায় সহজ করে উপদেশ বা পরামর্শ দিন। আপনার ব্যাপারে শ্রোতার কোন কথা, কোন পরামর্শ আছে কিনা জানতে চাওয়া এবং পরামর্শ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো।
- ভাষা আল্লাহর মহিমা, সুতরাং সব সময় তার পবিত্রতা রক্ষা করা।
- শ্রোতার জন্যে দোয়া করা। আপনার সৎ কামনার কথা তাকে বলা।
- ভুল করে ফেললে বা ভুল হয়ে গেলে আমি দুঃখিত কথাটি প্রথমেই বলার চেষ্টা করা। প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে বাসায় সকলের মধ্যে এমন বিষয়গুলি পরিহার করে গ্রহণযোগ্যভাবে স্রষ্টার পছন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে মন মেজাজে কথা বলার চর্চা করা এবং শিখানোর মাধ্যমেই একজন আদর্শ মা গঠন করতে পারবেন আদর্শ সন্তান। যাদের কথা হবে সুন্দর এবং পছন্দনীয়। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। দূরীভূত হবে সমাজ থেকে অনৈসলামিক চির দ্বন্দ্ব।

মন্দ কথা!

অসুন্দর কথা মানে-

কড়া কথা, কটু কথা, কটুক্তি, কটুবাক্য, কটু ভাষা, কটু ভাষণ, দুরুক্তি, দুর্বচন, দুরুচ্চার্য, দুমূর্খ, দুর্বাক, নিন্দাবাণী, নিন্দাবাদ, মন্দ কথা, মন্দবাক্য, বাজে কথা, খোঁটা, গালি, অভিশাপ, অপকথা, অশ্লীল কথা, অশ্রাব্য-কথা, বাঁকা কথা, চড়া কথা, কটাক্ষ, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, শ্লেষ, উপহাস, তিরস্কার, ব্যাঙ্গোক্তি, অবজ্ঞা, ধিক্কার, বকা, বকাবকি, বকুনি, ধাতানি, ধমক, ধমকানি, বকাঝকা, ভেটকি, খ্যাক-খ্যাক, গর্জন, হম্বি-তম্বি, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, চোট-পাট, অতি কথা, অমিত ভাষণ, বাগাড়ম্বর, বকবক, বকবকানি, বকর বকর, কথার খই ফুটানো, প্রলাপ, বাকসর্বস্বতা, আবোল-তাবোল, আগড়ুম-বাগড়ুম, ধানাই-পানাই, প্যানপ্যান, ঘ্যান-ঘ্যান, ঘ্যানর-ঘ্যানর, ঘ্যান-ঘ্যানানি, প্যান-প্যানানি, চেঁচামেচি, চিল্লাচিল্লি, কোলাহল, গণ্ডগোল, হৈ হল্লুর, শোরশোল, হৈ হল্লা, হৈ হট্টগোল, অট্টরোল, হাঁকডাক, হাঁকাহাঁকি, হুংকার, ভীমনাদ, কলোরব, গলা ফাটানো, আকথা, অকথা, কুবাক্য,

www.pathagar.org

সত্য ও সুন্দর কথা বলা

কুবচন, নিরর্থক কথা, অকথ্য কথা, অশালীন কথা, অপবাদ, অপশব্দ, অশিষ্ট বাক্য ইত্যাদি..... ইত্যাদি ।

এ সবগুলোই হলো মন্দ কথা, অসুন্দর কথার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গী । কিন্তু এগুলো থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কঠোর হুঁশিয়ারী এবং রাসূল (সা.) প্রচুর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন, দিয়েছেন অনেক উপদেশ, বলেছেন অনেক শান্তির কথা ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ -

"মানুষ মন্দ কথা বলে বেড়াক তা আল্লাহ পছন্দ করে না ।" (সূরা নিসা ঃ ১৪৮)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

"ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে মানুষকে ধিক্কার দেয় এবং মানুষের নিন্দা করে বেড়ায় ।" (সূরা হুমাযা ঃ ০১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ -

"হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে । কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে । তোমরা পরস্পরের বদনাম করো না; মন্দ নামে ডেকো না ।" (সূরা হুজরাত ঃ ১১)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -

"যারা নিরপরাধ মুসলিম নারী ও পুরুষের ঘাড়ে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাদের কষ্ট দেয়, তারা আসলে নিজেদের ঘাড়েই চাপিয়ে নেয় অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা ।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ -

www.pathagar.org

সত্য ও সুন্দর কথা বলা

"হে নবী! তুমি অনুসরণ করো না তাদেরকে যারা কথায় কথায় শপথ করে, যারা মর্যাদাহীন, যারা গীবত করে, যারা পরনিন্দা চোগলখুরী করে বেড়ায়, ভাল কাজে বাধা দেয়, যারা চরম ঝগড়াটে ও হিংসুক। (সূরা কালাম ঃ ১১-১৩)

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ -

"হে নবী! তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করিও না এবং অনুসরণ করিও না তাহার– যে কথায় কথায় শপথ করে, সে লাঞ্ছিত।" (সূরা কালাম ঃ ০৮,১০)

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ -

"মিথ্যা কথা বলা থেকে দূরে থাক।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা এমন কথা বল না, যা তোমরা কর না।" (সূরা সাফ্ফ ঃ ০২)

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ -

"দান করার পর খোঁটা দিয়ে কষ্ট দেয়ার চাইতে কোমল কথা বলে ক্ষমা চেয়ে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া উত্তম। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৩)

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا -

"তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বল না এবং ধমক দিয়ে কথা বল না।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)

এইতো জানলেন আল্লাহর সতর্ক বাণী। এবার আসুন দেখি, আমাদের চির কল্যাণকামী প্রিয় মানুষ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার বন্ধু হিসেবে কী উপদেশ দিচ্ছেন এ বিষয়ে-

- "সে মুমিন নয়, যে উপহাস করে, অভিশাপ দেয়, অশ্লীল ভাষায় কথা বলে এবং যে বাঁচাল।" [২]
- "কটুভাষী ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [৩]
- "কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে বকাবকি করা, গালি দেয়া ফাসেকী।" [৪]
- "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইকে অপমানিত করতে পারে না।" [৫]
- "তোমরা অনুমান করে কথা বলো না, কারণ অনুমান হচ্ছে জঘন্যতম মিথ্যা কথা।" [৬]
- "মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কবীরা গুনাহ।" [৭]
- "যার মধ্যে চারটি স্বভাব আছে সে মুনাফিক। যেমন ঃ
  এক ঃ আমানত রাখলে খিয়ানত করে,
  দুই ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে,

www.pathagar.org

তিন ঃ অঙ্গীকার বা শপথ করলে ভঙ্গ করে এবং
চার ঃ বিবাদ লাগলে গালাগাল করে।" [৮]

এগুলো ছাড়াও রাসূল (সা.)-এর ৬৩ বছরের জীবন কথা, আমাদের আদর্শ জীবন গঠনের অন্যতম নিয়ামক। তাই রাসূল (সা.) এর জীবনাদর্শকে আরো বেশি করে জানার জন্যে প্রয়োজন ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন। কেননা কুরআন ও হাদিস নিয়মিত অধ্যয়ন তথা আদর্শিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা অভাবের কারণেই মানুষের মনে অসুন্দর বা মন্দ কথার বীজগুলো নিহিত হয়ে থাকে।

অসুন্দর বা মন্দ কথার বীজ! কী সেগুলো-

আদর্শিক শিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা, মূর্খতা, অচৈতন্য, গোঁড়ামি, গোয়র্তুমি, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, ঘৃণা, লোভ, লালসা, কৃপণতা, স্বার্থপরতা, ক্রোধ, কুরুচি, বক্রতা, নির্লজ্জতা, সংকীর্ণতা, নির্বুদ্ধিতা, অসভ্যতা, অশিষ্টতা, অভদ্রতা, অশ্রদ্ধাবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা, লাগামহীনতা, অসংযম, অসততা, মিথ্যাপ্রিয়তা, অন্ধকার, কুসংস্কার, কুটিলতা ও কুধারণা ইত্যাদি। এ বীজগুলো যার বা যাদের মনে নিহিত হয়েছে তাদের দ্বারা বা অন্ততপক্ষে তাদের কথা দ্বারা চূড়ান্তভাবে কারোর কল্যাণ আশা করা যায় না, এগুলো মনকে কলুষিত করে রাখে। যার মনের মধ্যে এগুলো দানা বেঁধে থাকে তার মন, চিন্তা-চেতনা হয়ে যায় অসুন্দর। মন্দ কথায় পরিপূর্ণ। তার এ মন্দ কথা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। কোন পরিবারের একজন সন্তান এমন অসুন্দর কথা বলাই ঐ পরিবার ধ্বংস বা তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অসুন্দর কথা বা মন্দ কথার ক্ষতিকর দিক ঃ

০১। মন্দ কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হয়; মনে কষ্ট পায়।
০২। পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।
০৩। সুসম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।
০৪। প্রতিবেশীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপদে এগিয়ে আসতে চায় না।
০৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
০৬। একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয়; বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।
০৭। পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় ও সন্তান অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
০৮। রাগারাগি, মারামারি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়।
০৯। মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান, পজিশন বিনষ্ট হয়।
১০। সমাজে দ্বন্দ্ব, কলহ, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.org

১১। ঐক্য ও একতা বিনষ্ট হয়।

১২। এমন ব্যক্তিরা মৃত্যুবরণ করলেও প্রতিবেশীরা লাশ কাঁধে নেয় না বা ভবিষ্যতে নেবে না বলে বলতেও শুনা যায় অনেক এলাকায়।

১৩। রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠে। পারস্পরিক মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রদর্শন বিলীন হয়ে যায়।

১৪। জাহান্নাম যেন তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

মা-মাগো! জানলেন তো, মন্দ কথা কত অনিষ্ট ঘটায়। এমন মন্দ কথায় আপনার সন্তান জড়িয়ে থাক, জড়িয়ে থাক আপনার প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভব আপনার দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো কোন গোষ্ঠী, যাদেরকে আপনি আপনার মাতৃত্বের আদর, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে পারতেন সুন্দর ও সত্য বাক্যালাপী করে গড়ে তুলতে তা কি আপনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন? না, নিশ্চয়ই নয়। কোন আদর্শ মা তা পারে না। কাজেই আমরা আপনাদেরকে সম্মান করছি, শ্রদ্ধা করছি, আপনারা সন্তানের জীবন শুরু থেকেই দায়িত্ব পালন করুন। তাহলেই এমন সন্তানরা ভবিষ্যতকে গড়বে সুন্দর করে, আর সুফল ভোগ করবে সবাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ঠিক এমন একটি সুন্দর উপমা উপস্থাপন করেছেন এভাবে -

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَا
بِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ - تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا-

"একটি ভাল কথা এমন একটি ভাল গাছের মত, যার শিকড় রয়েছে মাটির গভীরে আর শাখা প্রশাখার বিস্তার দিগন্তব্যাপী। যা সব সময় দিয়ে যায় ফল আর ফল।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৫)

কী সুন্দর উপমা। এমন উপমা কি মা আপনার মনকে নাড়া দেয় না? আপনি যদি এমন দৃষ্টান্ত মাথায় রেখে আপনার গর্ভজাত সন্তানের সচ্চরিত্র ও সুঅভ্যাস গঠন করতে পারেন তাহলে তার কথা, চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি বিরাজ করবে এবং বিনিময়ে আপনি জীবদ্দশায় পাবেন সম্মান ও মৃত্যুতে পাবেন জান্নাতুল ফেরদাউস কোন সন্দেহ নেই।

এবার মন্দ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণাকৃত উপমাটি জেনে নিন -

www.pathagar.org

সত্য ও সুন্দর কথা বলা

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ-

"একটি মন্দ কথা একটি মন্দ গাছের মতই, সে গাছের মতো যাকে ভূমি থেকে উপড়ে ফেলা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৬)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন,

- "ভাষার ফসলই মানুষকে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করবে।" [৯]

তিনি আরো বলেছেন,

- "মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার ভাষা ও কর্মের অনিষ্টতা বা ক্ষতি থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।" [১০]

অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেছেন,

- "মুসলমানের সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থহীন কথা ও কাজ ত্যাগ করা।" [১১]

---

১. আবু দাউদ
২. তিরমিযী
৩. আবু দাউদ
৪. বুখারী ও মুসলিম
৫. মুসলিম
৬. বুখারী ও মুসলিম
৭. বুখারী ও মুসলিম
৮. বুখারী
৯. তিরমিযী
১০. বুখারী
১১. তিরমিযী।

www.pathagar.org

পাঠ ছয়

আগন্তুক বংশধরদের সার্থক উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে আদর্শ শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ।

আগন্তুক বংশধরদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পরিকল্পিত আদর্শ শিক্ষা কর্মসূচি। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষক। প্রত্যেক মানব শিশুর জীবনে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রথম পরিগণিত হোন এক একজন মা। এজন্যই বলা হয়, আদর্শ মানুষ গড়ার জন্যে আদর্শ মা প্রাপ্তি পূর্বশর্ত। তারপর সে দ্বিতীয় শিক্ষক বাবার অবস্থান।

জীবনের শুরু থেকে পরিকল্পিতভাবে সন্তানদের আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর মতামত অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ অনুসরণে পরিচালিত করা আদর্শ ও সচেতন মায়ের কাজ। ছোট-খাট ভুল বা ত্রুটিকে ছেলে মেয়েরা ছোট এ কথা বলে বা অনেক মা বাবা কম বয়সে অনেক আপত্তিকর কাজ করে ফেললেও ওরা ছোট কী করব? –এই বলে অবহেলা করে থাকে। যা আরো আপত্তিকর ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

কেননা আমরা জানি, একটি বীজ থেকে যেমন চারাগাছ, তারপর শাখা-প্রশাখা ও একসময় বিশাল রূপ ধারণ করে থাকে তেমনি ছোট বেলায় ছোট মনে কোন বীজ প্রোথিত হলে অবশ্যই মা'দের উচিত সাথে সাথে তা গ্রহণযোগ্য হলে আলহামদুলিল্লাহ্ আর অগ্রহণযোগ্য হলে হেকমতের সাথে তা প্রতিহত করার অন্যকথায় সংশোধন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। যেকোন ত্রুটি ছোটবেলায় গুরুত্বের সাথে দেখলে খুব সহজেই সংশোধন করা যায়। কিন্তু যদি বড় বা দীর্ঘদিন ধরে কেউ কোন কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে তা থেকে মুক্ত করা বা রাখা অনেক কষ্টকর।

এখানে স্বনামধন্য একজন কবির লেখা কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি- যা আমাদের সকলের মনে রাখা আবশ্যক -

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
গড়ে যুগ-যুগান্তর অনন্ত মহান,
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গশোভা নিত্য দেয় আনি।
(সংক্ষেপিত)

www.pathagar.org

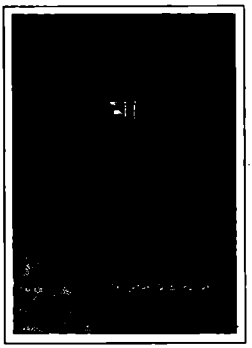

পাঠ ছয়

নতুন আগন্তুক বংশধরদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে জীবনের শুরু থেকেই তাদেরকে এমন শিক্ষা দীক্ষার বলয়ে গড়ে তুলতে হবে যাতে তাদের মনে-প্রাণে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি প্রেম ও ভক্তি সোনার হরফে অঙ্কিত হয়ে যায়। আমাদের প্রিয় নবী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের আদর্শ সভ্যতার আদলে গড়ে তোলার যে কৌশল ও পথ নির্দেশনা দিয়েছেন তা যেমন স্বভাবজাত সহজ ও সফল তেমনি কালোত্তীর্ণও।

ভূমিষ্ঠ সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর গোসল শেষে ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত বলা সুন্নত।[১] কিন্তু দার্শনিকরা হয়তো ঠোঁট বাঁকা ও ভ্রূকুঞ্চিত করে বলবেন এর কোন মানে হয়? যে নবজাতক সন্তান এখনো মা-বাবার ভাষা বুঝতে শিখেনি তাকে কিনা শোনাও হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। আরবী ভাষায় এ বাক্য ও বাক্যের মাহাত্ম বুঝবে সে? অথচ সত্যলোক উদ্ভাসিত যাদের ভেতর তারা জানে এই শব্দগুলো হলো ঈমানের বীজ। কানের সরুপথ ধরে এ আহ্বান তার হৃদয়ের মানসপটে বপন করা হলো। এই ক্ষুদ্র বীজই হয়তো একসময় সুবিশাল মহীরুহের রূপ ধারণ করবে।

শিশুরা যখনই কথা বলতে শিখবে তখনই মা তাদেরকে আল্লাহর নাম শিখাবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে শিক্ষা দিবে এ শিক্ষাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজকের অধিকাংশ মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে হাম্মা..... আম্মা, হানি..... পানি, ডেড..... ডেডি, আন্ট..... আন্টি, ওয়াটার ইত্যাদি আগে শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। আমি এ শিক্ষার বিরোধিতা করছি না, কিন্তু সৃষ্টির মালিক স্রষ্টার নাম আগে

www.pathagar.org

শিক্ষা দেয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি। কেননা প্রত্যেক মুসলিমদের মৃত্যুর সময় আবার ঐ কালিমাই শিয়রে দাঁড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

মোট কথা হচ্ছে, সন্তান পৃথিবীতে আগমন ও প্রস্থান এ দু'সময়েই কালিমা শোনাতে হবে। তারা যখন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকবে তাদের অন্তরে আল্লাহর মহিমা বড়ত্ব ও ভালবাসার চিরস্থায়ী ছবি অঙ্কন করে দিতে চেষ্টা করতে হবে। আবার ছোট বেলা থেকে প্রত্যেকটি কাজের সাথে সাথে তার শরয়ী নিয়ম-পদ্ধতি বা প্রত্যাহিক জীবনে ইসলামের ব্যবহার বিধি শিক্ষা দেয়া যেমন ঃ তাদের পছন্দ মত কোন খাবার দিয়ে তাকে আলহামদুলিল্লাহ বলা, খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, কেমন আছ জিজ্ঞাসা করলে আলহামদুলিল্লাহ বলে জবাব দেয়া, মুরব্বীদের দেখলে আস্সালামু আলাইকুম বলে সালাম দেয়া, বাথরুমে যেয়ে দোয়া পড়া, গোসল করতে যেয়ে দোয়া পড়া, যানবাহনে চড়তে গিয়ে দোয়া পড়া ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের ছোট বেলা থেকেই সুন্নতমত আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে এবং জীবনে চলার পথে মা-বাবা সাথে থাকলে মনে করিয়ে দিয়ে তা চর্চার মাধ্যমে অভ্যাসে পরিণত করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। সন্তানদের সামনে কারো নামে গীবত বা সমালোচনা করা যাবে না। তাহলে সেও এর অনুকরণ করতে শুরু করবে। ভাল কাজে ছেলে বয়স থেকেই তাদের হাত দিয়ে টাকা পয়সা খরচ করাতে হবে এতে তাদের অন্তরে কার্পণ্য ঠাঁই পাবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন মা-বাবাই তাদের সন্তানকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষার চাইতে উত্তম কোন সম্পদ দিতে পারে না।" [২]

পাশাপাশি নবী রাসূলগণ মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সন্তানদের জন্য যে ভাষায় প্রার্থনা করতেন সেই ভাষায় আমাদের মা'দেরও সব সময়ই প্রার্থনা করা উচিত।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন জীবন সাথী এবং সন্তান দাও যাতে আমাদের চক্ষু শীতল হয়।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই স্বভাবজাত রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী যদি পৃথিবীর বিশ্বাসী মা-বাবারা তাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হোন তাহলে দেখবে সত্যিই তাদের সন্তানরা মানবতার স্বর্ণরূপে ঝলসে উঠেছে। মনের অজান্তেই তারা একটি সহজ ও সুন্দর পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাছাড়া একজন আদর্শ মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সুকৌশলে ইসলামী

www.pathagar.org

চিন্তা ও সমাজ সভ্যতার চিত্র সন্তানদের সামনে উপস্থাপন করা। আদর্শ মানুষ করার জন্যে ধৈর্যের সাথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে তাদের শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া আল্লাহর হুকুম। ইরশাদ হয়েছে

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ-

"ডাকো তোমার প্রভুর পথে হেকমত, কৌশল, উত্তম নসীহতের মাধ্যমে আর প্রতিরোধ করো উত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

কেউ যদি আদর্শের কথা না মেনে মনগড়ামত স্বীয় ভ্রষ্ট ও অন্ধ চিন্তার ওপর জেঁকে থাকতে চায়, আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়ার জিন্দেগীতে জীবন ধারণ না করে, তাহলে তারা সম্পর্কের দিক দিয়ে যেই হোক না কেন, এমন কী রক্তের সম্পর্কের মা-বাবা, ভাই-বোন হলেও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে। এখানে সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ عَشِيْرَتَهُمْ -

"আপনি কোন মুমিনকে দেখবেন না যে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখে, চাই তারা পিতা, পুত্র, ভাই আর গোত্রস্থিতই হোক না কেন।" (সূরা মুজাদালা ঃ ২২)

জীবনে চলার পথে সামাজিক জীব হিসেবে কারোর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা, রক্ষা করা এবং ছিন্ন করা এ দু'টোর মাঝখানেই থাকতে হবে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর প্রতি প্রেম ভালবাসা শ্রদ্ধা ও মহব্বত।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত- এ তিনটি মূল উপকরণের আদলে আমাদের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষার বীজ তাদের অন্তরে প্রোথিত করতে হবে। সে সাথে একজন আদর্শ মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

এক ঃ বৈষয়িকভাবে তাদের প্রয়োজন সাধ্যমত পূরণ করা। তাদেরকে আদর যত্ন ও সোহাগের সাথে লালন-পালন করা।

www.pathagar.org

দুই ঃ দ্বীনি দিক থেকে তাদের যথাযথ শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা।

এভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই হয়তোবা সন্তানরা আদর্শ মানুষ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। তবে একটি বিষয় আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে সেটি হলো মানুষ নামের জীবকে আশরাফুল মাখলুকাতের পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পরিকল্পিত চেষ্টা চর্চার ভিত্তিতে আদর্শ শিক্ষার বিকল্প কিছুই নেই।

---

১. তিরমিযী (১ম খণ্ড) পৃষ্ঠা : ১৮৩

২. তিরমিযী।

www.pathagar.org

পাঠ সাত

আদর্শ শিক্ষা

যে শিক্ষা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথা ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক থেকে শুধু মানুষ নয়, অন্য সকল সৃষ্টি জীব তথা একটি পিঁপড়াও হত্যা করা থেকে অথবা গাছের পাতাকে অযথা তার কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন না করার মনমানসিকতায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তাই আদর্শ শিক্ষা।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি পরিবারের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো তাদের সন্তান হোক চাই-কন্যা বা পুত্র। এ শ্রেষ্ঠ নেয়ামতকে সম্পদে পরিণত করার জন্য চাই তাওহীদ,
রিসালাত ও
আখিরাত
এই তিনের সমন্বয় ভিত্তিক শিক্ষা, যার নাম আদর্শ শিক্ষা।

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয় ঃ

০১। সন্তানদের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারবেন, যদি মা-বাবারাও কুরআন, হাদিস ও আদর্শবান লেখকদের বই বেশি বেশি করে পড়েন। আপনারা কখনোই বই পড়বেন না শুধু সন্তানদের বলবেন, তাহলে তারা তা মানবে না, করবেও না।

০২। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো- আল্লাহর প্রথম আদেশ "পড়" বাস্তবায়ন করা।[১] যে পড়া লেখা করল না, সে সর্ব প্রথমেই স্রষ্টার প্রথম আদেশ অমান্য করল। তারপর সে নামাজ, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত যাই কায়েম করুক সে বিষয়ে আমি কোন কথা না বলে রাসূল (সা.) এর একটি উক্তি উল্লেখ করতে চাই তা হলো- "মূর্খ মানুষ সারা রাত ইবাদত করা আর শিক্ষিত মানুষ সারা রাত ঘুমিয়ে থাকা সমান কথা।"[২]

---

১. আল কুরআনুল কারীম। (সূরা আলাক ঃ ০১)
২. আল হাদিস।

www.pathagar.org

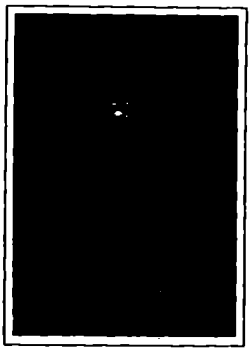

পাঠ সাত

আদর্শ শিক্ষা।

মানে কি?

এ কেমন শিক্ষা?

বর্তমানে এ দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে

তা কি আদর্শিক নয়?

জবাবে বলব না, সামগ্রিকভাবে আদর্শিক নয়।

কিন্তু কেন?

প্রমাণ!

প্রমাণতো অবশ্যই!

যে শিক্ষা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় স্বার্থকে নিয়ে চিন্তা করার মন-মানসিকতায় উজ্জীবিত করতে পারে না, মানুষ সার্টিফিকেট অর্জন করে চেয়ারে বসেই যখন ভাবতে শুরু করে কবে হবে সুউচ্চ অট্টালিকা, পাজেরো গাড়ি, পাব সুন্দরী নারী, বিস্তার করতে পারব আধিপত্য, অর্জন করতে পারব নেতৃত্ব ইত্যাদি..... ইত্যাদি। এক কথায়, যে শিক্ষা "আদর্শ মানুষ" হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম নয়, তা কি কখনো আদর্শ শিক্ষা হতে পারে?

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের একই সাথে আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেননি, সমন্বয় করেছেন। সবগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেননি, বরঞ্চ একটি এককের অধীন করেছেন। মূলত চলার পথে সকল দিকের

www.pathagar.org

সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের ষোল আনাকে আদর্শে বিকশিত করতে পারলেই কেবল 'আদর্শ মানুষে' পরিণত হতে পারে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ-

"পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানো আসল পুণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত পুণ্যের কাজ তো সেই ব্যক্তি করলো, যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলো আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, আল কিতাব ও নবীদের প্রতি আর আল্লাহর ভালবাসা পাবার জন্যে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করলো আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে। তাছাড়া সালাত কায়েম করলো এবং যাকাত পরিশোধ করলো আর এই পূণ্যবান লোকেরা হয়ে থাকে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং দারিদ্র, দুঃসময়, দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অটলতা অবলম্বনকারী। এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী আর এরাই ন্যায়বান আদর্শ মানুষ।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)

আর কুরআনিক ভাষায় এমন আদর্শ মানুষ প্রাপ্তির লক্ষ্যেই আজ প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা। কেননা আমরা জানি শিক্ষা প্রজ্ঞাময় জীবনের আলোর সন্ধান, সর্বব্যাপক জ্ঞান ও হিম্মতের ভাণ্ডার মহা জ্ঞানগর্ভ পবিত্র কুরআনেরই সুস্পষ্ট প্রকাশ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধি, বিশ্বজনীন সর্বজনীন প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলামের একান্ত অঙ্গিকার এবং রাসূলে পাক (সা.) এর জ্ঞান ও বাণীর বিকাশের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বাহন ও উৎস ফোয়ারা। শিক্ষা মানুষের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়, শিক্ষা পৃথিবীতে আনতে পারে অনাবিল শান্তি।

শিক্ষা বর্তমান দুনিয়ার জাহেলিয়াতের অপনোদন করে, মানুষের অন্যায় সার্বভৌমত্ব কায়েমের উচ্ছাশার উচ্ছেদ সাধন করে অসৎ, অকল্যাণের ধ্বংস লীলার উদ্যত থাবা অপসারণ করে, হাজারো মত ও মতবাদের নিষ্ফল ব্যর্থতা বিলীন করে, মানুষের মন, মগজ ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে ক্রমশতা ও সকল প্রকার পঙ্কিলতা মুক্ত করে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উজ্জীবিত করে ইসলামী

www.pathagar.org

আদর্শ শিক্ষা

আকিদার ভিত্তিতে সমাজ ও জাতি গড়ে তোলার জন্য আপোসহীন সংগ্রামের ডাক দেয়। শিক্ষা মানব স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও আদর্শ মূল্যবোধক বাস্তব জীবন বিধান দান করে প্রেম, সৌন্দর্য চেতনা, মননশীলতা ও বিশ্ববোধের উন্মেষ ঘটায় এবং মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর প্রশান্তি নির্ঝর থেকে আকণ্ঠ পান করিয়ে অতুলনীয় গুণাবলীর অধিকারী করে দেয়। মানুষকে তার অবস্থান, জীবনের গন্তব্য, তার মর্যাদা, জগতের সাথে তার সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে। বিশেষ করে মানুষকে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ বহন, জীব ও জীবনের লালন-পালন ও সৃষ্টি রহস্য প্রকাশের সুসামঞ্জস্য জ্ঞান দান করে। শিক্ষা মানব স্বভাবের বিপরীতধর্মী ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির নিস্পৃষ্ট নিস্প্রাণ অধঃপতিত বস্তুবাদের যাঁতাকল থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দিয়ে জীবনীশক্তি সঞ্চারকারী মৌলিক গুণাবলীর অভ্রান্ত প্রেরণা দান করে। শিক্ষা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের রূপরেখা।

এবার বলুন! আদর্শ শিক্ষার বাস্তবায়নে এমন আদর্শ মানুষ যদি আমরা উপহার পেতাম তাহলে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি কি আজকের এ পর্যায়ে অবস্থান করতো! কাজেই যেহেতু মা-বাবা হয়েই গিয়েছেন সেহেতু আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট যদি আপনাদেরকে জান্নাতে যেতে হবে, তাহলে অবশ্যই আপনাদের সন্তানদেরকে আদর্শ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলুন। চাই সে হোক কন্যা বা পুত্র। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কঠোর ভাষায় নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -

"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর; সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ো না; তাদের এড়িয়ে চল" (সূরা আল আরাফ ঃ ১৯৯)

যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তারই সৃষ্টি জীবকে শিক্ষিত না হওয়ার অপরাধে এড়িয়ে চলতে বলেছেন সেখানে অজ্ঞতা, মূর্খতা কত বড় অভিশাপ হতে পারে তা একটু ভেবে দেখবেন কী? কাজেই সুশিক্ষা প্রাপ্তি প্রত্যেক শিশুর জন্মগত অধিকার। এর ব্যবস্থা করা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধানদের একটি গুরু দায়িত্ব। রাষ্ট্রে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এ অবস্থানকে সুদৃঢ়করণের জন্যে কল্যাণমুখী ও উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে যার বিস্তার প্রয়োজন তা হলো আদর্শ শিক্ষা। একমাত্র আদর্শ শিক্ষা সংকটের কারণেই বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ পিছিয়ে পড়ছে, মার খাচ্ছে, পদদলিত হচ্ছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশও

www.pathagar.org

দুর্নীতিতে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ তালিকায় থাকছে। গত ২০০৪ সালে বাংলাদেশের সাথে তালিকায় ছিল হাইতি। এ বছর হাইতিতে দুর্নীতি কম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে তার সেই কুখ্যাতিকে ধরে রেখেছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, যেন আমরা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হবার প্রতিযোগিতায় নেমেছি। এমন চ্যাম্পিয়নশীপের খ্যাতি অন্য কোন রাষ্ট্রকে দিতে এদেশের জনগোষ্ঠী নারাজ। ঠিক এভাবে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠী যেন হারাতে বসেছে অতীত ঐতিহ্য। অথচ সেই চৌদ্দশত বছরের গোড়ার দিকে তাকালে দেখা যায়, অশান্তির এক অগ্নিঝরা দিনে মানবতার চরম দুর্দিনে যে সময়ে জীবন্ত কন্যা শিশুকে মাটিতে পুতে ফেলা হত, মক্কায় ৩৬০টি মূর্তি সংরক্ষণ করা হয়েছিল, মানুষে মানুষে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি চূড়ান্ত সীমায় উত্তীর্ণ, জোর যার রাজ্য তার এমন একটি অমানবিক সমাজ ব্যবস্থা বিরাজমান এক কথায় যে সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়ে থাকে সেই সময়ে সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বাণী পাঠালেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে; বললেন হে মুহাম্মাদ !

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

"০১। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।
০২। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে।
০৩। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত।
০৪। তিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন।
০৫। এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষ জানত না।" (সূরা আলাক ঃ ০১-০৫)

মানুষ যখন স্রষ্টার দেয়া সবকিছু ভোগ করছে কিন্তু তবু প্রতিনিয়ত নাফরমানী করছে ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন পড়। শিখ। বিদ্যা অর্জন কর। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন?

কী পড়ব? কী শিখব?

কোন বিদ্যা অর্জন করব?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন আমার নামে পড়। আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আমি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করছি, আমি বিধানদাতা, পালনকর্তা, জন্ম-মৃত্যু আমারই নিয়ন্ত্রণে। পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে বড় সম্মানী, আমিই সবচেয়ে বড় দাতা, আমি তোমাদের এমন জ্ঞান দিয়েছি যা তোমরা কখনোই জানতে না। যা

www.pathagar.org

দিয়ে তোমরাও দুনিয়াতে সম্মানের আসনে আসীন হতে পারবে, তোমরা আখিরাতেও আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবে। আর যদি তোমরা আমাকে ভুলে অন্য সত্তার তথা মানুষের মনগড়া বিধান মত জীবনধারণ কর তাহলে দুনিয়াতে নেমে আসবে তোমাদের ওপর অনেক দুঃখ, কষ্ট আর আখিরাতে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অপরিসীম শাস্তির বিপরীতে শাস্তি। (যা বর্তমান সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে প্রতীয়মান) এখন প্রশ্ন হলো ঃ

- আইয়ামে জাহেলিয়াতের এ অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে পড়তে বললেন?
- কেন সেই সময়ে প্রভুদ্রোহী অপশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বললেন না? কি এমন মনে হয়, রাসূল (সা.) জিহাদ করলে জয়ী হতেন না? (নাউযুবিল্লাহ)
- কেন র‍্যাব বা পুলিশ বাহিনী গঠন করে এ্যাকশন নিতে বললেন না?
- কেন অপারেশন ক্লিনহার্ট চালু করতে বলেননি..... ?

বোধ হয়- এ কারণে বলেননি যে, এগুলো বিশ্বে কোন স্থায়ী সমাধান আনতে সক্ষম হবে না। স্বল্প সময়ে কোন কোন এলাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারলেও তা দিয়ে সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে দুর্নীতি দূরীভূত করা সম্ভব হবে না। মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা সম্ভব হবে না। কিসে অন্যায়? কিসে ন্যায়? এটি বুঝানো সম্ভব হবে না। আর সে জন্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা রাসূল (সা.)-কে পড়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন তাঁর অনুসারীদেরকেও। যদি পড়ে তাহলে কী হবে? তাহলে মানুষ বুঝবে কে আমাদের রব? আমরা কার অনুশাসন মানব? কার কথামত চলব? কোথা থেকে এসেছি আবার কোথায় ফিরে যাব ইত্যাদি.....ইত্যাদি। এ প্রশ্নগুলোর জবাব যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে কারোর পক্ষে নীতি গর্হিত কাজ করা সম্ভব নয়।

একমাত্র আদর্শ শিক্ষাতেই রয়েছে আদর্শ মানুষ হওয়ার সকল উপকরণ। আর তাইতো স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন এবং তারপরই তিনি তাকে আমাদের শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালনে আদেশ দিলেন। একজন সফল শিক্ষক রাসূল (সা.) শিক্ষা বা বিদ্যা প্রসঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"বিদ্যা অর্জন কর, বিদ্যা বিদ্বানকে
অন্যায় হতে ন্যায়কে পৃথক করার ক্ষমতা দেয়,
বিদ্যা বেহেশতের পথ আলোকিত করে,
বিদ্যা মরুতে আমাদের বন্ধু,

www.pathagar.org

বিদ্যা নিসঙ্গতায় সৎ সঙ্গ,
বিদ্যা বন্ধুহীন হলে আমাদের সহচর,
বিদ্যা সুখের দিনে আমাদের পরিচালক,
বিদ্যা দুর্দশায় আমাদের অবলম্বন,
বিদ্যা বন্ধুদের মধ্যে অলংকার,
বিদ্যা শত্রুর বিরুদ্ধে বর্ম।" [১]

বিদ্যা অর্জন ব্যতিরেকে আদর্শ মানুষ হওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে মানব জাতির চরম উৎকর্ষ সাধনকারী একমাত্র মনোনীত ধর্ম ব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলাম। আর এ ইসলামকে জানতে, বুঝতে ও তার সুফল পেতে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জনকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বা ফরয ঘোষণা করে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

"ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণ প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।" [২]

আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হতে হলে অবশ্যই ইল্‌ম অর্জন করে তার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারসমূহ জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে রত থাকে, আল্লাহ্‌র কাছে তার মর্যাদা যে কত বেশি নিম্ন বর্ণিত হাদিসটি তার প্রমাণ।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ وَ الْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ اَلْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ -

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণের লক্ষ্যে পথ চলে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন। তালিবে ইল্‌ম (শিক্ষার্থী) এর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশতাগণ তাঁদের ডানা তাঁদের জন্য বিছিয়ে দেন। আর আলিমের জন্য আসমান-যমিনের

www.pathagar.org

সবকিছু ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মাছও। আবিদ ব্যক্তির তুলনায় আলিমের মর্যাদা ঠিক সেরূপ যেমনটি পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকার তুলনায়। আলিমগণ হচ্ছেন, নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী আর নবীগণ কাউকে দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী করে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকারী করেন ইলমের। যে ব্যক্তি তা অর্জন করল সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করল।" [৩]

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, শিক্ষার গুরুত্ব বা মর্তবার কথা শুনে শুধু শিক্ষিত বা সার্টিফিকেটধারী করলেই হবে না, সন্তানদেরকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। একমাত্র আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই তারা চেয়ারে বসে দেশ গঠনের ভূমিকায় একনিষ্ঠভাবে নিজেকে নিয়োগ করবে। দেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত, উন্নত। মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাদের সেই হারানো ঐতিহ্য।

এ বিশাল দায়িত্ব ও কাজ পরিবার থেকে শুরু হয়, যার নেতৃত্বে থাকেন আমাদের মা জননী, তিনি ব্যতিরেকে এ দায়িত্ব পালন করা যে খুব কঠিন। তবে মায়ের পাশাপাশি বাবার সহযোগিতায় তার পরিবারের আগন্তুক সন্তানেরা হতে পারে সুশিক্ষিত, অশিক্ষিত বা মূর্খের বিপরীত একজন মানুষ। সন্তানেরা মানুষ হোক এমনটি প্রত্যেক মা-বাবাই চায়। কিন্তু হয় না, কাজেই বুঝতে হবে এখানেই রয়েছে ঘাপলা। চাওয়ার পদ্ধতিটিই অপরিকল্পিত। সুতরাং ফলাফল জিরো। চাইতে হবে সুপরিকল্পিতভাবে। তাছাড়া সন্তানের জন্য কত পেরেশান হয়ে দিন রাত খেটে পরিশ্রম করে সম্পদ রেখে যান কিন্তু কী লাভ হবে তাদেরকে শিক্ষিত করে যেতে না পারলে? আপনার রেখে যাওয়া সম্পদের সৎ ও সঠিক ব্যবহারতো তারা বুঝবে না। কাজেই বলব ৫ টি গাড়ি, ২/৩ টি বাড়ি, ৪ জন নারী ও ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম তাদেরকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে যান। আদর্শ শিক্ষার উপকরণ দিয়ে যান। আদর্শ চরিত্র গঠন করতে উজ্জীবিত হবে এমন বই কিনে দিন। বহু কষ্টার্জিত অর্থ, হালাল উপার্জনের অর্থ দিয়ে হারামের দিকে, অনাদর্শের দিকে, সচ্চরিত্র গঠন দূরে থাক হননের দিকে সর্বোপরি উদ্ভট হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপকরণ তথা অনাদর্শিক উপন্যাস, বিভিন্ন ধরনের সত্য - মিথ্যার সংমিশ্রনে আজব কাহিনী সম্বলিত বই **

** আজকাল উপন্যাস, আজে-বাজে গল্প ছাড়াও নবী রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-দের জীবনী, বিভিন্ন ধর্মীয় যুদ্ধসহ কারবালার যুদ্ধের বর্ণনা পর্যন্ত মানুষের হৃদয় ও মনকে নাড়া দিবে এমন করুণভাবে উপস্থাপন করা বই বাজারে পাওয়া যায়। যা পড়ে এক শ্রেণীর পাঠক চোখের পানি ফেলতে ফেলতে অস্থির হয়ে যান। অথচ ঘটনা হয়তোবা এতোটাই করুণ ছিল না। সুতরাং মুহতারাম-মুহতারেমা পাঠকদের বলব, নির্ভরশীল তথ্য সূত্রের উল্লেখ ছাড়া বই পাঠ করে বিভ্রান্ত হবেন না। তাছাড়া অমুক ভাল আমি জানলাম। কিন্তু আমি কতটুকু ভাল তা ভাবলাম না। কিভাবে ভাল হতে পারি তা শিখার জন্য জ্ঞান অর্জন করলাম না, তাহলে তো আমার লাভ হলো না। এ লেখার অর্থ এই নয় আমি জীবনী সম্বলিত বই পড়তে নিরুৎসাহিত করছি বরং এর মাধ্যমে পাঠকের উৎসাহ বাড়তে পারে। কিন্তু এ বই পড়লাম অথচ নিজেকে সংশোধন করার পদ্ধতি জানার লক্ষ্যে রীতি-নীতির জ্ঞানার্জন করলাম না তাহলে তো লাভ হলো না। কাজেই কুরআন-হাদিস এবং জীবন গঠনমূলক আদর্শ গ্রন্থ বেশি বেশি করে পড়তে হবে।

www.pathagar.org

কিনে না দেয়াই উত্তম। কোন আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত মা- বাবা এমন বই কিনে দিতেই পারে না। কেননা মানুষ যখন মারা যায়, তখন পৃথিবীর সাথে তার যোগাযোগ বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু সন্তানের দোয়া ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। এ পরিস্থিতিতে যদি এমন হয়, মা-বাবা কোন কারণে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করছেন আর তাদের সন্তান দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশমত চলেছেন বলে তাদের কাছ আজ ফিরিশতারা সওয়াব নিয়ে গিয়ে বলেছে তোমরা জান্নাতে চলে আস, তোমাদের শাস্তির দিন শেষ। তখন তারা জান্নাতে আসবে আর ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করে 'হে ফিরিশতারা'! দীর্ঘদিন ধরে কঠিন কষ্ট-আযাব ভোগ করছিলাম; ফিরিশতারা আজ কেন, কিসের বদৌলতে আমাদেরকে কঠিন কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে আসলে? ফিরিশতারা তার জবাব দেবে তোমরা দুনিয়াতে যে তোমাদের উত্তম সন্তান রেখে এসেছ তারা তোমাদের জন্যে দোয়া পাঠিয়েছে। আজ এ দোয়ার বদৌলতেই তোমারা জাহান্নাম নামক কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত নামক চির সুখের এ স্থানে চলে এসেছ। তখন মা-বাবা খুব খুশি হবে এবং তারা কবর থেকেই সন্তানদের জন্যে দোয়া করতে থাকবে কাজেই, যে সন্তান পিতা-মাতার জান্নাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে সে সন্তানদের যদি আজ আদর্শ শিক্ষা না দেন, কাল হাশরের মাঠে কী জবাব দেবেন?

যে শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে চিনবে! জানবে! জানতে চেষ্টা করবে ও মানবে! সমাজে বাস্তবায়ন করবে! রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা সুফল ভোগ করবে! এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে কিভাবে অবহেলা প্রদর্শন করবেন?

মনে পড়ে গেল একটি বাস্তব ঘটনা ঃ

ঘুমিয়ে আছি রাত প্রায় তিনটা। হঠাৎ দরজায় আঘাত। কে? কে? বলে দরজা খুলতেই দেখছি আমাদের বাড়িওয়ালার ছোট ভাই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, প্রধান ফটকের বাইরে একজন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি সেদিন রাত একটার দিকে যখন ঘুমাই আমার হ্যান্ডসেটের সুইচ অফ করে ঘুমিয়ে ছিলাম। মিরপুর ১১ নম্বরে মেঝো ভাইয়ের বাসা, আম্মাও সেখানে অবস্থান করছেন। বুক ধুক ধুক করছে। ঘাম ঝরছে। যদিও ছিল শীতকাল। খালি গায়ে প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছতেই দেখি আমার একজন বন্ধুর বাড়ির নিচ তলার ভাড়াটিয়া নাম তার করিম। বলছে ভাই তাড়াতাড়ি আসেন রহিম ভাইয়ের আব্বা মারা গিয়েছেন। তখনই গেট খুলে দিয়ে তাকে ভেতরে এনে আমি অজু করে দ্রুতবেগে ঐ বাসায় গিয়ে যা দেখলাম তা যেন আমার চির জীবন মনে থাকবে। পাঁচ তলা বাড়ির দু'তলায় তাদের অবস্থান। কিন্তু মৃতদেহ রাখা আছে নিচতলা ভাড়াটিয়াদের পরিত্যক্ত একটি খালি চৌকিতে। পাশে তখনও কেউ নেই। আমি যেয়ে করিমকে ডেকে বললাম রহিম ভাই কোথায়? সে বলল আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় খবর দিতে গিয়েছে। আমি ভাড়াটিয়া ছেলেদের ডেকে বললাম পাশে কেউ কুরআন তেলাওয়াত কর। দু'জনকে বসিয়ে দিলাম। গেলাম উপরে আন্টির সাথে সাক্ষাৎ করতে তিনি তসবিহ হাতে নিয়ে মৃত্যুর ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। বাসায়

www.pathagar.org

ছেলে, ছেলের বউ ও তিন মেয়ে আছে। কিন্তু কি দুভাগ্য! একজনও কুরআন পড়তে জানে না। এমনকি ছেলের বউও না। চারদিক থেকে আত্মীয় স্বজনরা আসছে। একটা একটা করে চিৎকার দিচ্ছে আর চুপ হয়ে যাচ্ছে। কারো চোখে পানি নেই। মুখে নেই কোন দোয়া কালাম। আমি প্রায় ভোর পাঁচটা পর্যন্ত থেকে তাড়াতাড়ি ফজরের পূর্বেই রহিমকে বললাম, তুমি আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও। বাসায় এসে ফজর নামাজ পড়লাম। আর আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলাম। সম্পদের অভাব তাদের নেই কিন্তু বাসায় আদর্শ শিক্ষার অভাবের কারণে, আজকে বাবার মৃত্যুতে এতজন সন্তানের একজনও কুরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ তায়ালার কাছে বাবার রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারছে না। কুরআন পাঠ করানোর জন্য পাশের মাদ্‌রাসার প্রধানের সাথে কথা বললে তিনি সকাল নয়টার পর ছাত্র পাঠাবেন বলে দিলেন। এ দৃশ্য আমার হৃদয় স্পন্দনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে, আমি এতটা মর্মাহত হয়েছি, যা আমাকে পরবর্তীতে জানাজার নামাজ ও সকল অনুষ্ঠান থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। ভাবলাম টাকা পয়সার অভাব নেই। ভদ্রলোক প্রবাসে জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু আজ তিনি কী পেলেন? মৃত্যুতেও একজন সন্তান দু'ফোটা চোখের পানি ফেলে দিয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে বাবার জন্যে কান্নাকাটি করতে পারছে না। তারা সে ভাষা জানে না। পদ্ধতি জানে না। আমার তো মনে হয়েছে জাহান্নাম বুঝি তার দুনিয়াতেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ মাফ করুক; মাফ করুক। যার শোকে আমার আর ঐ বাসায় যেতে ইচ্ছে হয় না।

কাজেই চিন্তা করুন, একটু ভেবে দেখুন। একজন আদর্শ মা কতটুকু মূল্যবান, যার হাতেই ছিল সব। পাঁচতলা বাড়ি তিনি নেতৃত্ব দিয়ে নির্মাণ করেছেন কিন্তু একজন সন্তানকেও আদর্শ শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন করতে পারেননি।

সুতরাং শেষ পরিণাম! এক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই পাঁচ তলা ভাগাভাগি। দ্বন্দ্ব চরমে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সবাই ব্যস্ত যার যার স্বার্থ নিয়ে। ছুটছে তো ছুটছেই; কেউ কারো নয়। মা যেন আজই বোঝা হয়ে গিয়েছেন।

পৃথিবীর বর্তমান সময়কার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব 'মা' তাঁর ভরণ-পোষণ, অবস্থান আজ সন্তানের ভাগাভাগিতে। উফ! কী দুঃখ! হে আল্লাহ্ উদ্ধার কর। এমন দৃশ্য আমি দেখতে চাইনা। মুসলিম উম্মাহকে তুমি মাফ করে দাও। আমার শ্রদ্ধেয় মা জননীদেরকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে নিজেদের সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা দিয়ে আদর্শবান করে গড়ে তোলার তৌফিক দাও। এরাই হবে বিরাট সম্পদ, দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও তারাই হবে সুখী।

---

১. বায়হাকী

২. ইবনে মাজাহ, সূত্র : মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৩৪

৩. আবু দাউদ ও তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৩৪

www.pathagar.org

পাঠ আট

সচ্চরিত্র
সে তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ যার কাছে টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সবই মূল্যহীন।

একজন মা-ই পারেন তার সন্তানদেরকে ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে সচ্চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলতে। আবার মায়ের অবহেলা, অসতর্কতা, অসচেতনতা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গীর অস্পষ্টতার জন্যই সন্তান হতে পারে দুঃশ্চরিত্রের অতল গহব্বরে নিমজ্জিত। পরিবার সংগঠনের সকল কার্যকলাপের ধারক ও বাহক সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক – এমন মাকেই গড়ে দিতে হবে তার সন্তানের চরিত্র মাধুর্য।

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয় ঃ

০১। মানব চরিত্রে যদি আদর্শের শিখা প্রস্ফুটিত না হয়; তবে তোমার জ্ঞান - গৌরব, আভিজাত্য অর্থ ও সম্পদ সবই বৃথা।

www.pathagar.org

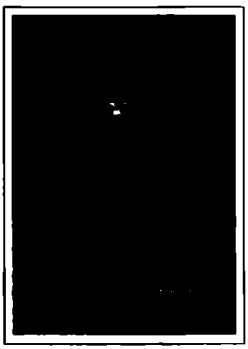

পাঠ আট

আখলাক (اخلاق) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ চরিত্র, সদাচার, স্বভাব, অভ্যাস ও সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মাধ্যমে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সে সবের সমষ্টি হলো আখলাক। মানব জীবনের সব দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তঃ রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আখলাক সম্পর্কযুক্ত।

মানুষ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার চরিত্র মাধুর্য ও গুণাবলি এবং কর্মের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা অত্যধিক সম্মানিত। তাদের পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقَكُمْ -

"আল্লাহর নিকট সম্মানিত ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী।" (সূরা হুজরাত ঃ ১৩)

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন, সে জীবনে যাতে একজন মানুষ আল্লাহর মনোনীত গুণে বিভূষিত হয়ে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয়, করণীয় ও বর্জনীয় পথ নির্দেশ ও নীতিমালা হচ্ছে আল কুরআন। যা মানব জাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরিত। আরও রয়েছে রাসূল (সা.)-এর হাদিস। যা পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রতিচ্ছবি।

মানবজাতির জীবন বিধান আল কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানব জাতিকে দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন।

আপনি কী চান?

www.pathagar.org

কিভাবে চান?
কেন চান?
কোনটা আপনার দরকার?
কোনটি দরকার নেই?
ব্যক্তিগত কী পারিবারিক,
সামাজিক কী রাষ্ট্রীয়,
আন্তঃ রাষ্ট্রীয় কী আন্তর্জাতিক,
রাজনৈতিক কী অর্থনৈতিক,
ইতিহাস কী দর্শন,
সৃষ্টি তত্ত্ব ও সৃষ্টি তথ্য – সবই কুরআনে সন্নিবেশিত করা আছে। আরও রয়েছে আল্লাহ প্রেমিক মানুষ ও দুনিয়া প্রেমিকদের জন্য পুরস্কার ও পরিণামের বর্ণনাসহ আখিরাতের অনন্তকালের সুখকর ও দুঃসহ পরিস্থিতির মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়বিদারক চিত্রের হুবহু বর্ণনা।

মানুষ সহজাতভাবে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির অধিকারী। মানুষ যাতে তার কুপ্রবৃত্তিকে অবদমিত করে সুপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যাতে তার মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে জান্নাতের মতো অনন্য ও চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ করতে পারে সে জন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এ পথ নির্দেশ ও নীতিমালা। এ নীতিমালা অনুসারে গড়ে উঠা একজন মানুষকে বলা হবে সচ্চরিত্রবান ও আদর্শবান মানুষ, সচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

পৃথিবীর সকল ধর্ম এবং মতবাদে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, সচ্চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। যার কাছে টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি সবই মূল্যহীন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এবং রাসূল (সা.) সচ্চরিত্রবানদের অত্যন্ত পছন্দ করেন। কাজেই সন্তানদের সচ্চরিত্র গঠন এবং সচ্চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কাজ-কর্ম বা আচার-ব্যবহার, স্বভাবের সম্পৃক্ততা দেখলে যতক্ষণ পর্যন্ত তা সংশোধন করানো না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পেরেশান হয়ে যাওয়া উচিত, পাগল হয়ে যাওয়া উচিত। পক্ষান্তরে সন্তানদের বা পরিচিতজনদের কু-চরিত্রের কোন কথা শুনে মায়েরা যদি বলেন,

- এমনটি এক সময় হয়-ই।
- এক বয়সে এ রকম করে-ই; সবাই করে, এটি এমন কিছু না। (নাউযুবিল্লাহ)

জানি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার সাথে কাল হাশরের মাঠে কেমন আচরণ করবেন? তবে কুরআন হাদিস সাক্ষী দিচ্ছে নিশ্চয়ই ভাল নয়। ছেলে-মেয়ে এক বয়সে প্রেম-ভালবাসা করতেই পারে! এটি এমন কিছু না অথবা

www.pathagar.org

নিজেদের জীবনের প্রেম-ভালবাসার কথা বলে মনের অজান্তেই সন্তানদেরকে নিরুৎসাহিত করার বিপরীতে উৎসাহিত করা এবং সন্তানদের সাথে ফ্রি, আমরা সবাই একসাথে বসে আলাপ-আলোচনা করি, এমনটি বলে তাদের পশু প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে দেয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষিত ও আধুনিক পরিবারে "ফ্রি ডিসকাশন কালচার" এর নামে চরিত্র হননের এমন বিষয়গুলোকে অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখে বা তাদের সাথে এমন গল্প না করে আদর্শবাদী গল্প শুনিয়ে আদর্শ মানুষ গড়ার চেষ্টা করতে হবে। এমন কথা আর গল্প করতে থাকলে সন্তানদের সচ্চরিত্র গঠনের ব্যাপারে আপনি ভূমিকা রাখতে পারবেন না। আর সন্তান সচ্চরিত্রবান না হলে, যেমন বুঝবে না আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য, তেমনি বুঝবে না আপনার মূল্যায়ন ও সম্মান। ফলে কথা কাজে বিভিন্ন সময়ে ফ্রি ডিসকাশন কালচার স্টাইলে আপনাকেও অপমানিত করে ছাড়বে। আর তাতো হচ্ছেই প্রতিনিয়ত যেমন আপনার কথা শুনে না ইত্যাদি.....ইত্যাদি। অবশ্য এমন সন্তানও জীবনে সফল হতে পারে না বা পারবে না, তাদের উদ্দেশ্যেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

"সে ব্যক্তিই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কু-স্বভাব দ্বারা কলুষাচ্ছন্ন করবে।" (সূরা শামস ঃ ৯ ও ১০)

তবে মূল কথা হলো সচ্চরিত্র জীবনের মুকুট।
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এছাড়া একটি বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একমত, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণই হলো আজকের এ অশান্ত পৃথিবীর উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এক অমোঘকবচ, এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কাজেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সেদিকে যার চরিত্রের স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

"নিশ্চয়ই আপনি মহোত্তম চরিত্রের ও সম্মানের অধিকারী।" (সূরা কালাম ঃ ০৪)

যার কারণে তৎকালীন সমাজে কাফিররা মুহাম্মাদ (সা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেত, মুহাম্মাদ (সা.)-কে কতল করার জন্য প্রতিযোগিতায় থাকত, তবু যুদ্ধে যাবার পূর্বে তাদের মূল্যবান সম্পদগুলো নিজেদের বাসার চেয়েও নিরাপদ স্থান মুহাম্মাদ (সা.) এর বাসায় আমানত রেখে যেত। কারণ তারা জানত, যুদ্ধের ময়দানে মুহাম্মাদ (সা.) কতল হয়ে যেতে পারে (নাউযুবিল্লাহ) কিন্তু আমাদের জিনিস আমরা ঠিক-ঠিক পেয়ে যাব। নিজেদের বাসায় রাখলে নিজেদের গোত্রের তারাই লুটপাট করে নিয়ে

www.pathagar.org

যাবে বাসায় এসে কিছুই পাওয়া নাও যেতে পারে। এই ছিল তাদের বিশ্বাস। এই ছিল আমাদের শিক্ষক মুহাম্মাদ (সা.) এর চরিত্র।

চরিত্রের মাধুর্যতায় যিনি সমগ্র বিশ্বকে জয় করেছেন এমন আদর্শ আজ মুসলিম উম্মাহর চরিত্রে উদ্ভাসিত হোক সেই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান।

কাল হাশরের মাঠে মুক্তি চান। চান রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুপারিশ। অবশ্যই চান জান্নাত। ভয় নেই সে তো আপনাদের প্রাপ্য। হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ফিরিশতারা অধীর আগ্রহে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছে। যে সমস্ত মা-বাবা জগতজোড়া এ সংসারে আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন সক্রিয়, তাদের কি আজ অন্য ফয়সালা হতে পারে? প্রশ্নই আসে না। তাহলে আমরা সন্তান যারা তাদের শিক্ষা নিয়ে আদর্শ পথে গমন করছি তার প্রতিদান কি মা-বাবাকে দেয়া হবে না? হে আল্লাহ্! আপনি তো পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন। ওয়াদা করেছেন, আমাদের আদর্শবান মা-বাবাকে আজ আমরা কিছুতেই চিরস্থায়ী জান্নাতে পাঠানো ছাড়া এক পাও এগিয়ে যাবো না। দূরীভূত হবো না।

হ্যাঁ! মায়ের শিক্ষাতেই তো আমরা পৃথিবীতে তোমার নিষিদ্ধ কাজগুলো করিনি। আমরাতো রাসূল (সা.) কে দেখিনি। সরাসরি পাইনি, আমাদের মা-বাবাইতো আমাদের দিয়েছেন সেই শিক্ষা-যা আমাদেরকে সরিয়ে রেখেছে অসচ্চরিত্র থেকে দূরে অনেক দূরে। কী সেই শিক্ষা? আদর্শ শিক্ষা।

কী সেই নিষিদ্ধ কাজগুলো?

মিথ্যাচার,
ঠাট্টা,
উপহাস/কুৎসা রটনা করা,
মিথ্যা ওয়াদা করা,
আমানত খিয়ানত করা,
অহংকার করা,
কৃপণতা,
অপব্যয় করা,
গীবত করা,
চোগলখুরী করা,
আত্ম গৌরব করা,
যে দিকের মেঘ সেদিকে ছাতা ধরা ইত্যাদি.....ইত্যাদি।

মাতৃত্বের আদরে আগলে ধরে শিক্ষা দিয়েছেন এগুলো মানব চরিত্রের খারাপ দিক; এগুলো থেকে দূরীভূত থাকতে হবে, হতে হবে সচ্চরিত্রবান।

www.pathagar.org

এখন প্রশ্ন?
কিভাবে হওয়া যাবে সচ্চরিত্রবান?
কী ধরনের গুণাবলি অর্জন করা উচিত, মুহাম্মাদ (সা.)-এর একজন উম্মত হিসেবে এবং আদর্শ মা বাবার সন্তান হিসেবে, যা হবে আগামীদিনের আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে সুপারিশ করার মতো হিম্মত, শক্তি!

কী সে রকম গুণাবলি ঃ
সিদক বা সত্যবাদী হওয়া,
আনুগত্য বা যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেওয়া,
সবর বা ধৈর্য ধারণ করা,
ইহসান ও পরোপকার করা,
লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ অর্জন করা,
আমানতদারী হওয়া,
ওয়াদা পালন করা,
লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকা,
তাওয়াক্কুল-একমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া,
দান করা ও ক্ষমা করা,
ক্রোধ ও রাগ প্রদমন,
বিনয় ও নম্রতা,
ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য,
সৎ সঙ্গ বা বন্ধু নির্বাচন করা,
শোকর বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার,
কৃপণতা বা কৃচ্ছতা দূরীভূত করা,
মিতব্যয়ী হওয়া,
গভীর দেশপ্রেম থাকা,
অসাম্প্রদায়িকতার মনোভাব জাগ্রত করা,
জাতীয়তাবোধ থাকা ও
আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধে জাগ্রত হয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে ভাই মনে করে একের সমস্যায় অপর ভাই এগিয়ে আসা।

এবার বলুন শ্রদ্ধাময়ী আদর্শ মা!
এমন আদর্শ গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হোক আপনার সন্তান, ছেলে-মেয়ে, আলোকে উদ্ভাসিত করুক দেশ-জাতির পরিচয়, আপনারা কি চাইবেন না? এমন হতভাগা মা কি থাকতে পারে এ দুনিয়ায়? না, প্রশ্নই আসে না। হয়তোবা কোন কোন মা তা আপাতত বুঝতে পারে না। তাই বলে কি আজ আমরা মায়ের জন্য আল্লাহর

www.pathagar.org

কাছে দোয়া না করে, সাহায্য কামনা না করে, অভিযোগের পাহাড় গড়ে তুলব! কখনই নয়। হতেই পারে না।

মা–মাই থাকবে চিরদিন। মায়ের সাথে তুলনা হবে না কারো কোনদিন। সে যেন বিকল্পহীন। সুতরাং এ দায়িত্ব আপনার। আপনার আদর্শেই সন্তানরা আগামীদিনের পথ রচনা করবে। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, শিশুর মেধা ও মননের ভিত তৈরী হয় দুই বছর বয়স থেকে। ফলে তার প্রাথমিক বিকাশ ও লালন প্রয়োজন দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই। এ সময় নানা আনন্দময় খেলার মাধ্যমেই শিশুর প্রথম অভিজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতার ভিত্তি রচিত হয়। শিশুদের শিক্ষার জন্যে এ সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে অনেক মা-বাবা মনে করেন পাঁচ/ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা তেমন কিছু বুঝে না, তাই তাদের সামনে যেকোন কাজ করার ব্যাপারে সামান্য সতর্ক দৃষ্টিও রাখতে চায় না। যা পরবর্তীতে সন্তানদের মনে গেঁথে থাকে এবং আদর্শিক সচ্চরিত্রবান হতে বাধাগ্রস্ত করে।

কাজেই আমাদের মা'দেরকে সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টি রেখে নিজেরা আদর্শবান হয়ে বর্তমান ও আগন্তুক জাতির জন্যে একটি আদর্শ পরিবেশ সম্বলিত ভূমি উপহার দেওয়ার টার্গেট নিয়ে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত, প্রতিক্ষণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই হবে সন্তানরা আদর্শবান। অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিখবে, অন্যায় থেকে মুক্ত থাকবে এবং নিজেদেরকে গড়ে তুলবে সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ।

সচ্চরিত্র গঠন প্রত্যেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জগতের প্রত্যেক মানুষ সচ্চরিত্রবান হবে, সুন্দর করে কথা বলবে, সুন্দর আচরণ ও সুন্দর কাজ করবে, হবে একে অপরের কল্যাণকামী। এটি আল্লাহর আদেশ, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর চরিতাদর্শ। যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত। এটি পালনে ব্যর্থ হলে আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার আশা করা যায় না। আর তাই, এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে সকলকে সচেতন হতে এই প্রথম বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর সম-সাময়িক সমাজ-চিত্র মাথায় রেখে অত্যন্ত উপযোগী একটি বই 'সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা'। রচনায় জাবেদ মুহাম্মাদ। মুহতারেমা মায়েদের অনুরোধ করব, সচ্চরিত্র গঠন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে এ বইটি আপনাদের বাসায় রেখে সন্তানদেরকে সুন্দর জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করলে আল্লাহ দু'জাহানে আপনাদের সম্মান বাড়িয়ে দিবেন।

www.pathagar.org

পাঠ নয়

বন্ধু-বান্ধব!
কেমন হওয়া চাই আপনার সন্তানের বন্ধু-বান্ধব? আছে কি তাদের নির্বাচনে আপনার কোন ভূমিকা?

বিশ্ব শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন ঃ "মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়।" কোন মানুষই একাকী বাস করতে পারে না। কোন সঙ্গী-সাথী বা বন্ধু ছাড়া মানব জীবন অচল। কাজেই এমন বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন না করলে আর দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার সন্তানের বন্ধু যদি খারাপ চরিত্রের হয়ে পড়ে, তাহলে তার সাহচর্যে সে নির্বিঘ্নে সকল অপরাধের চর্চা করতে শুরু করবে। যার প্রভাব সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়বে। আক্রান্ত হবে অন্যায়, অসত্য ও অশান্তির প্লাবনে গোটা মানবগোষ্ঠী। হাতকড়া পড়তে হবে মা-বাবা ও জ্ঞাতী-গোষ্ঠীর। কাজেই এমন অশান্তি, অপমানের বেড়াজাল থেকে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্ত রেখে আদর্শ ও কল্যাণকামী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষা প্রদান এবং আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান বন্ধু নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আপনি মা হোন সদা সচেষ্ট – এ ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকার নেই কোন বিকল্প।

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয় ঃ

০১। নিছক আবেগ ও ক্ষণিকের মোহে আবদ্ধ হয়ে বন্ধু নির্বাচন করলে এ বন্ধুত্ব কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

০২। যখন কাউকে বন্ধু নির্বাচন করবে তখন তার কয়েকটি বিশেষ গুণের প্রতি খেয়াল রাখবে। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, "সবাইকে বন্ধু নির্বাচন করা যাবে না বরং তিনটি গুণ বিদ্যমান আছে এমন লোককে বন্ধু নির্বাচন করা চাই। তিনটি গুণ হলো ঃ এক. বন্ধুকে হতে হবে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ; দুই. চরিত্র হতে হবে সুন্দর মাধুর্যময় অর্থাৎ সচ্চরিত্রবান; তিন. হতে হবে নেককার, পূণ্যবান।"

০৩। কারোর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়বে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)কে কেন্দ্র করে দ্বীনের খাতিরে এবং সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ত্যাগ করবে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নাফরমানি অর্থাৎ তাদের মধ্যে অসচ্চরিত্রের ছোঁয়া দেখলে।

www.pathagar.org

পাঠ নয়

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সাথী, পাড়ার এবং মাঠের খেলার সাথী, কর্মক্ষেত্র বা অফিসের সহকর্মী সকলেই বন্ধু-বান্ধবী। সময়ের দাবী অনুসারে জীবনে চলার পথে অর্জন ও বিসর্জন, আনন্দ ও দুঃখ ভাগাভাগি করে লওয়ার মাধ্যম হিসেবে একে অপরের অত্যন্ত কাছের হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে জীবন ঘনিষ্ঠ। চলাফেরা, ভ্রমণে যাওয়া, মসজিদে গমন করা বা অন্য কোথাও গমন যখন এক সাথে হয়ে থাকে, তখন একজনের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথায় আরেকজনকে ব্যথিত হতে দেখা যায়। আবার তেমনি একজনের সুখে আনন্দে আরেকজনকেও সুখী ও আনন্দিত হতে দেখা যায়। সমাজে চলার পথে জীবনের বাঁকে-বাঁকে এ যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আদেশের বাস্তব প্রতিফলন মাত্র।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا-

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩)

কাজেই একত্রিত হওয়ার এ আহ্বানে সাড়া দেয়ার সুবাদে ইটিং, মিটিং, সিটিং, পারফরমিং ইত্যাদি ঘটে থাকে। এ পর্বে যদি এটি রাসূল (সা.)-এর এ বাণী অনুসারে হয়-তাহলেতো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা খুব খুশী হবেন। বিনিময়ে বাঁচিয়ে রাখবেন দুনিয়ার ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে এবং আখিরাতে দেবেন জান্নাত উপহার।

কী সেই বাণী?

হাদিসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ বলেন, "যেসব লোক আমার সন্তুষ্টির খাতিরে পরস্পর বন্ধুত্ব রক্ষা করে; এক সাথে ওঠা-বসা করে একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকে ভালবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।"[১]

www.pathagar.org

বন্ধু-বান্ধব

মহান আল্লাহ তায়ালা কী ধরনের বন্ধুত্ব পছন্দ করেন তা সহজেই অনুমেয়। যারা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কাজ করে বা এমন মনে করে কম বয়সে বা এ বয়সে সবাই এমন করে, আল্লাহর দুনিয়াতে বিচরণ করে মা-বাবার চেয়েও অনৈসলামিকভাবে অন্যায়কে বেশি ভালবাসতে শুরু করে তাদের পেছনে পেছনে ঘুর-ঘুর করে আল্লাহর দেয়া সময়, মা-বাবার কষ্টার্জিত অর্থ, নিজের মূল্যবান শিক্ষাজীবন ব্যাহত করে দুনিয়ার মতবাদের পেছনে চলাফেরা করে ইসলাম বিরোধী দল ও মতের সাথে ঐক্য স্থাপন করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পরিস্কারভাবে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করে দিয়েছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ -

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৭)

শয়তান আল্লাহর তায়ালার এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে বিপথগামী করার ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ, সর্বদাই সচেষ্ট ব্যতিব্যস্ত। এজন্যে মানুষকে সব সময়ই আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে আদর্শের পথে চলার চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে শয়তানের শয়তানী মদদ থেকে এবং কুসংস্কার বা খারাপ লোকের সংশ্রব বা বন্ধুত্ব গ্রহণ করা থেকে মুক্তি পাওয়ার। একজন খারাপ বা কু-চরিত্রের বন্ধুর সাথে চলাফেরা করলে তার চরিত্রের প্রভাব ভাল বন্ধুর ওপরও পড়বে। আমরা সবচেয়ে বেশি অনুকরণশীল, দেখে-দেখে, শুনে-শুনে, ভাললাগা থেকে ভালবাসা তারপর একান্তভাবে জড়িয়ে পড়া এবং পরবর্তীতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যেকোন বিষয় বাস্তবে রূপ দিতেও দ্বিধাবোধ করি না। তাছাড়া এক বন্ধুর প্রভাব অন্য বন্ধুর ওপর পড়ে। ফলে অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা ও সৎ বন্ধুর সাহচর্যে মানুষ মর্যাদার উচ্চাসন অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে প্রতিকুল পারিপার্শ্বিকতা এবং অসৎ বন্ধুর সংস্পর্শে সে মহাধ্বংসের অতল গহবরে তলিয়ে যেতে পারে। এরপরও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে কি না? তারা প্রকৃত অর্থে স্থায়ী বন্ধু হবে কি না, তাদের এ গুণগুলো স্থায়ীভাবে চরিত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে কি না, তা দেখার-বুঝার সহজ মাধ্যম হিসেবে রাসূল (সা.) তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.org

এক ঃ বন্ধুর সাথে অর্থের বা টাকার লেনদেন করতে হবে।
দুই ঃ রাত্রি যাপন করতে হবে এবং
তিন ঃ বন্ধুর সাথে সফর করতে হবে।"

এ কাজগুলোর মাধ্যমে বন্ধুর চারিত্রিক স্বভাব অনেকটা উদ্ভাসিত হবে এবং এর পর সিদ্ধান্ত নিবে X.Y.Z এর সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করবে নাকি দূরে সরে আসবে। অবশ্যই দূরে আসা ইসলামের হুকুম। তাছাড়া আমাদের ঈমান দুর্বল। তদোপরি শয়তানতো পেছনে বিপথগামী করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেই। এমতবস্থায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসা চত্বরের পরিবেশ পরিস্থিতি, সকল বিনোদনের স্থান এবং প্রিন্টিং মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক অনুষ্ঠান প্রচার করে তখন আদর্শ মায়ের নেতৃত্বে পরিবার নামক সংগঠনের পরিবেশ পরিস্থিতি সন্তানের আদর্শ জীবন গঠনের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে আদর-সোহাগ দিয়ে কাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, না করবে-সে বিষয়ে মা-কেই শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

قَالَ اِنَّمَا مِثْلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يَحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا مُنْتِنَةً -

"সৎ ও অসৎ বন্ধুর উপমা দেয়া যায় আতর বিক্রেতা এবং কামারের সাথে। আতর বিক্রেতা থেকে হয়তো তুমি হাদিয়া পাবে নয়তো তুমি কিনে নিবে; আর না হয় একটু ঘ্রাণ হলেও পাবে। আর কামারের দোকানে বসলে হয়তো তোমার কাপড় পুড়ে যাবে, নয়তো তুমি কমপক্ষে দুর্গন্ধ পাবেই।" [২]

অর্থাৎ আতর বিক্রেতার সাথে চললে যেমন আতরের সুঘ্রাণ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে তেমনি খারাপের সাথে হাঁটলে, বন্ধুত্ব করলে, আজ নয় কাল শয়তানের প্ররোচনায় হোক আর বন্ধু খারাপ চরিত্রের হলে তার প্রভাবেই হোক তোমার মন খারাপের দিকে ঝুঁকবেই। যদি তাই সত্য বা বাস্তব হয়, তাহলে আজ ভেবে দেখতে হবে বন্ধু ছাড়া কি জীবন ধারণ চলাফেরা করা সম্ভব! জীবনের বিভিন্ন স্তরে এসে তা মেনে নেয়া কি কষ্টকর!

আচ্ছা মানুষ কেন বন্ধুত্ব করে বা বন্ধুর কাছে যায় বা বন্ধুত্ব কী?

বয়সের ব্যবধান, বংশ মর্যাদা বা গোষ্ঠীর ব্যবধান ভুলে গিয়ে একে অপরের সাথে মিলে যাওয়াই হলো বন্ধুত্ব। মানুষ বন্ধুত্ব করে বা বন্ধুর কাছে যায়, আবার একজন অন্যজন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় কারণ –

www.pathagar.org

বন্ধু-বান্ধব

০১। পরিবারে যদি কোন দ্বন্দ্ব থাকে, মা-বাবার মধ্যে যদি মতের গরমিল থাকে তাহলে ছেলে-মেয়েরা পরিবারের বাইরে মানসিক শান্তি পাবার লক্ষ্যে যত্রতত্র বন্ধুত্ব করতে থাকে।

০২। কোন কোন পরিবারে দুর্ভাগ্যবশত মায়ের অনুপস্থিতি বা মা-বাবা দীর্ঘদিন ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার বা সৎমা থাকলে ছেলে-মেয়েরা ঘরের বাইরে-গিয়ে সময় কাটাতে চায়। এতে ওদের খারাপ চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে।

০৩। ছেলে-মেয়েরা বাসায় তাদের চাওয়া-পাওয়া এবং তার পাশাপাশি হতাশায় আচ্ছন্ন হলে তাদের মন খারাপ থাকে। এমতবস্থায় এ কথাগুলো অন্যের কাছে বলে মনকে একটু হালকা করার জন্য বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।

০৪। ভাল কাজ ও ভাল মতামতকে প্রাধান্য এবং স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে জাগ্রত না করার কারণে যত্রতত্র বা যাদের সাথে ইচ্ছা ছেলে-মেয়েরা মিশে যায় এবং বন্ধুত্ব করে।

০৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ, হল বা ছাত্রাবাসে পড়ালেখার প্রয়োজনে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

০৬। বন্ধুর কাছে যেকোন কথা, মতামত সহজেই প্রকাশ করা যায়; পরামর্শ করা যায়; যা আমাদের পরিবারগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে করা যায় না। বাবা অফিসের কাজে ব্যস্ত নতুবা প্রবাসে কর্মরত, মা ব্যস্ত, বড় ভাই বা বোন ধমক দেয়, রাগ করে, সময় দেয় না (যদি থাকেন)। এতে মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে না বলে ওরা বাইরে যায় এবং বন্ধুর সাথে কথা বলে হাসি তামাসা করে।

০৭। আদর সোহাগ প্রিয় ছেলে-মেয়েরা আদর-সোহাগ কোন কারণে বাসায় না পেলে বাইরে বেরিয়ে সময় কাটাতে চায়। এক্ষেত্রে কোন বন্ধুর মা-বাবা আদর করলে ওরা সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।

০৮। পরিবারে মায়ের বেড়ানো বা অন্যদের সাথে গল্প গুজব করার মন মানসিকতা আর বাবা বাসার বাইরে-বাইরে দীর্ঘসময় থাকা বা তাদের ধমক, কঠোর শাস্তি থেকে এড়িয়ে থাকার লক্ষ্যে কোন রকমে তাদের চোখের অন্তরালে যেতে পারলেই ছেলে-মেয়েরা বন্ধুর সাথে জড়িয়ে পড়ে।

০৯। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রভাবেও শিক্ষার্থীরা বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দুভার্গ্য সে সকল ছাত্র সংগঠনের মূল সুরের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর সম্পর্ক না থাকার কারণে তারা নিজেরাও আদর্শবান হতে পারে না আর অন্যদেরকে তো আদর্শের পথে আনতে সক্ষম হওয়ার কোন সুযোগই নেই।

১০। সহজাত প্রবৃত্তির কারণেও মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

১১। খেলাধুলায় আসক্ত হওয়ার কারণে খেলার মাঠে বা স্টেডিয়ামেও মানুষের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

www.pathagar.org

এভাবে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন উপায়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বা উঠতে পারে। ইসলাম বন্ধুত্বকে সমর্থন করে। আর এ জন্যেই এ পর্বে আজ আমাদের মায়েদেরকে ভাবতে হবে; বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে ঃ

- ছেলে-মেয়েদের বন্ধু কেমন হওয়া চাই?
- কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা চাই?
- এখানে মায়ের কোন ভূমিকা আছে কি?
- বাবার কোন ভূমিকা আছে কি?
- না ছেলে মেয়েরা নিজেরাই নির্বাচন করবে?

আবার বন্ধু নির্বাচন করার জন্যে কী কী বিষয়ের প্রতি বা সৎগুণাবলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে?

হযরত জাফর সাদিক (রহ.) বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক করতে যেয়ে পাঁচ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন।

০১। মিথ্যাবাদী ঃ মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী। যে মিথ্যা কথা বলে সে যেকোন কাজ করতে পারে। আর সেজন্যই সে মিথ্যাবাদী। এমন মিথ্যাবাদীর সাথে বন্ধুত্ব হলে তার কাছ থেকে প্রবঞ্চনা আর প্রতারণাই শিখা যাবে।

০২। নির্বোধ ঃ তার থেকে কোন উপকার আশা করা যায় না, বরং অপকার পাবে।

০৩। ভীরু ঃ সে তোমাকে বিপদের সময় শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে। যার বহুল প্রচলিত কিন্তু অনৈসলামিক প্রবাদ প্রবচনগুলো হলো "চাচা আপন জান বাঁচা" বা "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" ইত্যাদি– মন মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সাথে বন্ধুত্ব না করা।

০৪। পাপাচারী ঃ সে তোমাকে এক লোকমার বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলবে।

০৫। কৃপণ ঃ সে একান্ত প্রয়োজনের সময় তোমাকে ত্যাগ করবে। তোমার বিপদে এগিয়ে আসবে না; আর এ জন্যই বন্ধুর ব্যাপারে একটি চিরসত্য কথা হলো, "স্বর্ণের পরীক্ষা সেথা হুতাসনে হয়, বন্ধুর পরীক্ষা তথা বিপদ সময়ে হয়।"** বিপদ-আপদ মানুষের আসতেই পারে। পৃথিবীতে কেউ এ কথা সদর্পে বলতে পারবে না যে তার বিপদ কখনো আসবে না; আর এমন বিপদের সময় যে সাহায্যের হাত প্রশস্ত করে এগিয়ে না আসে; তার সাথে বন্ধুত্ব না করাই ভাল।

** ইসলাম সমর্থিত কোন কাজে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে যে বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তার পক্ষে সম্ভব এমন সাহায্য-সহযোগিতাটুকু করতে চায় না, সে তো আর যাই হোক প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। বন্ধু যদি বন্ধুর বিপদে এগিয়ে না এসে দূর থেকে বলে, "কত ধানে কত চাল এবার বুঝ" আবার সুসময়ে আসে তাহলে তাকে কি প্রকৃত বন্ধু বলে? বরং বলব, এভাবে একত্রে চলতে গিয়ে সময়, অর্থ ও মেধা ব্যয় করার কি-ই-বা যৌক্তিকতা থাকতে পারে? বন্ধুপ্রিয় ছেলে-মেয়েদেরকে মা বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন কি?

www.pathagar.org

বন্ধু-বান্ধব

এগুলো ছাড়াও সমসাময়িক আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মা'দের খেয়াল রাখা আবশ্যক বলে আমার কাছে মনে হয়; সেগুলো হলো ঃ

০১। আপনার ছেলেমেয়ে যখন স্কুলে গমন করে তখন খেয়াল রাখতে হবে -

- সে কার সাথে মিশে, কার সাথে কথা বলে ও ক্লাশ রুমে বসে;
- পড়ালেখার বিষয়ে আলোচনায় মত্ত থাকে;
- স্কুলে ক্লাশ শেষ হলে কার সাথে ক্লাশ রুম থেকে বের হয়;
- স্কুল প্রাঙ্গণ আপনার সাথে ত্যাগ করার সময় কার দিকে তাকিয়ে থাকে?
- হাসি দেয়;
- হাত নেড়ে টা-টা দেয়;
- বাই-বাই বলে;
- আল্লাহ হাফিজ বলে;
- মা আসসালাম বলে ইত্যাদি। তারপর বাসায় আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করুন; বাবা বা মা তোমার ঐ বন্ধু বা বান্ধবীর নাম কী? সে পড়ালেখায় কতটা মনোযোগী? তাদের বাসা কোথায়? ক্লাশে রোল নম্বর কত ইত্যাদি।

এভাবে পরদিন ক্লাশের সেরা ছাত্র-ছাত্রী যদি আপনার সন্তান হয়, তাহলে তো কথাই নেই। যে বা যারা দ্বিতীয়, তৃতীয় তাদের টার্গেট নিন তা না হলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় রোল নম্বরধারী শিক্ষার্থীর মা যদি বিদ্যালয়ে ওয়েটিং রুমে বসে থাকে তাহলে তাদের সাথে আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে নিন। জেনে নিন পরিবারের তথ্য। বাবা কী পেশার সাথে সম্পৃক্ত? ঘুষখোর, সুদখোর, মদ খোর, অপরের সম্পদ হরণকারী বা রাষ্ট্রদ্রোহী কিনা; যদি এমন হয়, তাহলে তাদের সন্তান মেধাবী হলেও তার সাথে আপনার সন্তানের বন্ধুত্ব প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ -

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১৩)

আসলে সে মেধাবী হলেও ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের কল্যাণকামী নাও হতে পারে, সে জ্ঞান পাপী হলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করবে। আর যদি দেখেন বা জানতে পারেন, তাদের মা-বাবা ও পরিবারের কাঠামো ইসলাম বিরোধী নয়, তারা আল্লাহ পাকের বিধান মানার জন্য সচেষ্ট তাহলে তাদের শিক্ষার্থীরা ক্লাশ শেষ হয়ে বেরিয়ে আসলে আদর করুন দেখবেন খুব সহজেই তারা আপনার শিক্ষার্থীর সাথে

www.pathagar.org

মিশে যাবে এবং তাদের সাথে আপনার শিক্ষার্থীও ভাল ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট তথা পড়ামুখী হবে। তাদের অর্থাৎ X.Y.Z এর মতো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হওয়ার একটি স্পৃহা কাজ করবে। পড়ালেখায় ভাল করবে। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে। আর তাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা খুশী হবেন। কারণ, পড়ালেখা আল্লাহর আদেশ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা প্রথম যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তা হলো ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

"পড়! তোমার স্রষ্টার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক ঃ ০১)

০২. সাত বছর বয়স থেকে নামাজ আদায়ের তাকিদ দশ বছর বয়সে না আদায় করলে বিছানা পৃথক, বার বছর বয়সে ব্যধ্যতামূলক অবশ্যই করণীয়; না হয় বেত্রাঘাত বা নামাজ আদায়মুখী করানোর জন্যে ২/৩ ধরনের হিকমত অবলম্বন করা উচিত; হুকুম আল্লাহ পাকের। দেখুন না, যার সাথে আপনার সন্তান বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছে, চলাফেরা করছে সে নামাজী কিনা, সে পাড়ার মসজিদে গমন করে কিনা, কারণ নামাজ মানুষকে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখে। এ সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ -

"নিশ্চয়ই সালাত বা নামাজ মানুষকে বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫)

০৩। আপনার সন্তান সত্য কথা বলবে সত্যবাদী হবে, মিথ্যা কথা বলবে না, কড়া বা কটু কথা বলে কাউকে কষ্ট দেবে না, কাউকে কাঁদাবে না, মন খারাপ করাবে না, সম্পর্ক নষ্ট করাবে না– এমন শিক্ষা তাদের দিতে হবে। সে যাদের সাথে চলতে চায় স্কুলে ২/৩ জন সহপাঠী এবং বাসার পাশে প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে বা পাড়ার খেলার সাথী তারা সত্যবাদী কিনা তা খেয়াল করুন, সত্য কথা বলে কিনা তা বিভিন্নভাবে হিকমত স্টাইলে জেনে নিন, তাদের পারিরারিক অবস্থাও জেনে নিন, এক্ষেত্রে মা-এমনটি বলতে পারেন যে এটি বেশি বেশি, এতকিছু জানতে হবে কেন? তাহলে আপনাদের বিনয়ের সাথে মনে করিয়ে দিতে চাই বিশ্বের স্রষ্টা মহাজ্ঞানী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বাণী ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

"হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীর সঙ্গী হও।" (সূরা তাওবা ঃ ১১৯)

www.pathagar.org

কেননা সত্য চির সুন্দর, কল্যাণকর। তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে দুনিয়া আসক্ত কতিপয় স্বার্থান্বেষী ইসলামের ভাষায় মূর্খ ব্যক্তিরা মিথ্যার পিছু পিছু চলে দুনিয়া ও আখিরাত জয় করতে চায়; আসলে তা বৃথা চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মিথ্যাবাদীরা বিপদগামী। সত্যবাদীরাই হলো সঠিক পথের অনুসারী কাজেই তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলেন ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ -

"মুমিনরা, মুমিনদের ছাড়া (কাফিরদের) যেন বন্ধু নির্বাচন না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন কিছুর সম্পর্ক থাকবে না। তবে তাদের হতে তোমাদের কোন ভীতির কারণ থাকলে তা স্বতন্ত্র; আল্লাহ তাঁর নিজ সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করেন, আল্লাহর দিকেই সবাই প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা আল-ইমরান ঃ ২৮)

সত্যবাদী হওয়ার প্রতি ইসলামে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কেননা মিথ্যা মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) আরও বলেছেন ঃ

وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَمَايَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا -

"তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে গণ্য করা হয়।"[৩]

কাজেই মিথ্যা কথা বলে এমন ছেলে-মেয়েদের সাথে আপনার সন্তানদেরকে বন্ধুত্ব করতে দিলে তারাও মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে, মিথ্যা কথা বলায় অভ্যস্ত হবে যাবে। সুতরাং আপনাকে খেয়াল রাখতেই হবে, কোন কোন মা হয়ত এ আলোচনা পড়ে বলবেন বাসার অন্যসব কাজ কে করবে? হ্যাঁ আপনাকে লক্ষ্য করে বলছি, বাসায় যত কাজ সবতো তাদের কল্যাণের জন্যই, মজার মজার খাবার তৈরীসহ বাসার শত ব্যস্ততা আপনার কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে উজ্জ্বল ভবিষৎ কামনা করা নিয়েই এছাড়া তো আর অন্য কোন কিছু নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত নন, তাছাড়া সত্য কথা হলো সন্তান আপনার; তাকে মানুষ করার দায়িত্বও আপনার।

www.pathagar.org

০৪। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ শিক্ষাজীবনের এ স্তরে শিক্ষার্থীদের মনে এক ধরনের উন্মাদনা বা আনমনা ভাব হানা দেয়। তারা স্কুলের কঠোর শাসন থেকে মুক্ত হয়ে কলেজের বিশাল করিডোরে পা রেখেই পরিচিত হয় নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে। কলেজে প্রবেশের পথে চোখে পড়ে সুন্দর সুন্দর সুদৃশ্য ব্যানারে লেখা নবীনদের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম। শুরু হয় নবীনদেরকে বরণ করে নেয়ার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানানো। কিন্তু কোমলমতী শিক্ষার্থীরা কি জানে ছাত্র রাজনীতি কী? '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এগুলোতে ভাষা, দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক আপামর জনতা একসাথে রক্ত দিয়েছে সত্য; সেদিন সে আন্দোলন তো কোন ছাত্র রাজনীতির অংশ ছিল না। ছাত্ররা অন্যদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, বই-খাতা-কাগজ-কলমের বিপরীতে তাদের হাতে অস্ত্র ছিলনা, তাছাড়া তারাতো আজও জানতে শিখেনি ছাত্র রাজনীতি কী বা জীবনই বা কী? জীবন মানে কী শুধু ভাললাগা আর ভালবাসা, প্রেম আর হাসি আড্ডা? নাকি, জীবন মানে বর্তমান সময়ে আদর্শ শিক্ষা অর্জন করে আগামীদিনে আদর্শিক জীবন গঠন ও পথ রচনা করা কোনটি? অল্প শিক্ষা আর জীবন যুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কঠিন বাস্তবতা বা নিকট ভবিষ্যতের দূরদর্শিতা সম্পর্কে অজ্ঞ রঙিন চশমা পরিহিত জীবনে যখন আবছা আবছা অন্ধকার থেকে অনেক কালো হাত ঘোর অন্ধকারের দিকে আহ্বান জানায় ঠিক এ সময়ে আপনার শিক্ষার্থীরা কাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে? কলেজ করিডোরে চলাফেরা করবে? ছাত্র রাজনীতির সাথে একাত্ম হবে কিনা? যদি হয় তাহলে, কোন ছাত্র সংগঠনের ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশবে? সময় অতিবাহিত করবে? এ সমস্ত বিষয়ে চাই মা-বাবার সঠিক দিক নির্দেশনা এবং বাস্তব পদক্ষেপ। কেননা কলেজ জীবনের এ সময়টুকু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকের জীবনে। কিন্তু কেন–

- সচ্চরিত্র গঠনের জন্যে;
- সচ্চরিত্রকে সংরক্ষণের জন্যে;
- নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে আত্ম প্রকাশ ঘটানোর জন্যে;
- ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার পথকে সুগম করে মূল পেশায় যাওয়ার জন্যে;
- মা-বাবা, পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্যে;
- নিজেকে রাষ্ট্রের একজন সম্পদ হিসেবে পরিণত করার জন্যে;
- মা-বাবার জান্নাতের ফায়সালা করে দেয়ার জন্যে;

www.pathagar.org

বন্ধু-বান্ধব

■ কলেজ জীবনের এ সময়টুকু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে আদর্শ এবং মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে স্রষ্টার প্রিয়তম এবং রাসূল (সা.)-এর দলে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্যে।

কোন কোন মা-বাবা বলবেন দশ বছর শিক্ষা জীবন তথা ভাল রেজাল্ট অর্জনের মাধ্যমে আমাদের সন্তান কলেজে গিয়েছে এখন সেই বুঝবে কী করতে হবে? কিভাবে করতে হবে? কোন ধরনের বন্ধুদের সাথে মিশবে বা কী করবে ইত্যাদি। মুহতারাম, মুহতারেমা! এ লেখা পড়তে পড়তে এখানে এসে আপনাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে আপনি আগামীদিনে আপনার সন্তানকে কোন ভাবে, কোথায় দেখতে চান? আমার এ লেখা কাউকে কোন দিকে খাট করা বা প্রশংসা করা অথবা কোন দিকে প্রভাবান্বিত করা নয়। এ গ্রন্থ প্রায় পঁচিশটি পরিবারের খণ্ডিত প্রাপ্তি, প্রত্যাশা, হতাশা ও সম্ভাবনার বাস্তব প্রতিবেদন নিয়ে রচিত। এ বাস্তব প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব, এ বয়সটা খুব খারাপ, শয়তানের প্ররোচনাও থাকে বেশি। কলেজের আশে-পাশের পরিবেশটাও আদর্শিক নয়। অপ্রিয় হলেও সত্য, এদেশে সিনেমা হলগুলো বেশির ভাগই কলেজের পাশে প্রতিষ্ঠিত; আবার গড়ে উঠছে সাইবার ক্যাফে ও বিনোদনের জন্য বিনোদন পার্কও -এ প্রেক্ষাপটে যেমন বন্ধু পাবে ঠিক তেমনভাবেই সে নিজেকে আত্ম প্রকাশ করতে থাকবে। অথচ ভবিষ্যৎ জীবনে সে কোন দিকে যাবে? কী ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট ইত্যাদি আরও কত কী- এসব কিছু নির্ভর করছে এ কলেজ জীবনের ওপর। কাজেই এ বয়সে আপনাকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। তাকে খুব বেশি বেশি সময় দিতে হবে, নির্দিষ্ট বিষয়গুলো সে যতই ভুল করুক না কেন না রেগে; চুপ করে না থেকে; বার-বার বলতে হবে; নসীহত পেশ করতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে সন্তানদের কাছে আপনার ভিশন বা প্রত্যাশা কতটুকু? বন্ধু নির্বাচন করে দিতে হবে ঐ সমস্ত ছেলে মেয়েদের যারা স্রষ্টার ডাকে প্রতিদিন পাঁচবার করে মসজিদে গমন করে, অধ্যয়ন করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, সমস্যার সমাধান খুঁজে নেয় জীবন বিধান আল কুরআনুল কারীম থেকে, চরিতাদর্শ গঠন করার চেষ্টা করে সেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আদর্শে এবং তাদের মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করে। আপনার সন্তান যেদিন আপনার কথার সাথে মত পোষণ তথা আপনার পছন্দমতো মাথার চুল কাটাচ্ছে না, ড্রেস পরিধান করছে না এবং আপনাদের সাথে কথায় কথায় তর্ক বিতর্ক করছে (নাউযুবিল্লাহ)। সেদিন বুঝবেন সে অন্যদিকে পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই তড়িৎ গতিতে বিষয়টি আপনার মাথায় রেখে ওর সাথে রাগারাগি বা চূড়ান্ত সীমায় না যেয়ে আপনি তাদের গতিবিধি, বন্ধুত্ব,পড়ার কক্ষে সে কী করে ইত্যাদি খুব ভাল করে লক্ষ্য করবেন, হেকমত স্টাইলে তাকে চোখের পানি দিয়ে আগলে ধরে শয়তানের এ প্ররোচনা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন এবং আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে সাহায্য চাইবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের হেফাযতকারী।

www.pathagar.org

আবার কেউ কেউ হয়তোবা ভাবছেন, ভাল ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে পড়া লেখার বিকল্প নেই। প্রচুর অধ্যয়ন করতে হবে। একদম পড়ার টেবিল থেকে উঠা যাবে না। ৪/৫ জন স্যারের কাছে পড়তে হবে, কোচিং করতে হবে, তাদের পড়া তৈরী করতে হবে কাজেই নামাজ পড়ার সময় কোথায়? রাসূল (সা.) এর চরিতাদর্শ জানার আর মানার সময় কোথায়? আপনাদের জিজ্ঞাসা এবং সংশয় এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার জবাব এবং আলোকজ্জ্বল গবেষণালব্ধ নির্দেশনা হলো এই, আপনার শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল প্রসঙ্গে সকলে একসাথে হয়ে যা করবেন তা হলো, তাদের জীবনের চূড়ান্ত ভিশন সেটআপকরণ (লক্ষ্য নির্ধারণ), তারপর মিশন; তারপর কিভাবে হবে তার নির্দেশনা প্রদান। এখানে মিশন হলো শিক্ষার্থীর চর্চা ও চেষ্টা আপনাদের যোগান যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় পড়া-লেখা, শিক্ষক, নোট ও বিভিন্ন বইয়ের সমাহার ইত্যাদি।

Finally,
Through Vision
Continue Mission
Then
Depend on Allah (SWT).

মনে রাখবেন; যত চেষ্টাই করা হোক না কেন আল্লাহর রহমত ছাড়া ভাল ফলাফল অথবা ভিশনে পৌছা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। এবার আমার এ লেখার বিপরীতে দৃষ্টান্ত আসতে পারে পাশের বাসার বা বাড়ির X.Y.Z ভাল ফলাফল অর্জন করেছে কিন্তু কোথায় তারা তো নামাজ আদায় করে না? সিয়াম পালন করে না। হ্যাঁ এক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক-ই দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে। আসুন, দেখে নিই কী বলেছেন আল্লাহ পাক! কেন দিচ্ছেন তাদেরকে ভাল ফলাফল!

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ -

"তুমি ভেবে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল, ভোগ-বিলাস করতে দেই এবং পরে ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?" (সূরা শুআরাঃ ২০৫-২০৭)

আবার অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ -

www.pathagar.org

বন্ধু-বান্ধব

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়; এদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।" (সূরা নামল ঃ ৪-৫)

আমরা যারা দুনিয়াতে চাই সফলতা ও আখিরাতে চাই মুক্তি আমাদের এমন কথা না বলা বা যারা নামাজ আদায় করে না, হক পথে বা কুরআন নির্দেশিত পথে চলে না তাদের পদাঙ্ক অনুকরণ না করাই উচিত।

০৫। কলেজ জীবন পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিশাল এ ক্যাম্পাসে একাকী মনে হলেও এখানে কলেজ জীবনের বন্ধুদের নাও পাওয়া যেতে পারে। কাজেই বন্ধু প্রয়োজন নিঃসন্দেহেই, তবে অতীতের শিক্ষাজীবনে যদি মা ভাল বন্ধু নির্বাচন করে তাদের সংশ্রবে রেখে থাকেন তাহলে এক্ষেত্রে ভাল বন্ধু সে নিজেই খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও হলে আসার আগে অবশ্যই মায়ের এমন কিছু উপদেশ, এমন কিছু দাবী থাকা উচিত যা হবে তার চলার পথের পাথেয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছেলে-মেয়েরা মা-বাবা থেকে একটু দূরে থাকে বলে স্বাধীন মনোভাব পোষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে মা-বাবা উভয়েই সন্তানদেরকে মূল যে কথাগুলো বলবেন বা বলা উচিত তা হলো "ছেলে হলে বাবা আর মেয়ে হলে মা তোমরা তোমাদের মা-বাবার ইজ্জত সম্মান, পরিবারের, বংশের ঐতিহ্য বা অস্তিত্বে আঘাত আসার মত কোন কাজ এবং সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন কোন কাজ করবে না। এই তিনটি জিনিস প্রধানত তোমাদের কাছে আমানত রাখলাম। তোমরা জীবনে চলার পথে এগুলো সংরক্ষণ করবে– এটা মা-বাবা হিসেবে আমাদের দাবী। আবার ইসলামকে যদি প্রশ্নের উর্দ্ধে রাখতে হয়, তাহলে অবশ্যই ছেলে-মেয়েরা নামায আদায় করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করার মাধ্যমে আদর্শ চরিত্র গঠনের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে কেউ কেউ ধূমপান করে এ প্রসঙ্গে মা যদি বেশি-বেশি, বার-বার তাকে বুঝিয়ে বলেন, স্বাস্থ্যে তার ক্ষতিকর প্রভাব ও ইসলামে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এটি অপছন্দ করেন, ধূমপানের ক্ষতিকর দিক অনেক-এগুলো বলে যদি নিষেধ করে দেন তাহলে বন্ধুদের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সে ধূমপায়ীর কাছে গেলেও সিগারেট হাত দিয়ে ধরতে যেয়ে ইতস্তত করবে। সে সিগারেট ধরতে গেলেই মনে হবে মায়ের নিষেধ বাণী যেন কানে বাজছে, মুখমণ্ডল যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে, মনে হবে আমার মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে বাবা এ তুমি কী করছ? তোমাকে তো আমি অনেক আদর করি, আমার রক্ত দিয়ে তোমাকে আমি এত বড় করেছি, তুমি আমার কথা অমান্য করবে! বাবা বল! আমি কষ্ট পাব না। ছেলের মনে হবে, আমার মা আমাকে যা করতে নিষেধ করেছেন আর যা-যা করতে বলেছেন সে সমস্ত ক্ষেত্রগুলো সামনে আসলেই যেন আমার মায়ের কথা আমার হৃদয়ের মানসপটে

www.pathagar.org

জেগে ওঠে। চোখের নয়নমণিতে মায়ের মুখমণ্ডল স্পষ্ট ভেসে ওঠে, আমার মনে হয় আমার মা সব সময় আমার সাথেই উপস্থিত। এভাবে জীবনের বিভিন্ন স্তরে সম উপযোগী উপদেশ দিলে এবং সন্তানের বন্ধুরা যদি আদর্শিক হয় তাহলে আপনার সন্তানও আদর্শিক হবে তাছাড়া আমরা জানি, একজন বন্ধুর চিন্তা-চেতনা ও কর্মের প্রভাব অন্য বন্ধুর ওপর পড়ে। যা রাসূল (সা.) নিজেও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন আর এজন্যই তো এ সতর্কবাণী। একসাথে পাঁচজন বন্ধু থাকে। তিনজন নারী প্রেমে আসক্ত। কেউবা ধূমপানে অভ্যস্ত। চতুর্থ জনের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র। কিন্তু তাদের সাথেই থাকে, এক পাতিলের খাবার খায়, একই বিছানায় ঘুমায়। এটি কি কখনও হতে পারে? যদি কেউ দু'চোখ বন্ধ করে, কানে হাত দিয়ে বলতে চান, হতে পারে- তাহলে তাদের কাছে প্রশ্ন?

রাসূল (সা.) যে বলেছেন ঃ "মানুষ বন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং ভেবে দেখ, কাকে তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছ!"

এ হাদিসটি কি মিথ্যা! অবাস্তব! এ যুগে আনফিট! (নাউযুবিল্লাহ)। আবার কেউ যদি এমন বলতে চান দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে, যে না তার চরিত্র আসলেই ভাল তাহলে তাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে যে ঘোষণা করেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

"তোমরাই হবে উত্তম মানব সমষ্টি। মানুষের কল্যাণে তোমাদের নিয়োজিত করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান সুদৃঢ় রাখবে।" (সূরা আল ইমরান ঃ ১১০)

এমতবস্থায় এমন বন্ধুদের সাথে সেই চতুর্থজন তো আর চলতে পারার কথা না, খাইতে পারার কথা না। ধরে নিলাম, আপনার কথাই ঠিক-সে ভাল। কিন্তু কেমন ভাল? সে যদি উপরোক্ত তিনজন বন্ধুর এমন কু-চরিত্র ও চিন্তা-ভাবনার কথা জানার পরও বাধা না দেয়, তাদের সংশোধন করতে আপ্রাণ চেষ্টা না করে, তাহলে সে কিভাবে ভাল হতে পারে? এমন ক্ষেত্রে হাদিসের বাণী হলো ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلم) يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-

www.pathagar.org

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে (এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে)। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর।" [৪]

এবার প্রশ্ন! চতুর্থ জনকে ভালোর স্বীকৃতি দিয়ে আপনিও কি তারই মতো কুরআন ও হাদিসের বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন! (নাউযুবিল্লাহ)। দীর্ঘ অতিবাহিত জীবনে শেখ সাদী (রহ.)-এর একটি বিখ্যাত উক্তি আমরা পড়েছি, জেনেছি তাহলো ঃ "সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ।" এটিও কি তাহলে ভুল? না-না-না, কোনভাবেই তা হতে পারে না। বরং সেইতো ভাল হতে পারে বন্ধুদের এমন ঘটনা শুনা, জানা ও দু'চোখে দেখার পর সে বাধা দিয়েছে, ঘৃণা পোষণ করেছে ও তাদেরকে ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছে। ভাল বন্ধুদের খোঁজে নিচ্ছে এবং সেই চার বন্ধুর সাথে আর আন্তরিকতার সাথে চলাফেরা করছে না।

কাজেই মা'দের বলব বাসার পরিবেশ অনুকূল করে আপনার সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আপনার সন্তানের বন্ধুত্ব কাদের সাথে হতে পারে বা শরীয়তসম্মতভাবে হওয়া উচিত তাদের নির্বাচনে আপনিও হোন সচেষ্ট এবং তাদেরকেও জীবনে চলার বাঁকে বাঁকে উপদেশ দিন, ভাল বন্ধুর পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ জানিয়ে দিন এবং কখনও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কেউ ভুল পথে চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করুন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, তাকে আহবান করুন আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِا لْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِا لَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَاَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَاَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তমভাবে।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

এখানে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করার জন্য তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

এক ঃ হিকমত,
দুই ঃ সদুপদেশ ও
তিন ঃ সদ্ভাবে বিতর্ক করা।

১. মুয়াত্তা ইবনে মালেক
২. মুসলিম, (৮ম খণ্ড) নং-৬৪৫৩, পৃষ্ঠা : ১৪৭
৩. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৪১২
৪. মুসলিম

www.pathagar.org

পাঠ দশ

উত্তম, সৎ ও ভাল কাজে সদা সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উৎসাহ ও প্রেরণাদানে.... ।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا -

"আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ে যেও না যে মজবুত করে সুতা পাকাইবার পরে নিজেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯২)।

দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। আখিরাতে যদি মানুষ মুক্তি পেতে চায় তাহলে দুনিয়াতে আল কুরআনুল কারীম ও রাসূল (সা.) এর চরিত্র অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। তাছাড়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে যে কাজ নিজের বিবেকসম্মত মনে হয় এবং করতে দেখে মানুষ চোখের ভ্রুকুঞ্চিত করে না বা মুখ কালো করে না সেটি হলো উত্তম, সৎ ও ভাল কাজ; এমন কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে মানুষ মানুষের মতো প্রতিষ্ঠিত হবে এটি প্রত্যেক গর্ভধারিণী মায়ের একান্ত চাওয়া হওয়া উচিত। আর এ চাওয়া অনুযায়ী পাওয়া বা ভবিষ্যতে দেখা, শুনার জন্যই আজকে মায়েদেরকে পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। সন্তানদেরকে দিতে হবে সঠিক সময়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে সৎ ও ভাল কাজ করার একনিষ্ঠ চেতনা।

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয়ঃ

ছেলে-মেয়েদেরকে আল্লাহর প্রিয় ও বিশ্বের দরবারে যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন পরিবারে মা-বাবার যথাযথ সিদ্ধান্তের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং তা বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা। আজকাল অনেক মায়েদের খেদোক্তি – ২০ বছর ধরে তোর বাবার কথা শুনছি; এবার এ বুড়োর কথা আর না; এখন থেকে আমি বলব সে শুনবে (নাউযুবিল্লাহ)। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ-

"স্বামীগণ হচ্ছে তাদের স্ত্রীদের পরিচালক, সংরক্ষক এ কারণে যে আল্লাহ তায়ালা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের ওপর মর্যাদাবান করেছেন এবং এজন্যে যে পুরুষ তাদের ধন-মাল খরচ করে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)।

প্রকৃত অর্থে আদর্শ জ্ঞানের অভাবে আমাদের মায়েরা তাদের বাবার বাড়ির সম্পদের দাম্ভিকতায় আর শ্রেষ্ঠত্বের নিশ্চিত কুফরমুখী লড়াইয়ে মাঝখান দিয়ে সন্তান আদর্শ শিক্ষা ও আদর্শ জীবন কর্মে পায় না যথাযথ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা। পরিণামে তারা হয় হতাশাগ্রস্থ, লক্ষ্যভ্রষ্ট, মূর্খ, বেয়াদব ও উদ্ভট, মাদকাসক্ত, ধূমপানে আসক্ত, গড়ে তোলে অসৎ চরিত্রের সঙ্গ এক সময় দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ছিনতাইকারী ও ডাকাত দলের দলপতি। আর কন্যা হলে আরেক মূর্খ, অর্ধশিক্ষিত বা কু-চরিত্রের সম্পদশালী (হারাম উপার্জন) ছেলের সাথে হয় বিবাহ। কারণ আল্লাহর রহমত তো নাই। বলুন মা! এবার কে হচ্ছে অভিশপ্ত? কেন নিক্ষেপ করা হবে না জাহান্নামে? কিভাবে যাবেন জান্নাতে ফেরদাউসে?

www.pathagar.org

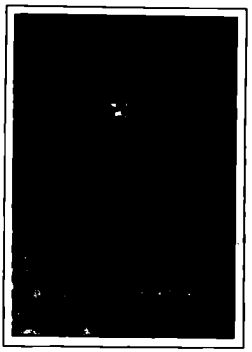

পাঠ দশ

মানুষ সীমিত সময়ের জন্য দুনিয়াতে আসে, চিরদিনের জন্য চলে যায়। আসা যাওয়ার মাঝখানের এ সময়টুকু কেউ ইচ্ছা করলে বাড়াতে বা কমাতে পারে না। তবে মানুষ রেখে যেতে পারে কর্মের মাধ্যমে অনেক স্মৃতি। যদি মানুষ সৎ হয় এবং সৎ কর্ম করে থাকে তাহলে তার মৃত্যুতে জগতের মানুষ কাঁদবে। চোখের পানি ফেলে দু'হাত তুলে মহান পরাক্রমশালী আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তায়ালার কাছে তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবে। আসলে দুনিয়াতে চিরস্থায়ী থাকার কোন সুযোগ নেই, চিরবিদায় একদিন না একদিন নিতেই হয় এবং হবেও। এ দুনিয়ার কৃত ভাল-মন্দ, উত্তম-অনুত্তম, সৎ-অসৎ কাজের প্রতিদান প্রত্যেককেই পরপারের জীবনে ভোগ করতে হবে। সেখানে কোন কাজ করার সুযোগ থাকে না। সেখানে শুধু হিসাব ও প্রতিদান। কাজ যা করার তা এ দুনিয়ায় করতে হয়।

দুনিয়ার এ কর্মক্ষেত্রে দিক নির্দেশনাকারী হিসেবে আছেন সকল ক্ষেত্রের স্ব-স্ব অবস্থানের জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ ও বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। পরিবারে আছেন মা-বাবা, সমাজে আছেন সমাজপতি, অফিসে আছেন প্রধান নির্বাহী, আদালতে আছেন প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রে আছেন রাষ্ট্রপতি। আর সকলের জন্য সহায়ক তথ্য সমৃদ্ধ গাইড বুক হলো দুনিয়া ও আখিরাতে দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সকল কিছুর সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতার বাণী আল কুরআনুল কারীম। সমগ্র দুনিয়াব্যাপী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর বাণী হাদিস গ্রন্থ এ দু'য়ের ভিত্তিতে বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে চিন্তা চেতনার আদর্শিক রূপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্ব-স্ব স্থানের প্রতিনিধিরা নিজেদের জীবন সাজাবে এবং অধীনস্তদের পরিচালনা পদ্ধতি তৈরি করবে। উপদেশ প্রদান করবে এবং হিকমত অবলম্বন করে তাদেরকে জিন শয়তান ও মানুষরূপী

www.pathagar.org

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। এভাবে দুনিয়াতে সৃষ্টি হবে সুন্দর কর্মক্ষেত্র। যদিও দুনিয়ার এ সুন্দর জিন্দেগীতে কয়েকটি রিপু বা সত্তা মানুষকে অসুন্দরের প্রতি ঠেলে দিতে চায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মারুফ বলেন ঃ মানুষের দুশমন তিনটি। এ তিনটি জিনিসের আকর্ষণ ও প্রভাবে মানুষ খারাপ কাজ; মন্দ কাজ বা অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলো হলো ঃ

এক ঃ দুনিয়া
দুই ঃ শয়তান ও
তিন ঃ কু-প্রবৃত্তি।

সংসার ও সাংসারিক জীবনকে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথে পরিচালনা করার মাধ্যমে দুনিয়ার দুশমন থেকে আত্মরক্ষা করা, শয়তান থেকে তার বিরোধিতা বা জিহাদ দ্বারা এবং নফ্স থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন দ্বারা-এ তিনটি দুশমন থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তারপরও রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلم) اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ -

"তোমরা স্বাদ আহলাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।" [১]

মৃত্যুর কথা মনে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ক্ষেত্রে খারাপ বা মন্দ কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صلم) قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ غِنًى مُطْغِيًا اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا اَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِالسَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ -

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বললেন ঃ "সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা সৎ কাজের দিকে অগ্রসর হও।

এক ঃ তোমরা কি অপেক্ষা করছ এমন দরিদ্রের যা অমনোযোগী (অক্ষম) করে দেয় অথবা
দুই ঃ এমন প্রাচুর্যের যা ধর্মদ্রোহী বানায় অথবা
তিন ঃ এরূপ রোগ ব্যাধির যা (দৈহিক সামর্থ্যকে) তছনছ করে দেয় অথবা
চার ঃ এমন বৃদ্ধাবস্থা যা জ্ঞান বুদ্ধিকে লোপ করে দেয় অথবা
পাঁচ ঃ এমন মৃত্যুর যা অলক্ষ্যেই উপস্থিত হয়,

www.pathagar.org

ছয় ঃ কিংবা দাজ্জালের, যা অপেক্ষমান নিকৃষ্ট অনুপস্থিত বস্তু অথবা
সাত ঃ কিয়ামতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও তিক্তকর।" [২]

প্রকৃত অর্থে, এ দুনিয়া একটি কাজের ক্ষেত্র। মানুষ হচ্ছে তার কর্মী। এ কাজের প্রতিদান দেবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -

"তোমরা যে কোন উত্তম কাজ কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ -

"তোমরা যে কোন উত্তম কাজ কর তা আল্লাহ জানেন।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৭)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ -

"কোন ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল ঃ ৭)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ -

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তা তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে।" (সূরা জাসিয়া ঃ ১৫)

এবার সৎ কাজ মানুষ কেন করবে? তার পুরস্কার বা প্রতিদান কী হবে? কে প্রদান করবে? সৎ কাজের পুরস্কারের পরিমাণ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ -

"কেউ কোন সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পরিমাণ প্রতিফল বা পুরস্কার পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু উহার প্রতিফল দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" (সূরা আনআম ঃ ১৬০)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা জান্নাতবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকারাঃ ৮২)

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

www.pathagar.org

উত্তম, সৎ ও ভাল কাজে প্রেরণা

"হ্যাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ হয় তাদের ফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখ-কষ্টও পাবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১১২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا -

"যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।" (সূরা নিসা ঃ ১২২)

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِىِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَبِهٖ -

"তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল খুশী অনুসারে কাজ হবে না। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফলও সে পাবে।" (সূরা নিসা ঃ ১২৩)

এরূপে আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা জাল্লাশানহু প্রায় ৮৭ টি জায়গায় সৎ কাজের আদেশ এবং তার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ আদেশের গুরুত্ব কতটুকু এবং দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে এর যে বিকল্প নেই তা এখানে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাজেই সৎ কাজ করা ও করানোতে অন্যদের উৎসাহ দেয়া, উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, মনের মধ্যে তামান্না সৃষ্টি, আন্তরিকভাবে আগ্রহ সৃষ্টি ও অংশ গ্রহণে মনকে জাগ্রত করা, আন্দোলিত করা, প্রলুব্ধ করা-এ সকল ক্ষেত্রে হাতে খড়ি দেয়ার মত মুখ্য মানুষ হলেন একজন আদর্শ মা। যিনি হলেন সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রদ্ধার আসনে আসীন মানুষ। পৃথিবীতে উনার চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ নেই, এমন কী কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না।

ভাল কাজ!

মন্দ কাজ!

সৎ কাজ!

অসৎ কাজ!

এদের সহাবস্থানেই পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ পর্বে মুসলিম জাতি তাদের জীবন পরিচালনা সম্বলিত গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম ও রাসূল (সা.) এর বাণী সিয়াহ সিত্তাহর হাদিস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে মন্দ কাজ বা দিক থেকে মুক্ত থেকে ভাল কাজ বা দিকের প্রতি অগ্রসর হবে এবং পরবর্তী বংশধরদেরকে ভাল কাজে উৎসাহ দেবে। ভাল কাজের ক্ষেত্র বা পরিবেশ গড়ে দেবে। আর দায়িত্ব পালন করবে অন্যায় বা মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

www.pathagar.org

উত্তম, সৎ ও ভাল কাজে প্রেরণা

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"যে কেউ সৎ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে উহা অপেক্ষা উত্তম ফল, যে মন্দ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় আর যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তারা যা করেছে উহার শাস্তি দেয়া হবে।" (সূরা কাসাস ঃ ৮৪)

প্রত্যেক সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয় হলো পরিবার এবং শিক্ষক হলেন মা-বাবা- এ বিষয়ে পৃথিবীতে কারোর কোন দ্বিমত নেই। কাজেই অন্যায় বা মন্দ কার্যক্রম থেকে শুধু নিজে বা নিজেরা মুক্ত থাকাই নয়, দূরে থাকাই নয়, পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যা, প্রতিবেশী, সমাজের সকল স্তরের লোকজন এবং স্টেপ বাই স্টেপ রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠী যেন তা থেকে দূরে থাকতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি হয়ে পড়ছে প্রথমত মা-বাবাদের। কারণ সমাজে যারা মন্দ কাজগুলো করে তারা কোন না কোন পরিবারের মা-বাবার সন্তান। কাজেই তাদেরকে যে কোন কাজের ভাল-মন্দ দিক বুঝিয়ে দিলে তারা সে কাজটি যদি মন্দ হয় তাহলে করতে উদ্ধত হবে না। এ দায়িত্ব পালনের মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে ছোটবেলা থেকেই, দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাথায়ই এমন ভাল কাজ ও ভাল দিকের বীজটি প্রোথিত করে দিতে হবে। এ বয়সে তাদের মেধা থাকে প্রখর ও তীক্ষ্ণ। সন্তানরা থাকে মা-মুখী। মা ছাড়া কিছুই বুঝে না। কাজেই যা শিক্ষা দেবেন তাই তখন তারা শিখবে যেহেতু জীবন ক্ষণস্থায়ী তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাল্যকাল থেকেই আদর্শ শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ -

"বস্তুত পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করতে হবে। জীবন আসমান হতে বর্ষিত পানির ন্যায়.....।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

স্রষ্টা যখন সৃষ্টির জীবনকে ক্ষণস্থায়ী বলে পানির সাথে তুলনা করেছেন তখন যারা এ জীবনে ভোগ-বিলাস কামনা করে অন্যায় বা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তাদের পরিণাম সম্পর্কে বিবেকবান মানুষ মাত্রই চিন্তা করা উচিত। এখানে তাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ -

www.pathagar.org

উত্তম, সৎ ও ভাল কাজে প্রেরণা

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরূপ যারা করে তাদের জন্য পরকালে আগুন ছাড়া কিছুই নেই..... ।" (সূরা হুদ ঃ ১৫-১৬)

শুধু সম্পদ অর্জন আর ভোগ বিলাসে মত্ত না হয়ে সন্তানদেরকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার পছন্দ অনুযায়ী গঠন ও রাসূল (সা.) এর চরিত্র মাধুর্যের অনুসারী করে রেখে যাওয়ার লক্ষ্যে ভাল, উত্তম ও সৎ কাজে উৎসাহিত করার এবং এগুলোর শিক্ষা দেয়ার বিকল্প থাকতে পারে না। সন্তানের ভাল কাজ বা ইচ্ছা পোষণ ও মতামতকে ভাল বলে উৎসাহ দেয়া আর মন্দ কাজ কথা বা ইচ্ছাকে মন্দ বলে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। মন্দকে ক্ষণিকের জন্য হলেও সমর্থন করা যাবে না। এভাবে ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলার এবং ঘৃণা পোষণ করার মতো সৎ সাহস লালন করার মাধ্যমেই তাদেরকে বড় করে তুলতে হবে। জানি কাজটি অত্যন্ত দূরুহ। কিন্তু তারপরও বলব এক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা বেশি। সন্তানরা মায়ের সাথে যতটা খোলামেলা কথা বলে ততটা বাবার সাথে বলতে চায় না, ভয় পায়। তাছাড়া বাবার কর্ম ব্যস্ততার কারণে একটা দূরত্বও থাকে। এ প্রেক্ষাপটে মা'দের এ দায়িত্ব পালন যথাযথভাবে সম্ভব কিনা তা নির্ভর করে মায়েদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর। ধৈর্য-সহ্য ও বুদ্ধিমত্তার ওপর। যা বই পড়া, কুরআন অর্থসহ তেলাওয়াত করা, হাদিস পড়া ও শুনা এবং সবসময় হক হালালের ওপর, সত্যবাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। আল কুরআনুল কারীম আপনার যে অধিকার দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য বা বর্ণনাতীত। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য আজকে মায়েদের মর্যাদা যেন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। গর্ভের সন্তান ঠিকভাবে কথা শুনে না, মানে না ইত্যাদি। একটু ভেবে দেখুন! মা-আপনি কি আপনার সঠিক দায়িত্ব যথাসময়ে পালন করছেন? আপনি কি নিজে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করছেন এবং তাদেরকে কি সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা শিক্ষা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন! সন্দেহ হয়। শুধুমাত্র সন্তান প্রসব করলেই আপনি মা আর সব হয়ে যাবে ব্যাপারটি ঠিক এমন নয়। ভাবছেন, ভাল প্রতিষ্ঠানে পড়াচ্ছেন। বাসায় শিক্ষকও আছে আর কী? আমার দায়িত্ব শেষ। না মা, বরং এখানেই আপনার দায়িত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে, সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কী দেখছে? শুনছে! তার মনে কৌতূহল জাগানো হাজারো অজানা প্রশ্ন প্রতিনিয়ত তার চিন্তা চেতনাকে বিভিন্নমুখী করে দিচ্ছে। সুতরাং আমি বলব, সন্তানের বয়স যতই বেড়ে চলছে আপনার দায়িত্বও যেন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যাঁ

www.pathagar.org

উত্তম, সৎ ও ভাল কাজে প্রেরণা

আপনি গর্ভধারিণী মা-এটি একটি বড় বিষয় ঠিক আছে বা মায়ের মর্যাদায় আসীন হওয়ার একটি পূর্বশর্ত কোন সন্দেহ নাই কিন্তু পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত আপনার দায়িত্ব পালন ঠিকভাবে না হওয়ার কারণে কাল হাশরের মাঠে সন্তান আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে টেনে হিচড়ে আপনাকে জাহান্নামে তার সাথে নিয়ে যাবে এটি কি আপনি জানেন?

সমাজের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি এ মন্দ কাজ বা পেশা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে সুদ, সুদের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, ঘুষ, দুর্নীতি, ছিনতাই, বোমাবাজি, অপরের হক হরণনীতি, মিথ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন পেশা বা নীতি, মদ বা জুয়া এবং কুরআন হাদিসে নিষিদ্ধ কোন ব্যবসা এগুলো থেকে নিজেদের সন্তানদেরকে মুক্ত থাকা প্রসঙ্গে উৎসাহিত করা উচিত মা'দের বেশি।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ

مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"পাপ, সীমালংঘন ও অবৈধ (সুদ, ঘুষ) ভক্ষণে যারা তৎপর তারা নিশ্চয় নিকৃষ্ট।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬২)

মা-বাবা সন্তানদেরকে সাহায্য সহযোগিতার নেক প্রেরণা দান করবে। সন্তানদেরকে শৈশব ও বাল্যকাল হতেই সাহায্য সহযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা মা-বাবার অত্যন্ত জরুরি দায়িত্ব। অকল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা ও হীন স্বার্থের উর্ধ্বে তাদেরকে রাখতে চেষ্টা করা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা, পারস্পরিক বৈষম্যানুভূতি মুক্ত হয়ে সবার ভেতরে প্রেম ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করা, দেশ ও দশের মানুষকে ভালবাসা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব উপায়ে ত্যাগ সহিষ্ণুতার প্রেরণা ও শিক্ষা দান করা সর্বোপরি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভাল, সৎ ও উত্তম কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী বিরত রাখার চেষ্টা করা আদর্শ মায়ের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ পাক আল কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا - وَاَحْسِنْ

كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

"আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দান করেছেন তা থেকে পরকালের বাসস্থান তৈরী করো। দুনিয়ায় তোমার ভাগটি গ্রহণ করতে ভুল করবে না। পরোপকার কর। আল্লাহ যেমন

www.pathagar.org

তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। পৃথিবীতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা কাসাস ঃ ৭৭)

মায়ের চেয়ে আপনজন এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এমনকি মায়ের মা নানী বা মায়ের বোন খালাও হতে পারে না। কাজেই এ দায়িত্ব মা'দেরকেই পালন করতে হবে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতিকে সুন্দর, সার্থক ও সকলের গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে যোগ্য করে গঠন করার অভিপ্রায়ে ভাল, সৎ, উত্তম কাজ করার বিকল্প নেই। বস্তুত উত্তম ও সৎ কাজের মধ্যে মশগুল থেকে জীবন পরিচালনা করাই আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনের পূর্বশর্ত। সন্তানদেরকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুসারে প্রলুব্ধ করে দ্বীনী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন ঃ বাবার অসুস্থতায় সন্তানকে নামাজমুখী করার লক্ষ্যে, আদর্শবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মানসে নামাজ রীতিমত বা সময়মত আদায় করার প্রতি তাকিদ দেয়া এবং এমন বলা যে তুমি নামাজ পড়ে দোয়া করলে আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাব। তুমি ভালভাবে পড়ালেখা করলে আমি খুশি হব বা তুমি কুরআনে হাফিজ হলে তোমাকে নিয়ে আল্লাহ তায়ালা তৌফিক এনায়েত করলে উমরা হজ্ব করতে যাব বা বিশেষ কিছু উপহার দেব ইত্যাদি বলে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী করে তোলা, মা-বাবা ভাই-বোন বা অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের অসুস্থতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, যানবাহনে উঠে কখনো ভাড়া নিয়ে দুর্ব্যবহার না করা, রিক্সায় সবসময় ভাড়া ঠিক করে উঠা এবং গন্তব্যস্থলে নামার সময় সম্ভব হলে ১/২ টাকা বেশি দিয়ে রিক্সাওয়ালার প্রতি এহসান করা, ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে সম্ভব হলে ভিক্ষা দেয়া অথবা ভিক্ষুক সুস্থ, সবল বা এটি একটি ব্যবসা ইত্যাদি বলে উপহাস না করা, বিভিন্ন এলাকার মসজিদে নামাজ আদায় করে সম্ভব হলে দান বাক্সে কিছু টাকা দেয়ার প্রতি সচেষ্ট থাকা, পরীক্ষা সামনে তাই বেশি বেশি নামাজ আদায় করা, ঘনিষ্ঠ জনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে আওলাদগণ সৎ ও আদর্শিক কাজ করার চেষ্টা করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে সাহায্য কামনা করে জীবন চলার পথকে সুগম করে এবং সন্তানদেরকে উত্তম, সৎ ও ভাল কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত ও ধাবিত করার ক্ষেত্রে সমস্ত মায়েদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য।

---

১. তিরমিযী
২. তিরমিযী

www.pathagar.org

পাঠ এগার

হালাল উপার্জন দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি প্রাপ্তির নিশ্চিত উপকরণ।

হালালকে হালাল ও বৈধ
এবং
হারামকে হারাম ও অবৈধ
এ শিক্ষা
সন্তানের অন্তরে প্রোথিত করে
দেয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য
মা-মা-মায়ের।
বাবার।
একমাত্র মা-বাবারই জানা উচিত সন্তান কী কাজ করে বা কী পেশায় জড়িত?
কত টাকা আয় করে? কিসে কিসে ব্যয় করে ইত্যাদি.....ইত্যাদি।
আর যদি কোন মা বলেন, আমি জানি না-
তাহলে
এখানেই প্রশ্ন?
আপনাকে লক্ষ্য করে; আপনি কি আদর্শিক মা?
প্রস্তুত হোন!!
জবাব আপনাকে দিতেই হবে.....
হয়তোবা দুনিয়ার আদালতে না হলেও
আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায়-সেদিনের অপেক্ষায় .....।

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয় ঃ

টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা যায়, টাকা হলে বাঘের চোখও পাওয়া যায় (প্রচলিত কথা)। কিন্তু কেউ কী কখনো শুনেছে টাকা দিয়ে ভদ্রতা, নম্রতা, মেধা ও আদর্শ কেনা যায়, সুখ শান্তি কেনা যায়, না কখনো না।

বরং ঈমানের দৃঢ়তায় ধৈর্য সহ্যের সাথে জীবন চলার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে হয়। সন্তানদেরকে আদর্শ শিক্ষা অর্জনে জ্ঞান উৎসুক করে, প্রয়োজনে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কিছু ত্যাগ করে হলেও হক, হালাল কর্ম ও পেশার অর্থ দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বছরে ইনকাম ১২,০০,০০০-১৫,০০,০০ টাকা বা আরো বেশি কিন্তু এর ওপর ইনকাম ট্যাক্স (?) সমগ্র জনগোষ্ঠির হক; যাকাত (?) দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের হক-যা অপরিশোধে অন্যের হকের এ ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে এমন লোভী মানুষের অর্থ কখনোই আল্লাহর পথে, মানবতার কল্যাণের পথে পজিটিভ ভূমিকা রাখতে পারে না। আর এ হারাম সম্পদের প্রভাবে শয়তানের হাতছানিতে আপাতত শান্তি দেখলেও এখানে আছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক পীড়া অধিকন্তু মৃত্যুর পর রয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা ও অসহনীয় শাস্তি। কারণ হারাম অর্থ কখনো শান্তি টেনে আনতে পারে না। 'হে আল্লাহ'-এ লেখা তাদের হেদায়েতের জন্য কবুল কর। যারা অনাদর্শের এক কুফরীজালে আচ্ছন্ন হয়ে আদর্শের আলোকে ঢেকে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে অথচ আদর্শই চিরন্তন – "হায়রে মানুষ রঙ্গিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস।"

www.pathagar.org

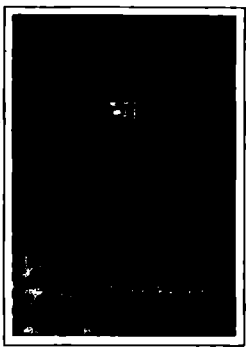

পাঠ এগার

হে মানুষ!
শান্তি চাও..... ।
দুনিয়াতে?
মুক্তি চাও..... ।
আখিরাতে?
তোমাদের এ চাওয়া কি অন্তকরণে, আন্তরিকতার সাথে, তোমরা কী মনে করেছ?
শান্তি আছে..... ।
ঐ উঁচু দালানে,
বড় বড় অট্টালিকায়,
গুলশান, বনানী আর বারিধারায়;
তোমরা কি মনে করেছ এ জীবনই চিরস্থায়ী? তাহলে জেনে নাও, মহান রাব্বুল আলামীন স্রষ্টার সেই উক্তি –

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

"বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ যেমন আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করি, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা হতে মানুষ ও জীব-জন্তু

www.pathagar.org

আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারিগণ মনে করে এটি তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি ইহা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

বল মা, তোমাদের সন্তানেরা কত বড় আহম্মক!
অবিবেচক!
স্বার্থপর!
লোভী !

তারা মুখে ইসলামের কথা বলে, তারা বলে আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্ম ইসলাম। আল কুরআনুল কারীম আমাদের জীবন বিধান। অথচ সেই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআন পড়ে না, পড়ছে বড়-বড়, উঁচু-উঁচু, গাদা-গাদা বই। অর্জন করছে অগণিত সার্টিফিকেট; হচ্ছে ড. প্রফেসর, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ আবার বুদ্ধিজীবী ও ভোগ বিলাসী।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য!!!

তথা দুনিয়া, দুনিয়ার সম্পদ, ভোগ বিলাসকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই ১৪০০ বছর পূর্বে আল কুরআনুল কারীমের সূরা হুদ-এর ১৫ ও ১৬ তম আয়াতে বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ -

"শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসকে কামনা করা যাবে না। এরূপ যারা করে তাদের জন্যে পরকালে আগুন ছাড়া কিছুই নেই।" (সংক্ষেপিত)

সেই পরকালের আগুন থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই তাহলে এ কথা মনে প্রাণে মেনে নিতে হবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ -

"বল! আমার প্রতিপালক তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্ক দাতা।" (সূরা সাবা ঃ ৩৯)

www.pathagar.org

এ বিশ্বাসকে অন্তরে বদ্ধমূল করে সৎ কাজ এবং পেশায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। বৈধ কাজ না পেলে হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

"তোমরা পৃথিবীর দিক দিগন্তে বিচরণ কর এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিয্ক অন্বেষণ কর।" (সূরা আল মূলক ঃ ১৫)

মানব জীবনে জীবিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-তদবীর করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা হলেন রিয্ক দাতা। তবে রিয্ক অন্বেষণ করার দায়িত্ব তিনি মানুষের ওপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

"নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিয্ক) সন্ধান করবে।" (সূরা জুমুআ ঃ ১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ -

"তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর আর তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আনকাবূত ঃ ১৭)

মা-বাবা সন্তানের সৎ ও যোগ্য পেশার জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও দোয়া কামনা করে সন্তানদেরকে নসীহত করে, বারবার বুঝিয়ে ভাল ও ইসলাম সমর্থিত পেশাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেবে। এটি মা-বাবার দায়িত্ব আর সন্তানের হক।

আজকাল অনেক মায়েদের মুখে প্রচলিত একটি কথা হলো সন্তানের জীবনে সামগ্রিক সফলতার (পড়া-লেখা, ভাল ফলাফল, ভাল চাকরি, আদর্শ মানুষ) জন্য কত যে দোয়া করি কিন্তু দোয়া তো কবুল হয় না। আমার কথাতো আল্লাহ শুনে না-এ কথা গুলো খুব ভাবতে শুরু করলাম এবং দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে অধ্যয়ন করতে থাকলাম এক সময় এসে আমি এর জবাব পেয়ে গেলাম। সেটি হলো, দোয়া কবুল হওয়ার প্রধান ও প্রথম শর্ত-হক ও হালাল খাবার খাওয়া, শরীরের রক্তকে পরিশুদ্ধ রাখা, পরিধেয় বস্ত্রকে হালাল টাকা দিয়ে কেনা, শরীরের রক্ত মাংসকে হারাম টাকা থেকে মুক্ত রাখা। ইসলামে হালাল উপার্জনের

www.pathagar.org

গুরুত্ব অনেক। কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কে বিশেষ তাকীদ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

"হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ -

"হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয।" [১]

আল্লাহ তায়ালা হালাল খাবার খাওয়ার ব্যাপারে নবী রাসূলগণকে যেরূপ হুকুম করেছেন মুমিনদেরকেও অনুরূপ হুকুম করেছেন। কুরআনুল কারীমায় নবী রাসূলগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ -

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।" (সূরা মুমিনূন ঃ ৫১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ -

"হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিয্ক দান করেছি তা থেকে আহার কর।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭২)

তারপর রাসূল (সা.) জনৈক ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন ঃ "এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে উস্কু খুস্কো অবস্থায় উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস-পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিত-পালিত। এমতবস্থায় ঐ ব্যক্তির দোয়া কেমন করে কবুল হবে?" [২]

অন্য হাদিসে আছে, "যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত-পালিত তা কখনো জান্নাতে যাবে না এবং জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত ঠিকানা।" [৩]

www.pathagar.org

এখানে হারাম বলতে বুঝানো হয়েছে, চাকরির ক্ষেত্রে সরকার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক দেয় বেতনের বাইরে জনগণের কাছ থেকে তাদের সেবার নামে কোন অর্থ গ্রহণ করা, ব্যবসার ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে পণ্যের প্রতি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, মান-সম্মত পণ্যের স্থলে একই দামে কম দামী, নিম্ন মানসম্মত পণ্য বিক্রি করা, ওজনে কম দেয়ার মত প্রতারণা করে টাকা উপার্জন করা, শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ক্লাশে না পড়িয়ে প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং-এ পড়ানো, সংক্ষিপ্ত সাজেশান দেয়ার নামে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়া, হ্যান্ডনোট বা নিজের লেখা বই কেনায় ছাত্রদেরকে বাধ্য করে হারামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মারাত্মক পাপ কাজ। সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের। রাসূল (সা.) শিক্ষকদেরকে রূহানী পিতা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সম্মানীত করেছেন। সেখানে আজকাল কতিপয় শিক্ষকদেরকে দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া, শিক্ষার্থীদের বেতন, রেজিস্ট্রেশন ও ফর্মফিলাপের টাকা আত্মসাৎ করা, পরীক্ষায় নকলে সহযোগিতা করা, আজে-বাজে অসৎ চরিত্রের ইঙ্গিত বহনকারী সুড়সুড়িমূলক বই লিখে টাকা উপার্জন করা, দুঃশ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার সহায়ক নাটক-উপন্যাস তৈরী ও লেখার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন হারামের সাথে সম্পৃক্ত। শিক্ষকদের সব কিছুই হবে শিক্ষণীয়। মাথার চুল আঁচড়ানো থেকে শুরু করে পায়ের জুতা ও হাঁটা-চলা ইত্যাদি সব কিছুই হলো শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষণীয়– এ জন্যেই তিনি শিক্ষক। আজকে তারাও যখন কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে যাচ্ছে তখন দেশ ও জাতির আগামী ভবিষ্যৎ দারুণ এক সংকটের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? শিখানোর অঙ্গন ছেড়ে শিক্ষকগণকে যখন দেখা যায়, তাদের যথার্থ স্থান থেকে অনেক দূরে তখন আসলে মনে মনে প্রশ্ন জাগে আমিও একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চাই। আমার উপার্জিত অর্থ কি হালাল হবে? যাক অন্যান্য পেশাজীবীদের অনৈতিকতার দিকগুলো আর আলোচনায় আনলাম না। আল্লাহ মাফ করুক, কোন পেশাই আসলে খারাপ নয় কিন্তু খারাপ হচ্ছে অনৈতিকতা, অবৈধতা ও হারামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাসে ১,০০,০০০/= থেকে ১,৫০,০০০/= টাকা উপার্জন করার নেশায় প্রমত্ত হওয়া ও ইসলাম বিরোধীভাবে সদর্পে ভোগ ও অহংকার করা ইত্যাদি। যা আমাদের মায়েদের খেয়াল করে তাদের সঠিক পথে আয় করার জন্যে উৎসাহিত ও আদর্শিকার ভিত্তিতে নসীহত এবং প্রয়োজনে বাধ্য করে তোলা উচিত। তা না হলে, মনের অজান্তেই হয়তোবা আপনার কাফনের কাপড়টাও কিনা হয়ে যাবে হারাম টাকায়, তখন কী হবে? ফিরিশতারা কেমন আচরণ করবেন আপনার সাথে আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য একটা বিষয়

www.pathagar.org

প্রায়শই দেখা যায়, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ ও প্রতারকরা মা-বাবার হজ্বে যাওয়ার সময় তাদের উপার্জিত টাকা দিতে চায় না। আবার মা-বাবাও তাদের পৈত্রিক জমি বিক্রি করে হজ্বে যেতে চায়। ধারণা আসলে এমন কিনা জানিনা, যা করেছে আমার বাবা করেছে আমিতো আর করিনি; কাজেই আমার জন্য তা জায়েয। সুতরাং হজ্ব করলে কবুল হবে ইত্যাদি।

আজকে প্রত্যেকটি পরিবারে আমাদের মুহাতারেমা মায়েরা যদি সচেতন হোন তাহলে কোনভাবেই তাদের সন্তানেরা অবৈধ আয় তথা ঘুষ ও দুর্নীতি বা সুদী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি সম্পদ ভোগে মগ্ন হবে না। গাড়ি, বাড়ি, সৎ পথে উপার্জিত টাকাতেই সম্ভব, প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের। (আর গাড়ি, বাড়ি হতে হবে এমনতো কোন কথা নেই। না হলেই বা কী? মূলত সৎ পথে থাকা আল্লাহ্‌র পছন্দ মত পথে জীবন ধারণ করাই হলো মূল কথা।) যারা কম পরিশ্রম করে ভোগবাদী হতে চায়, তারাই আসলে হারামের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে তোলে। তবে একটি কথা ধ্রুব সত্য, হারাম অর্থে প্রাপ্ত যে কোন সম্পদে কল্যাণ থাকতে পারে না। মনে করুন, ঘুষ বা সুদের টাকা দিয়ে একটি গাড়ি কিনলেন, রাস্তায় গাড়িটি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে পরিবারের সবাই নিহত হয়ে গেলেন কেউ জানেও না, মৃত শরীরও খুঁজে পাওয়া না যেতে পারে বা আপনার পরিবারের কেউ আপনার জন্যে দোয়া করবে এমন নাও থাকতে পারে (আল্লাহ মাফ করুক) ! বিষয়টি একটু চিন্তা করে দেখবেন কি? আবার সুদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি করলেন, এ বাড়িতো কাত হয়ে পড়ে যেতে পারে, ধসে পড়তে পারে (আমি বলছি না বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে যে ভবনগুলো ধসে পড়েছে তা হারাম টাকার, আমি উদাহরণ দিচ্ছি মাত্র- যা চিন্তাশীল ও সৎ মানুষের জন্য) অথবা আল্লাহ মাফ করুক, মনে করুন যদি ইন্দোনেশিয়ার মত সুনামি, আর পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মত ভূমিকম্প হয় তাহলে কি করুণ অবস্থাটাইনা হতে পারে একবার ভেবে দেখার জন্য উপস্থাপন করলাম।

এ উদাহরণগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত, হৃদয় বিদারক কিন্তু এখানে উপস্থাপন করলাম এ জন্যে যে, এগুলো আমাদের চিন্তাশীল জ্ঞানী লোকদের মাথায় রাখতে হবে। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আল্লাহ কুরআনেও উপস্থাপন করেছেন। যা যুগে যুগে মানুষের চিন্তার খোরাক যোগাবে। মানুষকে সুচিন্তায় উদ্রেক করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেই দিয়েছেন ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

www.pathagar.org

"যে কেউ সৎ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে উহা অপেক্ষা উত্তম ফল। আর যে মন্দ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় এবং মন্দ কাজ করে, তাদেরকে তারা যা করছে উহারই শাস্তি দেয়া হবে।" (সূরা কাসাস ঃ ৮৪)

আমাদের দেশে অনেকে আছেন যারা গৃহ ঋণ না নিয়েও বাড়ি নির্মাণ করতে পারেন কিন্তু করেন না। কারণ ট্যাক্স দিতে হবে বেশি। কিন্তু একবারও চিন্তা করেছেন আপনি যে ট্যাক্স দেবেন তা দিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। যার সুফল ভোগ করবে দেশের সকল মানুষ, আর না দিলে বিশাল এ জনগোষ্ঠীর হককে আপনি আত্মসাৎ করছেন অর্থাৎ সাড়ে চৌদ্দ কোটি জনগণের হক হরণের দায়ে আপনি দায়বদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। কাজেই একটু ভেবে দেখুন! মানুষের হক থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। যতক্ষণ না ঐ মানুষগুলো আপনাকে মাফ করে দেবেন। আর মাফ চাওয়ার জন্য ঐ মানুষগুলোকে আপনি পাবেন কোথায়? সুতরাং যেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বিচারক হবেন, সেদিন বান্দার বা মানুষের হক পরিশোধ করতে যেয়ে সম্পদ তথা টাকা পয়সা না থাকার কারণে সওয়াব দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া এক পা-ও এগিয়ে যেতে পারবেন না। একটু ভেবে দেখুন, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিজীবীরা সেদিন কী বুদ্ধি খাটাবেন আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে?

আবার ভাবছেন, অনেকে তো এমন কিছু পেশায় জড়িত যা শরীয়তসম্মত নয়, সুদী ব্যাংকে টাকা জমা বা ঋণ গ্রহণ করে, ঘুষ গ্রহণ করে, কিন্তু তবুও সে অনেক ভাল আছে। সম্মানও পাচ্ছে। অনেক প্রতিপত্তি ক্ষমতাও আছে। যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, দুনিয়ার চেয়ার দখল হতে শুরু করে অনেক কিছুতে আগে স্থান পায়, তাদের সন্তান-সন্ততিও দুনিয়ার জিন্দেগীতে ভাল ফলাফল বা সাফল্য অর্জন করছে কোন কোন ক্ষেত্রে। তাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

"ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিকে পরীক্ষা স্বরূপ মনে করতে হবে।" (আনফাল ঃ ২৮)

আজ যার হাতে সম্পদ আছে, যে সম্পদের জন্যে সে এতকিছু ভোগ করছে কাল হয়তোবা সে সম্পদ তার হাতে নাও থাকতে পারে। একটি প্রচলিত প্রবাদই আছে, 'সকাল বেলার ফকিররে তুই আমীর সন্ধ্যাবেলা, নদীর এ পাড় ভাঙ্গে ঐ পাড় গড়ে এইতো নদীর খেলা।' কাজেই অসৎ পথে (সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতি) অর্জিত

www.pathagar.org

হালাল উপার্জন

সম্পদশালীদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমের সূরা আল কাহাফ-এর ৪৫-৪৬ নং আয়াতে বলেন ঃ

"পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদকে চিরস্থায়ী মনে করা যাবে না। বরং চিরস্থায়ী সৎকর্ম।" (সংক্ষেপিত)

অসৎভাবে উপার্জিত সম্পদ দেখে সৎ ও হালাল উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা যেন বিস্মিত না হয়, তারা যেন আল্লাহকে তাড়িত না করে এই বলে যে, আমরা এত কষ্ট পাই অথচ আল্লাহর আইন মানি আর যারা মানে না অথচ তাদের সম্পদের অভাব নেই। সেই সকল সৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ -

"মুনাফিকদের সম্পদ দেখে বিস্মিত হওয়া যাবে না।" (সূরা তাওবা ঃ ৫৫)

সৎ পথে অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তিদের যদি পেরেশানী হয়ও তা হবে পরীক্ষামূলক। খুব বেশি ঘাবড়িয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا -

"জান্নাতে যেতে হলে মুমিনদেরকে ঈমানের পরীক্ষায় (অর্থাৎ নির্যাতন, ত্যাগ তিতিক্ষা, দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা) উত্তীর্ণ হতে হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

দুনিয়ার সম্পদের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরাঘুরি করে, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাওয়া মানে আখিরাতকে দূরে ঠেলে দেয়া। তাছাড়া যারা দুনিয়ার সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে যায়, তাদের দ্বারা যেকোন কাজ করা সম্ভব। তাদের একটাই কথা, টাকা, টাকা, টাকা। আরো চাই যত পাই। টাকা ছাড়া আর কিছু নাই। টাকাই আমার স্রষ্টা, টাকাই আমার সব। এক্ষেত্রে তারা অপরের সম্পদ গ্রাস করতেও দ্বিধাবোধ করে না। যদিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

"অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা যাবে না।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৬১)

www.pathagar.org

কিন্তু কপালপোড়া আহম্মকরা কি শুনে কুরআনের কথা। ঐ যে বলে চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী, কামারের দোকানে কুরআন পড়লে লাভটাই বা হবে কী? এবার সহ টানা পাঁচ-পাঁচবার দুর্নীতিতে প্রথম বাংলাদেশ, লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে, যাদের হাতে দেশ গড়ার দায়িত্ব তারাই নাকি দুর্নীতিবাজ! দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজেদের হীনস্বার্থকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে দিন-রাত। আগামী আগন্তুক সন্তানদের কাছে কী জবাব দেবেন এ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। যারা এ দেশের অতীত ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে চেয়ারে বসেছেন তারাই হয়তোবা দুর্নীতি করছেন। যারা অশিক্ষিত, রিক্সা চালায়, দু'মুঠো অন্নের জন্য সারাক্ষণ পরিশ্রম করে তারাতো আর দুর্নীতি করতে পারছে না। কাজেই আসুন না, দেশকে ভালবাসি, ভালবাসি দেশের সম্পদকে, মানুষকে; জানেন তো জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করছে! সুতরাং আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে দুর্নীতিমুক্ত সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলাকে গড়ে তুলি এক সাথে আর একটি আদর্শিক ও আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে উপহার দেই আগামী দিনের জাতিকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ। নিশ্চিত করে তুলি সেই সকল আদর্শিক মা-বাবার জন্যে জান্নাত, যারা সন্তানদেরকে দুর্নীতি মুক্ত থেকে সৎ হালাল ও বৈধ আয়ের প্রতি আহ্বান জানায় এবং মানতে বাধ্য করে তুলে বারবার নসীহত করে। আর বলে আমাদেরকে হারাম খাবার খাওয়াবে না। তোমরা যা পার, যতটুকু পার ততটুকুই খাব-তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

---

১. বায়হাকী
২. মুসলিম
৩. বায়হাকী

www.pathagar.org

পাঠ বার

কন্যা সন্তানকে
সৎ পাত্রস্থকরণ
প্রত্যেক মা-বাবার
অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ سُنَّهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ آلَ اَتَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى
الْاَرْضِ وَفَادٌ كَبِيْرٌ -[69]

"অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, যদি তোমাদের নিকট এমন কোন প্রস্তাব আসে, যার ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে তোমরা তার সাথেই তোমাদের কন্যাদের বিয়ে দেবে। যদি তোমরা এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হও, তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়।" (আল হাদিস)

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয় ঃ

যে সমস্ত অভিভাবকদের দৃষ্টিতে পাত্রের আদর্শ শিক্ষা (আল্লাহ্র প্রথম আদেশ), দ্বীনের পাঁচটি স্তম্ভ বা খুঁটি তথা কালিমা এবং কালিমার দাবী অনুসারে নামাজ রীতিমত আদায় করা, মাহে রামাদানে সিয়াম পালন করা, হালাল উপার্জিত অর্থের সঞ্চয় থেকে যথাযথ ট্যাক্স ও ভ্যাট, যাকাত, হজ্ব না করলেও হজ্ব করার সহীহ নিয়ত থাকা ইত্যাদি (প্রধান) বিচার্য বিষয় না হয়ে পাত্রের সম্পদ আছে, টাকা আছে, টাকা ছাড়া আজকাল কোন কিছু হয় না, এখানে বিয়ে দিলে আমার মেয়ে খুব সুখে থাকতে পারবে (অর্থাৎ টাকা-পয়সা, সম্পদ বিচার্য। টাকা কোথেকে আসল! পাত্র সুদ, ঘুষ ও অন্যের হক হরণের সাথে সম্পৃক্ত আছে কি না! মাসে ইনকাম এক লাখ টাকা বছরে বার লাখ টাকা বৈধ-অবৈধ নাই বললাম তবে তার যাকাত গত বছর কত দিয়েছে বা শরী'আহ মোতাবেক দেয় কি না, ট্যাক্স দেয় কি না তা দেখা হয় না) এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিয়ে দেয়া হয় সেখানে পিতা-মাতার প্রতি যে হুকুম কন্যাকে সৎ পাত্রস্থকরণ তা তো পূর্ণ হলো না। বরং কোথাও কোথাও শোনা যায় মেয়ের পিতা-মাতা দাম্ভিকতার সাথে বলে বেড়ায় আমার মেয়ের জামাতার এতো টাকা, এই আছে, সেই আছে, এখনও বলা শেষ হয়নি, ভবিষ্যতে সময় আসলে আরো বলবো ইত্যাদি...... ইত্যাদি। এ প্রেক্ষাপটে বলবো, এমন অভিভাবকরা কি দ্বীনের আদেশ (বিয়ে) বাস্তবায়ন করতে এসে দ্বীনকে খাট করে দিল না? দ্বীনকে বিজয় করা যেখানে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব-কর্তব্য সেখানে তাদের এমন সামাজিক আচরণে দ্বীন তো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ্ মাফ করুন, এ বইয়ের পাঠকরা এ দোষে-দোষী হওয়া থেকে মুক্ত থাকুক তাই দোয়া করি।

www.pathagar.org

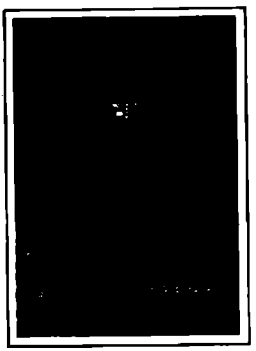

পাঠ বার

কন্যা
সম্পত্তি না সম্পদ। দ্বন্দ্ব চিরন্তন।
অবশ্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
যাদের সুষ্ঠু হেফাজতের বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা পুরস্কার দেবেন জান্নাত।
সত্যিই!
হে আল্লাহ্ এমন কন্যা সন্তান যাদেরকে দিয়েছ; তাদেরকে দাও সেই হিম্মত যেন
ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে তোমার এই আমানত।
চারদিক মুখরিত।
নবীর কন্যা ফাতিমা বিবাহের উপযুক্ত!
কী রাজা!
কী রাজার ছেলে!
কী প্রজা!
কী ধনী!
কী সাম্রাজ্যের অধিপতি!
মিলিয়ন, বিলিয়ন, লাখপতি, কোটিপতি!
প্রস্তাব আসছে, আসছে.....।
কিন্তু অভিভাবক,
হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিশ্চুপ।
কোন কথা বলছেন না।

www.pathagar.org

অপেক্ষা করছেন।
ভাবছেন!
কাকে নির্বাচন করবেন?
কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করবেন?
কী হবে মাপকাঠি?
ঠিক সেই মুহূর্তে
আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
যিনি হচ্ছেন দৃশ্যমান সম্পদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দরিদ্র।
কিন্তু

- সচ্চরিত্রবান; চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত
- ধর্মপরায়ণ ও তাকওয়াবান
- জ্ঞানী

তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) প্রস্তাব পেলেন; খুশি হলেন; ছুটে গেলেন নিজ কন্যার কাছে। জানালেন গুণ প্রকাশের মাধ্যমে। চাইলেন মতামত। ফাতিমা চুপ, নীরব। নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ, হাসতে হাসতে ফিরে আসলেন। আলীকে বললেন। যাও সৌভাগ্যবান, নিয়ে আস দেনমোহর দেওয়ার মতো যেকোন পরিমাণ। **
চারদিকে ছুটোছুটি।
নবী সাক্ষী। দেনমোহরের বিনিময়ে দিয়ে দিলেন পাত্রী।
অনেক কষ্ট সহ্য করলেন। গর্ভে ধারণ করলেন -
যুগশ্রেষ্ঠ অন্যতম সন্তান
হাসান (রা.)
হোসাইন (রা.)
নিজে হলেন জান্নাতের রমণীদের প্রধান।
মাগো! এ কি মিথ্যা কোন সাজানো গল্পের সমাধান?

** আজকাল অবশ্য আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের বাবারা দেনমোহর বৃদ্ধির এক অশুভ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। দশ লাখ, পনের লাখ অথবা বিশ লাখ টাকা ইত্যাদি.....ইত্যাদি। এতে বিরাট অংকের এ দেনমোহরের অর্থ ছেলের পরিশোধ করার সামর্থ আছে কি না তা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় না– যা দুঃখজনক। ইসলাম এমনটিকে কখনোই সমর্থন করে না। দেনমোহর কন্যার হক। এটা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। অন্যথায় পাত্র দায়গ্রস্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মেয়ের বাবাদেরতো একটু চিন্তা করা উচিত আজ যে পাত্র, যার অভিভাবকের সাথে মোহর ধার্য নিয়ে মন কষাকষি হচ্ছে কাল সেও আপনার ছেলে। কাজেই লৌকিকতার খাতিরে পাত্র ও তার অভিভাবকের মাথায় এত বড় চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দেয়া কি ঠিক? ইসলাম ধর্ম মতে উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট চিত্তে তা ধার্য করা উচিত। কন্যা পক্ষ জোর করে পাত্রের মাথায় এমনটি চাপিয়ে দেয়া নাজায়িয।

www.pathagar.org

হাশরের ময়দান!

চারদিকে উত্তাল তরঙ্গ, মুহুর্মুহ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঘন ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ দেখি ঈষাণ কোণ থেকে ভেসে আসছে একটি তরী, নেতৃত্বে আছেন ফাতিমা (রা.), ডাকছেন সতী সাধ্বী নারীদের। অন্তর্ভুক্ত করছেন তাঁর দলে। টেনে টেনে তুলছেন তরীতে।

কিন্তু–

কিন্তু যারা দুনিয়ার সম্পদের লোভে আদর্শ পদদলিত করে, মিথ্যা এ দুনিয়ার মোহে পিছু পিছু চলে লঙ্ঘন করেছেন স্রষ্টার সেই বিধান তিনি কী আজ.....।

কী স্রষ্টার সেই বিধান?

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ وُّلِدَ لَهٗ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اِسْمَهٗ وَاَدَبَهٗ فَاِذَابَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ وَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰى اَبِيْهِ -

"আল্লাহ্ যাদেরকে সন্তান দান করেছেন তাদের কাজ হলো, সন্তানের উত্তম নাম রাখা, তাকে আদর্শ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দিয়ে দেয়া। বালেগ হওয়ার পর যদি সে সন্তানের বিয়ে না দেয় এবং কোন গুনাহতে লিপ্ত হয় তাহলে তার শাস্তি পিতার ওপর আরোপিত হবে।" [১]

আবার অন্যত্র নবী (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তির কন্যার বয়স বার বছর পূর্ণ হলো এবং সে তাকে বিবাহ দেবে না, তখন সে কোন পাপ কার্য করলে এর শাস্তি তার বাবার ওপর আরোপিত হবে।" [২]

উপর্যুক্ত হাদিসে বার বৎসরের মেয়েদের বিবাহ দেয়ার যে নির্দেশ রয়েছে তার প্রকৃত কারণ হলো যে, আরব দেশের মেয়েরা সাধারণত নয় থেকে বার বৎসরের মধ্যে পরিণত বয়সে পদার্পণ করে।

বার বৎসরকে বিবাহের সীমা নির্ধারণ করা কিন্তু হাদিসের উদ্দেশ্য নয়, বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো পরিণত বয়সে পদার্পণ করলে বিবাহের ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে বিবাহ প্রসঙ্গে কিছু কথা রয়েছে যা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। যেমন ঃ "কুড়িতে বুড়ি নয় বিশের আগে বিয়ে নয়।" আবার আইনে আঠার বছর বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহকে নিষিদ্ধ করা আছে। যেহেতু এটি রাষ্ট্রীয় আইন এখন এটিও আমাদের মেনে চলা উচিত। সুতরাং আমি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করছি না। তবে যে কথাটি না বললেই নয়, সেটি হলো মেয়েরা

www.pathagar.org

কন্যা সন্তান সৎ পাত্রস্থকরণ

পরিণত বয়সে পদার্পণ করলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া বা অমুক ডিগ্রি অর্জন করা ছাড়া বিবাহ দেব না অভিভাবকদের পক্ষ থেকে এমন উক্তি না করে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে তাকে পাত্রস্থ করে দেয়া বাবা-মায়ের ওপর ফরজ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো! উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্ধারণের মাপকাঠি কী? ইসলাম ধর্মে কি এটি নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে?

অবশ্যই।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। যেহেতু বিয়ে জীবনের একটি অংশ সুতরাং অবশ্যই তা ইসলামে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ ঃ

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -

"বিয়ের জন্য সাধারণত মেয়েদের ব্যাপারে চারটি বিষয় দেখা হয়। সে চারটি বিষয় হলো ঃ

এক ঃ ধন-সম্পদ;

দুই ঃ বংশ আভিজাত্য-সামাজিক মান মর্যাদা;

তিন ঃ সুশ্রী ও সৌন্দর্য;

চার ঃ দ্বীন ও আখলাক। তোমরা দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে কর। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত।" [৩]

আজকের সমগ্র বিশ্বের শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকসকল, আলেম-ওলামা, দার্শনিক, চিন্তাবিদ সকলেই একটি ক্ষেত্রে একমত, রাসূল (সা.) বর্ণিত চারটি বিষয়ের সাথে আরেকটি বিষয় আমাদের বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। তা হলো আদর্শ শিক্ষা। বর্তমান জাতিসত্তার এ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপটে শান্তি ও স্বস্তির জীবন উপভোগের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের ঘাটতিকে জ্ঞানীরা একটি অন্যতম সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কাজেই, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ পাঁচটি বিষয় স্ব-স্ব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ।

০১. ধন-সম্পদ ঃ আজকের প্রেক্ষাপটে ধন-সম্পদকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। তবে এটা সত্য তা অস্থায়ী। তাছাড়া টাকার ওপর লেখা আছে "চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে।" সুতরাং বোধগম্য হওয়া সহজ আজকে যে টাকা বা সম্পদ আমার হাতে তা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ছাপা হয়ে বহু হাত ঘুরে আমার হাতে এসেছে অনেকেই তা পেয়ে গচ্ছিত রেখে বাহাদুরি করেছে।

www.pathagar.org

অহংকার করেছে। কেউ কেঁদেছে। কেউ আদর্শ মানুষ হয়েছে। কেউবা অমানুষ হয়েছে। তারপরও এ ধন-সম্পদকে কেন্দ্র করে যারা তাদের কলিজার টুকরা কন্যা সন্তানকে পাত্রস্থ করেন তাদের উদ্দেশ্যে সূরা আল কাহাফ এর ৪৬তম আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ـ

"পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিকে চিরস্থায়ী মনে করা যাবে না; বরং চিরস্থায়ী সৎকর্ম।" (কিছু সৎকর্ম মৃত্যুর পরও বাকী থাকে। যথা ঃ আদর্শ শিক্ষা প্রদত্ত সৎ সন্তান, জ্ঞান বিতরণ বা এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্ম)

যদি সৎ ও সত্যাশ্রয়ী তাকওয়াবান পাত্র-পাত্রী পাওয়া যায়, তাহলে তাদের অলী-গার্জিয়ানদের উভয়ের কিংবা কোন এক পক্ষের দরিদ্রতা বিয়ের পথে বাধা হওয়ার আশংকা দূর করার জন্যে কিতাবে বলা হয় ঃ

لَايُمْنَعْنَ فَقْرُ الْخَاطِبِ اَوِ الْمَخْطُوْبَةِ مِنَ الْمُنَاكَحَةِ فَاِنَّ فِىْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيَّةٌ عَنِ الْمَالِ فَاِنَّهُ غَادٍ وَرَائِحٍ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ اَوْ وَعَدَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ بِالْاَغْنِيَاءِ لٰكِنَّهُ كَشُرُوْطٍ بِالْمَشْيَةِ ـ

"বিয়ের প্রস্তাব আসা ছেলে বা মেয়ের পারস্পরিক বিয়ের পথে দারিদ্র্য যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা আল্লাহর মেহেরবাণীতে রয়েছে অর্থ বিমুখতা। এ জন্যে যে, আল্লাহ সকাল-সন্ধ্যা যাকে চান অভাবিতপূর্ব উপায়ে রিয্ক দান করেন। কিংবা আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, দরিদ্র্যদেরকে ধনী করে দেয়ার। অবশ্য তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন- আল্লাহর ইচ্ছার সত্বাধীন।"[৪]

০২. বংশ ও আভিজাত্য ঃ এটি উপেক্ষার কোন বিষয় নয়। কারণ প্রচলিত রয়েছে, জাতের মেয়ে কালোও ভাল, নদীর পানি ঘোলাও ভাল। কাজেই জাত কুল দেখে কুফু মিলিয়ে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হবে।

০৩. সুশ্রী ও সৌন্দর্য ঃ এটি পাত্রী নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার হয়ে থাকে। তবে এ কথাটিও সত্য-কালো আর ধলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং যে কালো মেয়েটিকে একজন পছন্দ করছে না তাকে কিন্তু কেউ না কেউ পছন্দ করছে। আর এটাই আল্লাহ্‌র ইশারা। তাছাড়া আজকে যে সুশ্রী, সুন্দর আগামীকাল সময়ের ব্যবধানে সে বিশ্রী ও অসুন্দর হয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.org

কাজেই শরীরের রং সুন্দর না দেখে মনের রং সুন্দর কিনা সেদিকে গুরুত্ব দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

০৪. দ্বীন ও আখলাক ঃ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এর চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কিছুই নেই। সকল কিছুর চেয়ে এর মূল্য বা মর্যাদা বেশি। মানবতার মুক্তির বিশেষ দূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন ঃ

لَاتَنْكِحُوَ النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرِدِيْهِنَّ وَلَا لِمَا لِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيْهِنَّ وَانْكِحُوْ هُنَّ لِلدِّيْنِ وَلَاَمَةٌ سَوْدَاء خِرْقَاءُ ذَاتَ دِيْنٍ اَفْضَلُ -

"তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না। কেননা তাদের এ রূপ-সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করবে না। কেননা ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে করো নারীর দ্বীনদারীর গুণ দেখে। মনে রাখবে, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবু সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।"[৫]

কাজেই বলা যায়, যদি কারোর দ্বীন ও আখলাকের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি তাদের মধ্যে গচ্ছিত আছে আর বাকি বিষয়গুলোর মধ্যে যে কোন একটি বিষয় প্রকাশিত হলেই অভিভাবককে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করে নিবে। এরপর আর আপনি অহেতুক বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু এটি ছাড়া আপনি যদি মুসলিম হোন, সঠিক দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোন, তাহলে অন্য সকল বিষয় বা গুণগুলো উদাহরণ সমতুল্য হলেও আপনার কলিজার টুকরা, নিষ্পাপ নিষ্কলুষ কন্যার জন্যে তাকে পাত্র হিসেবে নির্বাচন করা মা বাবার কাছে কন্যার যে হক – সৎ পাত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া তা শরীয়তসম্মতভাবে আদায় হবে না। কারণ অন্যান্য বিষয়ের বা গুণের ক্ষতিপূরণ তো দ্বীন বা তাকওয়া ও আখলাক দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে অথবা এভাবে বলা যায়, অন্যান্য দুর্বলতা সহ্য করা যায়, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ের খাতিরে দ্বীন ও আখলাকের বঞ্চনা সহ্য করা যায় না। এর ক্ষতি অন্য কোন বিষয় বা গুণ দিয়ে পূরণ হতে পারে না।

এভাবে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রাসূল (সা.) এর নির্দেশ রয়েছে। সে নির্দেশেও দ্বীন ও আখলাককেই মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করে

www.pathagar.org

যার দ্বীন ও আখলাকের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট এবং খুশি, তাহলে তার সাথে নিজের কলিজার টুকরা কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেবে। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে জমিনে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"

এ হাদিসে অভিভাবকদেরকে সিদ্ধান্তমূলকভাবে নির্দেশ দেয় যে, যখন এমন কোন পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে, যার দ্বীন ও আখলাকের ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট, আপনার নিকট আস্থামূলক তথ্য আছে যে, পাত্র আল্লাহভীরু, দ্বীনদার, নামাজী, সিয়াম নিয়মিত আদায়কারী এবং নৈতিকতায় সুসজ্জিত, মাদকদ্রব্য তথা ধূমপান, মদ, গাঁজা, আফিম সেবনকারী না, সুদ বা সুদী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী না, ঘুষ ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত না, আদর্শ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত তাহলে অহেতুক বিলম্ব করা কোন মতেই ঠিক নয়। আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার সাথেই বিয়ে দিয়ে দেবে এবং কল্যাণের আশা করবে। কারণ কল্যাণ আর শান্তি দেবার মালিকতো আল্লাহ তায়ালা। আর সেজন্যেই বলা হচ্ছে, মুসলিমদের বিয়ের সম্পর্কের জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দ্বীন ও আখলাক। যে সমাজে দ্বীন ও আখলাককে উপেক্ষা করে পাত্রের মাসিক ইনকাম ১,০০,০০০ টাকা (বৈধ কী অবৈধ, হালাল কী হারাম দেখার দরকার নেই নাউযুবিল্লাহ।) বড় বড় পুকুর, পুকুরে রুই, কাতলা আর মাগুর মাছে ভরপুর, বাড়িতে বড়-বড় ঘর আর দেখতে নায়ক অমুক অথবা কোন ছায়াছবির হিরোর মতো 'সুশ্রী ও সৌন্দর্যে ভরপুর ** বলে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, আর পাত্রের বহু টাকা, আমাকে দেয়, আমার মেয়েকে দেয় ইত্যাদি বলে দাম্ভিকতার প্রতিযোগিতায় শীর্ষে থাকার চেষ্টা করা হয়, সে সমাজে ফেতনা ও ফ্যাসাদের তুফান সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক এবং আল্লাহ মাফ করুন দুনিয়ার কোন শক্তিই (ধন সম্পদ, অর্থ বৈভব) এমন সমাজের জনগোষ্ঠীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহই পারবেন এবং আল্লাহর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

** হযরত ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। উনার সৌন্দর্যের সাথে তুলনা না করে এমনসব লোকের সাথে তুলনা করা হয় যাদের পেশা ও নেশা ইসলাম সমর্থিত নয়। ইসলামী জীবনধারা ও কর্ম ছাড়া জান্নাত প্রাপ্তি অনিশ্চিত। কী দুর্ভাগ্য সেই পাত্রদের! অত্যন্ত আপনজনদের ভাষায়ই লানত হচ্ছে তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি। এখানে হয়তোবা কেউ কেউ বলবেন ইউসুফ (আ.) এর মতো এতো সুন্দর হওয়া কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তাহলে আর কী সুন্দর হলো যা বলে বেড়াতে হবে? তাছাড়া সেই পাত্র সুন্দর ভাল কথা। আলহামদুলিল্লাহ্ বলুন! কিন্তু তা না বলে এ সুন্দরের তুলনা ছায়াছবি আর নাটকের নায়ক বা হিরোর সাথে করতে হবে কেন? এ তুলনা উপস্থাপন করে সেই তুলনাকারীরা জীবনে কতো ছায়াছবি আর নাটক দেখেছেন এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছেন তা কী বোঝা যায় না! যার ফলে অনেকটা মনের অজান্তেই এ তুলনার মাধ্যমে নিজেদের ভাষায় নিজেদের স্বরূপ উন্মোচন করে নিজেরাও যে লানতপূর্ণ হচ্ছেন সে দিকে কী একটু খেয়াল রাখা উচিত নয়?

www.pathagar.org

০৫. আদর্শ শিক্ষা ঃ বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গ্লোবালাইজেশনের এ প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতি-সত্তার পরিচয় বহনে প্রত্যেককে হতে হবে শিক্ষিত আজকের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর যে সংকট তার প্রধান ও একমাত্র কারণ হলো "আদর্শ শিক্ষা সংকট।"

আল্লাহর রাসূল (সা.) পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে নির্দিষ্ট করে চারটি বিষয়ের কথা বলেছেন, শিক্ষার কথা বলেননি। এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষার কোন গুরুত্ব নেই, শিক্ষিত হওয়া লাগবে না। বরং যে কারণে শিক্ষার কথা আলাদাভাবে আসেনি সেটি হলো প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রথম শর্তই হলো শিক্ষা অর্জন, জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর প্রথম আদেশ "পড়" বাস্তবায়ন করা। যার ব্যত্যয় ঘটলে প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বিয়ের মত অন্য আদেশ সে মানবে কী করে? যার প্রমাণ মিলে আজকের সমাজে সকল পৈশাচিক আচরণের ফলে, খোঁজ নিলে দেখা যায় ওরা কেউ শিক্ষিত নয়, ওরা অশিক্ষিত। প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আচরণ কখনো পৈশাচিক হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পরিষ্কারভাবে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন করেছেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

"যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনোই সমান হতে পারে ?"
(সূরা আয যুমার ঃ ৯)

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "মূর্খ আর পশু সমান।" (এক্ষেত্রে যারা অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত তারা রাগ করবেন না। আর যদি রাগ করেনই তাহলে পজিটিভ রাগ করুন। আপনাদেরতো আর সম্ভব নয় কিন্তু আপনাদের পুত্র-কন্যাকে উচ্চ শিক্ষিত, আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন নাইন পাশ করে বিয়ে দেবেন না। আর দিলে পাত্র পাবেন কম শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বা কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে নকল করে পাশ করা বা অসচ্চরিত্রের একজন। এদেশে ইন্টারমিডিয়েট পাশের সার্টিফিকেট দিয়ে যদি কেউ কোন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে তা সরকারি বিধি মোতাবেক হলো ক্লারিকেল জব অর্থাৎ পিয়নের চাকরি বা পিয়নের পদ মর্যাদার সমান। যাকে অফিসিয়াল ভাষায় ক্লার্ক বা পিয়ন বলা হয়ে থাকে।) এবার বলুন! নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে দেখুন! আপনারা কন্যাকে অষ্টম/নবম-দশম শ্রেণী পাশ করে বিবাহ দিয়ে দিলেন বা অর্থ-সম্পদ দেখে উচ্চ শিক্ষিত ও সচ্চরিত্রবান নয় এমন পাত্রের কাছে হস্তান্তর করলেন, তাতে রাসূল (সা.)-এর বাণী অনুসারে আপনি এত কম শিক্ষিত মেয়েকে

www.pathagar.org

বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কার সাথে আত্মীয়তা করলেন? কাকে আপনাদের ছেলে বানালেন? একজন মূর্খতুল্য, পশুতুল্য ব্যক্তি বা একজন পিয়নকে, পিয়নের সমকক্ষ ব্যক্তিকে? আচ্ছা ঠিক আছে! এবার আরেকটু এগিয়ে আসুন, এ দু'জন কম শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রী মিলে গঠন করবে আরেকটি পরিবার যাদের সন্তানরাও হবে আরো কম শিক্ষিত বা মূর্খ। আর এটাইতো স্বাভাবিক। (অবশ্য আমাদের দেশে ছেলের মায়েরাও অনেকক্ষেত্রে কম বয়সী ও কম শিক্ষিত মেয়েদেরকে তাদের ছেলের বউ করে নিতে ইচ্ছা পোষণ করে থাকে – যার পরিণতিও একই)

বলুন! জাতি, বংশ বা মানুষ বৃদ্ধির এ পর্যায়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত যথাসময়ে যথোপযোগী না হওয়ার কারণে বংশ পরম্পরায় ভবিষ্যৎ আগন্তুক সন্তানেরা কী পাবে? কী জবাব দেবেন সেদিন- সে সন্তানগুলোর কাছে! যখন তারা হবে বিভিন্ন শিক্ষার পরিবেশে বা রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিগৃহীত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত, অপমানিত, অপদস্ত! আর এটি করাতো শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অপরাধ হবে না। বরং তাদের যোগ্যতাহীনতা তো তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আবার এমন ক্ষেত্রে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মূর্খদের সাথে কেমন আচরণ করবে বা করা উচিত তা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন এভাবে–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।" (সূরা আরাফ ঃ ১৯৯)

এখন ঐ সকল পরিবারের সন্তানেরা যদি প্রশ্ন করে আপনাদেরকে অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানীকে কেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে পড়া-লেখা করালে না, তাদেরকে শিক্ষিত করে তোললে না, কেন আজকে আমি বা আমরা মূর্খের সন্তান হলাম? পিয়নের সন্তান হলাম? কেন তোমরা সেদিন সম্পদের পিছনে ছুটেছ? শুধু জমি কিনেছ কিন্তু পড়ালেখার জন্যে যথাসময়ে, যথাস্থানে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন ছিল তা ব্যয় করনি? আজকে তোমরা তোমাদের জমি নিয়ে কবরে যাও; মূর্খদেরকে দিয়ে জানাযা করাও- তোমরাতো আর আমাদেরকে কুরআনের হাফিজ, আলেম বা উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার পরিবেশ গঠন করে দাওনি যে আমরা জানাযা করব! বলুন, তখন কি সমাধান করা সম্ভব হবে? (এখানে বলে রাখা ভাল, আমি পিয়নকে অবমূল্যায়ন করছি না। তবে তারা তাদের সমকক্ষদের ইসলাম রীতি অনুযায়ী "কুফু" মিলিয়ে বিয়ে করবে) এক্ষেত্রে হয়তোবা ভাবছেন পিয়নের চাকরি করলেও তো মাসে ইনকাম অনেক টাকা, আমার মেয়ে তো শান্তিতেই থাকবে, তাহলে সমস্যা কী? তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, শান্তি প্রসঙ্গে

www.pathagar.org

কন্যা সন্তান সৎ পাত্রস্থকরণ

বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে একবিংশ শতাব্দীর এ পর্যন্ত অনেক স্টাডি করেছি, অনেক গবেষণা করেছি, অনেকের অতীতের গবেষণালব্ধ লেখা ও বাণীকে পর্যালোচনা করেছি কিন্তু কোথাও শান্তির সাথে সম্পদের ওতপ্রোত সম্পর্ক বা ছোঁয়া খুঁজে পাইনি। (এখানে কেউ কেউ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আমার সাথে একমত না হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন বলে মনে হয় না)। বরং যা পেয়েছি তা হলো, বিশ তলা সুউচ্চ ভবনের সুদৃশ্য ফ্লাটে আর পাজেরো বা মিতসুবিসি গাড়িকে ঘিরে অশান্তির দাবানল। আর সেই ফ্লাট বাড়িকে ঘিরে রয়েছে মানুষের অনেক কৌতূহল! শান্তি আসলে একটা আপেক্ষিক ব্যাপার, মনের ব্যাপার, দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার, আধ্যাত্মিক বিষয়। যা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন একজন আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত সচ্চরিত্রবান খোদাভীরু স্ত্রী আরেকটু এগিয়ে মা। যার ব্যত্যয় ঘটার কারণেই শান্তিকামী জনগোষ্ঠীর মুখে শুনা যায়, ওখানে না খেয়ে থাকলেও ভাল আছি, অত অশান্তিতে নেই। আর সেখানে পোলাউ কুরমা খাইলেও শান্তি নাই। মনে হয়, খাবার পেট থেকে বের হয়ে আসবে; হজম হয় না। (শান্তি কে না চায়, কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে সে-ই আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে শান্তির মা মারা গেছে; আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না) তবে এটা সত্য প্রকৃত পক্ষে চিরদিন শান্তি উপলব্ধি করতে হলে যেতে হবে জান্নাতে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সে শান্তির প্রতি যারা আকৃষ্ট তারা দুনিয়ার জিন্দেগীর কিছু প্রাপ্তি, কিছু হারানোকে বড় করে দেখে না, তারা টাকার বস্তায় লাথি মেরে অসৎ পথে অর্জিত সম্পদশালীদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আদর্শ জ্ঞানের ভারে নুব্জ ও আদর্শের প্রচার প্রসারে নিজেকে ব্যস্ত রাখাতেই শান্তি বোধ করে থাকে। কাজেই বুঝা গেল, আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, এ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাকওয়া, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ও আকৃষ্ট হওয়ার কারণে যা পায়, যেভাবে পায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। যেকোন সমস্যার সমাধান ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিতে চেষ্টা করে এবং তখন তারাই হোন প্রকৃতপক্ষে শান্তির অন্যতম দাবীদার। আমাদের পরিবারগুলোতে ভাঙ্গন, বিচ্ছেদ বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আভিজাত্যের, কথায় বড় থাকার একঘেঁয়েমি বা মূর্খতার প্রতিযোগিতায় উভয়ের দ্বন্দ্ব- কলহের কারণে যত ধরনের অশান্তি উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি হয়ে থাকে তার বিরূপ প্রভাব তাদের সন্তানদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, পড়ালেখা, ও সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে থাকে। যা পরবর্তীতে আদর্শ মানুষ, আদর্শ পরিবার তথা আদর্শ জাতি গঠনে বাধাগ্রস্থ করে থাকে। সুতরাং বক্তব্য সুস্পষ্ট, আগামী দিনে একটি আদর্শবান, দুর্নীতি, বোমাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত জনগোষ্ঠীর বিকল্প নেই। কাজেই পাত্র পাত্রী নির্বাচনে আজ শিক্ষাকে কোনভাবেই খাট

www.pathagar.org

করে বা গুরুত্ব কম দিয়ে দেখার সুযোগ নেই। কারণ আম মিষ্টি ফল, কাঁঠাল জাতীয় ফল এক্ষেত্রে কেউ-কেউ যদি তেতুল বৃক্ষের কাছে আম বা কাঁঠালের প্রত্যাশা করে তাহলে তার প্রত্যাশা বা সে লক্ষ্যে চেষ্টা, চেষ্টা করতে যেয়ে অর্থ ব্যয় ও শ্রম অসার বলেই প্রমাণিত হবে। বরং তার চাওয়া পাওয়ার সম্মিলন ঘটতে পারে একমাত্র আম্র বৃক্ষের কাছে আম, কাঁঠাল বৃক্ষের কাছে কাঁঠাল, তেতুল বৃক্ষের কাছে তেতুল প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে অশিক্ষিত মা-বাবার কাছ থেকে ভাল সন্তান প্রত্যাশা করা, কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। তবে এটি সত্য একটি বিয়ের মাধ্যমে গঠিত হয় একটি পরিবার। তাদের সম্মিলনে সৃষ্টি হতে পারে একটি জাতি বংশ, আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। ফলে প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত তাদের সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষিত করে, ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা। শিক্ষা উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে এবং সভ্যতায় সুসজ্জিত করে। উচ্চ শিক্ষা মান-ইজ্জত বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। সচ্ছল জীবন ও সমাজে মান-সম্মানের কারণ হয়। অন্য কথায়, এ আদর্শ শিক্ষা উভয় পরিবারের জাহান্নামের মুক্তির মাধ্যমও হতে পারে। আজকের এ বিশ্বের অগ্নিঝরা অনাদর্শ পরিস্থিতিতে কন্যা সন্তান লালন-পালন এবং তাদের পাত্রস্থ করার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يَرُوِّيهِنَّ وَ يَكْفِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَثِنْتَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالُوْ ثِنْتَيْنِ -

"যে ব্যক্তির তিনজন মেয়ে, সে তিন মেয়েকেই নিজের অভিভাবকত্বে রেখেছে। তাদের প্রয়োজনাবলি পূরণ করেছে এবং তাদের প্রতি রহম করেছে। তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ কথাগুলো শুনে আরেক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) যদি দু'জন কন্যা হয়? আল্লাহর রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, যদি দু'জন কন্যাও হয় তাহলেও এ সওয়াব পাবে।" [৬]

কাজেই আল্লাহর এ দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে দুনিয়ার পিছু পিছু হাঁটা, সম্পদকে প্রাধান্য দেয়া, সম্পদ থাকলে কে ভাল, কে মন্দ, কার চরিত্র কেমন, দ্বীনদারী কেমন, শিক্ষিত কিনা ইত্যাদি ভুলে যাওয়া কখনোই প্রকৃত অর্থে আদর্শবান, ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী, জ্ঞানী ও আল্লাহর দৃষ্টিতে চালাক (দুনিয়ার জিন্দেগীতে আমরা চালাক মনে করি যে বা যারা কথা ঘুরাতে পারে, তার

www.pathagar.org

কথাটিকেই সব সময় সবার উপরে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করে, যে সব কিছু বুঝে এমন ভাব পোষণ করে, সর্বোপরি বেশি বেশি অন্যকে ধোকা দিতে পারে এমন লোক আল্লাহর দৃষ্টিতে চালাক নয় বরং সে জাহান্নামী। আল্লাহর কাছে চালাক হলো সেই সকল মানুষ যারা মনে মনে সব সময় যিকির করে, ভাল কাজের ফিকির করে, কথা দিয়ে কথা রাখে, ওয়াদা পালন করে, আর যা করে তা অন্তর থেকে করে, মুখে স্বীকৃতি দেয় এবং বাস্তবে রূপদান করে) অভিভাবকদের কাজ হতে পারে না। এখানে সম্পদ প্রসঙ্গে আলী (রা.)-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "মানুষ সম্পদকে পাহারা দেয় আর বিদ্যা মানুষকে পাহারা দেয়।"

আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আপনি কোনটি চান? তবে আশা করছি, বিষয়টি আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহজে বোধগম্য হবে। কেননা সম্পদ নিয়ে কেউ কবরে যেতে পারবে না, কবরে যাবে তার আমল নিয়ে। আবার আল্লাহর নীতি অমান্য করে দুনিয়ায় চলতে পারলেও মৃত্যু এবং তারপরের জীবনকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না। শুধু নামাজ আদায় করা, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং হজ্ব করলেই হবে না, পরিপূর্ণ করতে হবে সন্তানদের হক, মানুষের হক, জীবন পরিচালনা করতে হবে আল কুরআনুল কারীম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে রাসূল (সা.)-এর চরিতাদর্শ অনুযায়ী। নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে দ্বীন পালন ও বাস্তবায়নে। এমন ক্ষেত্রে মা-বাবা সমতুল্য শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের ভুল ত্রুটি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে আর্তি –

"মাফ করে দাও! হে আল্লাহ, মাফ করে দাও! দাও সেই আদর্শিক জ্ঞান, দাও মেনে চলার সেই হিম্মত। দিয়ে দিও জান্নাত, হে রহিম রহমান।"

---

১. বায়হাকী
২. মিশকাত
৩. বুখারী ও মুসলিম
৪. মুহাসিনুত তাবিল, (১১ তম খণ্ড) পৃষ্ঠা : ৪৫১৭
৫. ইবনে মাজাহ, বায়হাকী
৬. শারহুস সুন্নাহ্, সূত্রঃ মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৪২৩

www.pathagar.org

পাঠ তের

শান্তশিষ্ট !
চুপচাপ !!
কথা কম বলে !!!
এগুলো অন্যতম মানবীয় গুণ কিন্তু ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে কথা বলা প্রয়োজন সেখানেও কি এগুলো গুণ হতে পারে?

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ -

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন, তখন তিনি (কোনো কোনো কথা) তিনবার পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন, যাতে করে শ্রোতারা তা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে।" (বুখারী)

শিক্ষণীয়/লক্ষণীয়/অনুকরণীয়/অনুস্মরণীয় ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ -

"ওদের জিজ্ঞেস করো, যারা জানে আর যারা জানে না এই উভয় ধরনের লোক কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার ঃ ০৯)

বরং আল্লাহ তায়ালা সেই সকল মূর্খদের বলে দিয়েছেন, তোমরা চুপচাপ থাক। মুখ বন্ধ করে রাখ। কারণ,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ -

"এমন কোন জিনিসের পিছে লেগে পড়ো না, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

আর যারা জানে তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى -

"শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকো, যতক্ষণ তা উপকারী হয়।" (সূরা আল আলা ঃ ০৯)

www.pathagar.org

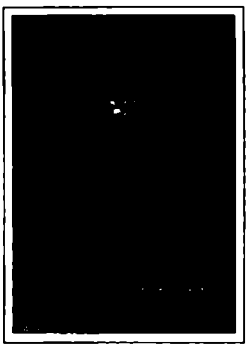

পাঠ তের

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِيُصِبَ بِهِ غَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عُرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না?" [১]

আদর্শ জ্ঞান অর্জনকারীদের বলা হয় জ্ঞানী কিন্তু এ জ্ঞান ব্যবহার যদি হয় নিছক দুনিয়ার স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তাহলে এমন জ্ঞান অর্জনকারীদের বলা হয় জ্ঞান পাপী। অন্যদিকে মূর্খরা অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকার কারণে চুপচাপ না থেকে উপায় কী? এক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান অপরাধী কারণ জানা বিষয় হুবহু জানিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর হুকুম মতো বাস্তবায়ন করা, আর না জানলে জানার চেষ্টা করা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবনে একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ -

"হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাদের দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" [২]

আল্লাহ যাদের জ্ঞান দান করেন তাদের দায়িত্ব হলো পরিবার ও সমাজের লোকদের ভুল-ত্রুটি দূর করে দেয়ার চেষ্টা করা, সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রাখা। যারা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী নয়, তাদের সামনে কোন কিছু ভুল ঘটতে থাকলে তারা

www.pathagar.org

সঠিক সমাধান দিতে পারে না, ব্যাখ্যা করতে গেলে সঠিক ব্যাখ্যার স্থলে অপব্যাখ্যা করে। তাদের প্রতি রাসূল (সা.)-এর পরামর্শ হলো ঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاَغْلُوْلَاتِ -

"আল্লাহ বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান করতে এবং কথা-বার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।" [৩]

রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণের শেষ অংশে উপস্থিত জনতাকে তাঁর বাণী আগামী আগন্তুকদেরকে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে বলেন ঃ

"হে আমার উম্মতগণ। নিশ্চয় জানিও আমার পর আর কোন নবী নেই। আমিই শেষ নবী। যারা উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিত সকল মুসলিমদের নিকট তথা বিশ্ববাসীর নিকট আমার বাণী পৌঁছে দিও। যারা অনুপস্থিত তাদেরকে আমার উপদেশের কথা বললে উপস্থিত ব্যক্তিগণের চেয়ে তারাই অধিক স্মরণ রাখতে সমর্থ হবে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পূর্বে এ দায়িত্ব (জানানো, বুঝানো, অজ্ঞতা থেকে মুক্তির দাওয়াত) স্বয়ং তিনি নিজেই বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবমণ্ডলীর ওপর অর্পণ করেছেন। তিনি বলেছেন- পরবর্তী আগন্তুকদেরকে জানিয়ে দিও যার মাধ্যম হলো কথা বলা এবং লেখা। সুতরাং বিরূপ পরিস্থিতিতে কথা না বলে চুপচাপ থাকাটাও আল্লাহ ও রাসূল (সা.) বিরোধী কাজ। বরং জানিয়ে দেয়াটা হলো নবীওয়ালা দায়িত্ব ও নবীওয়ালা কাজ। এখানে কেউ যদি কারোর ব্যাপারে এমন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, সে বেশি বেশি কুরআন হাদিস বলে, যাকাত, সুদ ও সুদী ব্যাংক এবং সুদী প্রতিষ্ঠানে বীমা করার বিরুদ্ধে কথা বলে, সে শান্তশিষ্ট না। তাহলে ঐ ব্যক্তি যেন মনের অজান্তেই নবীর কথার বিপক্ষে অবস্থান নিল। যেখানে কথা বলা প্রয়োজন সেখানে যারা চুপচাপ, শান্তশিষ্ট সুবোধ মানুষের মত থাকতে চায়, তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা লানত ঘোষণা করেছেন। আর সে জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অন্যায় ও অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার জন্যে নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ -

"অন্যায় হতে দেখলেই যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তা ইসলাম বিরোধী, তা হলে প্রথমেই হাত দিয়ে বাধা দাও। হাত দিয়ে বাধা দিতে অক্ষম হলে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ কর। আর তাও না করতে পারলে যদি অন্যায়কারী খুব শক্তিশালী মনে

www.pathagar.org

হয়, আরও অন্যায় করবে তা হলে মনে মনে ঘৃণা পোষণ কর। কিন্তু মনে রেখ, একটি হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।" [৪]

কোন মুসলিম ঈমানদার হতে হলে, ঈমানের দাবী অনুসারে সে শরীয়তবিরোধী যেকোন কার্যকলাপ, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনায় কথা না বলে থাকতে পারে না। প্রবাদে আছে "মাথা আছে যার ব্যথা আছে তার।" এখানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা চুপ থাকা মানে হচ্ছে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া। আর এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার পরবর্তী ফলাফল কখনোই কারোর জন্য কল্যাণদায়ক হতে পারে না।

আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে পাকের ভিত্তিতে যদি কেউ জেনে বুঝে বিভ্রান্ত কারীদেরকে ভুল পথ থেকে মুক্ত করা বা ফিরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সে কেমন ভাল মানুষ হতে পরে? কেমন মানবতাবাদী ও কল্যাণকামী? অত্যন্ত আপনজন নিশ্চিত জাহান্নামের আগুনের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, দুনিয়ার জীবনে কঠিন বেদনাদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়ে সময়ে অসময়ে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। এমতাবস্থায় তার কারণ অনুসন্ধান ও তা থেকে মুক্তির উপায় বা প্রতিকারের জন্য চেষ্টা না করে আর কেউ-কেউ চুপচাপ থাকবে এটি সহ্য করার মত! আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত কারণ তাদের ওপর কোন বিপর্যয় অথবা কষ্টদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।" (সূরা নূর ঃ ৬৩)

হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রে চুপচাপ থাকতে পারবে যদি সে হয় এমন জ্ঞানী, যে শুধু দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে, হারামের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে-থাকতে তার রক্তের সাথে বংশানুক্রমে হারাম মিশে গিয়েছে, তার রক্তে যে আদর্শিক চেতনাবোধ থাকার কথা ছিল তা আজ হারিয়ে গিয়েছে, নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার রক্ত আর গরম হয়ে উঠে না এক্ষেত্রে কেউ কেউ তাকে জ্ঞানী, শান্তশিষ্ট, চুপচাপ, কথা কম বলে, ভাল মানুষ বললেও পবিত্র কুরআন সাক্ষী দিচ্ছে এই শ্রেণীর মানুষ ভাল নয়। সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়, সে ইসলাম যে সত্য সুন্দর তার আলোকে বিলীন করে দিতে চাচ্ছে। সে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করেছে। সে স্বার্থবাদী। সে নীচ।

প্রকৃতপক্ষে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন কোন কিছু ভুল হতে দেখে, ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় পরিচালিত হচ্ছে না দেখে, তখন তার দায়িত্ব হলো সংশোধন

www.pathagar.org

শান্তশিষ্ট! চুপচাপ!! কথা কম বলে!!!

করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা বা ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যতক্ষণ না সে ঐ পথ থেকে ফিরে সত্য ও কল্যাণের পথে আসে, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

"তোমার প্রভুর পথে মানুষকে ডাকো; বিজ্ঞতার সাথে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায়।"
(সূরা নাহল ঃ ১২৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ -

"তুমি তোমার রবের দিকে ডাক দাও।" (সূরা কাসাস ঃ ৮৭)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে এ দায়িত্ব দেননি। দিয়েছেন বিজ্ঞদেরকে, জ্ঞানীদেরকে। আর সে জন্যই বলেছেন বিজ্ঞতার সাথে সুন্দর ও সুস্পষ্ট এবং হৃদয়পর্শী করে বুঝাও, ডাকো। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার জিজ্ঞাসা থেকে বাঁচতে হলে ইসলামের সাথে কিঞ্চিৎ সাংঘর্ষিক আচরণকারী লোকদের কাছেও আল্লাহ তায়ালার কথা বলতে হবে। চাই কেহ পছন্দ করুক আর নাই করুক। আর পছন্দতো সবাই করার কথা না। কারণ বক্তব্যতো যে ভ্রান্ত পথে চালিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অন্যদিকে শয়তানও ইন্ধন যোগাচ্ছে। আর সে জন্যেই আদর্শের এ দায়িত্ব পালন করতে নানা রকম বাধা আসবে, ভুল পথে পরিচালিত গ্রুপ মুখ কালো করবে, বকা দেবে, পাগল বলে অপবাদ দেবে এমন কি দূরে সরিয়ে দেবে, আদর ফিরিয়ে নেবে ও সবশেষে বদদোয়াও করতে পারে। কিন্তু! কিন্তু তবু কি তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া ঠিক হবে? ঠিক হবে এগুলোর ভয়ে চুপচাপ থাকা? বরং গভীরভাবে চিন্তা করলেতো মনে হবে এ অপবাদ গ্লানি, আদর ছিনিয়ে নেয়া, দূরে সরিয়ে দেয়া-এগুলো ঘটা স্বাভাবিক। আদর্শের কথা বলবে আর অপবাদ আসবে না তাতো হতেই পারে না। তাছাড়া এক কথায় পাগল বলে অপবাদ আসার মাধ্যমে বুঝা যায়, আল্লাহ পাক এ কথা বলাকে কবুল করেছেন। কেননা দুনিয়ার সবাইতো কোন না কোন ক্ষেত্রে পাগল-

- কেউ টাকার পাগল;
- কেউ জমির পাগল;
- কেউ দুনিয়ার সম্পদের মোহে পাগল;
- কেউ সুন্দরী বউয়ের পাগল;
- কেউ সন্তান, পুত্র সন্তানের পাগল;

www.pathagar.org

শান্তশিষ্ট! চুপচাপ!! কথা কম বলে!!!

- কেউবা সন্তানহীনাদের আর্তনাদ দেখে ঠিক যেন সন্তানের ন্যায় মা-বাবাদের শরীয়তসম্মত সেবা করে দু'জাহানে মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পাগল;
- কেউ বাড়িতে বিল্ডিং করার নেশায় পাগল;
- কেউ গাড়ির পাগল;
- কেউ এমপি, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হওয়ার পাগল;
- কেউ সম্মান-শ্রদ্ধা প্রাপ্তির পাগল;
- কেউ নেতা হওয়ার পাগল;
- কেউ আল্লাহ প্রেমে দীনদের খেদমতে রাসূল (সা.)-এর চরিতাদর্শে পাগল;
- কেউ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে পাগল;
- কেউ নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যে পাগল;
- কেউ আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর পর পৃথিবীর শ্রেষ্ট ব্যক্তিত্ব মা-বাবার জন্যে পাগল; তাদের খেদমত করে জান্নাতে যাওয়ার জন্যে পাগল; তাদের কাছ থেকে নসীহত ও অছিয়তের ভিত্তিতে আদর্শের ভিত্তি রচনা করার ক্ষেত্রে পাগল; কেউ সন্তানদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে পাগল।

পাগল- পাগল!

পাগলের এ দুনিয়াতে পাগল সবাইকে হতে হবে তবে অনাদর্শিক নয়, দুনিয়ার নেশায় নয়, অবৈধ মানবপ্রেমে নয়, হতে হবে আল্লাহর প্রেমে পাগল, আদর্শিক পাগল। যদি মা গঠন করতে পার তোমার সন্তানদের আদর্শিক পাগল, দুনিয়া থেকে সকল নৈরাজ্য ও দুর্নীতিমুক্ত করে আদর্শিক নীতি প্রতিষ্ঠার পাগল, স্রষ্টা পাগল, আদর্শ জ্ঞান হাসিলকারী পাগল, মানবতাবাদী পাগল তবেই পাবে মা দুনিয়াতে শান্তি; আখিরাতে মুক্তি; উজ্জ্বল হবে তোমাদের মুখ; সার্থক হবে তোমাদের জীবন। মিথ্যা এ দুনিয়ার মোহে অলীক বস্তুর নেশায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সমাজ সামাজিকতার অঙ্গনে নিজের মান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে কী লাভ হবে? "আজকে মারা গেলে কাল দু'দিন।" সেদিন কে স্মরণ করবে বা করলেও কিসের ভিত্তিতে স্মরণ করবে একটু ভেবে দেখবেন কী?

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا اِذْكُرُ اللهِ تَعَالٰى وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ قَوْلُهُ وَمَا وَالَاهُ اَىْ طَاعَةَ اللهِ -

www.pathagar.org

শান্তশিষ্ট! চুপচাপ!! কথা কম বলে!!!

"দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যেসব বস্তু আছে সেগুলোও অভিশপ্ত তবে অভিশপ্ত নয় কেবল আল্লাহ যিকর ও তাঁর আনুগত্য এবং আলেম ও ইলম হাসিলকারী।" [৫]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ -

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং আপন পরিবার পরিজনকে ঐ আগুনের হাত থেকে বাঁচাও; যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম ঃ ০৬)

এমন দায়িত্ব পালনে প্রয়োজন প্রচুর অধ্যয়ন, নিজেকে অন্ধকারের কালো ছাপ থেকে দূরে সরিয়ে আলোতে উত্তরণ, বার বার কোমলমতী সন্তানেরা ভুল করবে; না রেগে, বেয়াদব বলে বকা দিয়ে দূরে সরিয়ে না দিয়ে, আদর ছিনিয়ে মা-বাবা ডাক মুখ থেকে টেনে না নিয়ে, মুখ কালো করে না রেখে, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, প্রয়োজনে ডায়েরীতে লিখে লিখে দিয়ে, বার বার বলে ভুল থেকে মুক্ত করতে হবে। তবেই না হবে তুমি আদর্শ মা। তুমি হবে সকলের প্রিয় মা, সকলের মা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

قال الله تعالى : وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে; ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই কৃতকার্য হবে।" (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৪)।

প্লিজ মা, এ যে তোমার দায়িত্ব। মা-মা তুমিই পার মা, যা বাবার পক্ষেও সম্ভব না। ধীরে ধীরে নিয়ে যাও তোমার অনুসারীদের জান্নাতের সেই সীমাহীন শান্তির মোহনায়, বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে, আগুনের ইন্ধন তৈরী থেকে পরিবার বংশধর ও জাতিসত্তাকে।

পক্ষান্তরে কাউকে সঠিক দিক নির্দেশনা না দিয়ে চুপচাপ থেকে, কোন ভুল প্রতীয়মান হলে মায়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পরও সংশোধন করানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে, প্রয়োজনে লিখে ঠিক "যেমন আদর্শ মা তেমন আদর্শ সন্তান" হিসেবে গড়ার সুযোগ না নিয়ে শুধু শুধু দূরে ঠেলে দিয়ে পশ্চাতে অভিযোগের পাহাড় গড়ে কি লাভ হবে? না বাঁচতে পারবেন আল্লাহর আদালত থেকে আপনি, না বাঁচাতে পারবেন

www.pathagar.org

শান্তশিষ্ট! চুপচাপ!! কথা কম বলে!!!

আপনার বংশধরদেরকে। তাছাড়া মাথা ব্যথা করে বলে মাথা কেটে ফেলা নজীরবিহীন। কাজেই আসন গ্রহণ করুন। চুপচাপ, শান্তশিষ্ট মানবীয় গুণ। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের বিরোধীতার ক্ষেত্রে শান্তশিষ্ট থাকতে পারে হয় মূর্খরা অথবা জ্ঞান পাপীরা অথবা ব্যক্তি স্বার্থ পূজারীরা।

অন্যদিকে যেখানে আদর্শ হচ্ছে ভূলুণ্ঠিত, আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর বাণী হচ্ছে পরাভূত, হজ্ব, ওমরা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী হওয়া সত্ত্বেও যেখানে সুদের ব্যবসায় জড়িত হচ্ছে অহরহ, সম্পদের কাছে নৈতিকতাকে যারা বিলীন করে দিতে অভ্যস্ত এমন ক্ষেত্রগুলোতে শান্তশিষ্ট, চুপচাপ থাকা কি মানবীয় গুণ হতে পারে? বরং এক্ষেত্রে চুপচাপ থেকে কথা না বলার কারণে তারাই বিপথগামী। কাজেই স্ব-স্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে আদর্শের সাথে সংশোধনের দায়িত্ব নিন। জাতি আপনাদেরকে আদর্শ পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় দেখতে চায়। দিতে চায় আদর্শ মায়ের মর্যাদা, পেতে চায় জান্নাতে, মাগো দু'দিনের এ দুনিয়ার মোহে যেয়ো না সব ভুলে কী তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

১. আবু দাউদ
২. বুখারী
৩. আবু দাউদ
৪. মুসলিম
৫. তিরমিযী (রিয়াদুস সালেহীন, ৩য় খণ্ড) পৃষ্ঠা : ২২৮

www.pathagar.org

পাঠ চৌদ্দ

হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) হাক্কুল ইবাদ (মানুষের হক) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কাজ।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

"হুকুম দেওয়ার চূড়ান্ত অধিকার ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তিনি ফরমান দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর জন্য আর কারোরই দাসত্ব, অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করবে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও দাসত্ব ভিত্তিক দ্বীন-ই দৃঢ় সরল। কিন্তু লোকদের অনেকেই তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

আর না জানার কারণে তারা এগুলো মানে না। তবু মহান আল্লাহ রাহমানুর রাহীম তিনি নিজ গুণের মহিমায় হয়তোবা তাঁর হক আদায়ের ঘাটতি ক্ষমা করে দিলেও দিতে পারেন।

কিন্তু মানুষের হক!!!

পারবেন কি ক্ষমা করে দিতে? যদি মানুষ পরস্পর পরস্পরের হক আদায় না করে, তাহলে যার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, হক হরণ করা হচ্ছে সে ক্ষমা না করলে কোনভাবেই আপনি ক্ষমা পেতে পারে না। কাজেই কাল হাশরের মাঠে আপনাকে তার মুখোমুখি হতেই হবে এবং তার হক পরিপূর্ণ করে দিয়ে জান্নাত অথবা জাহান্নামে আসন গ্রহণ করতে হবে। এবার বলুন! হে দুনিয়ার হক হরণকারীরা-কি জবাব দেবেন সেদিন? কাজেই সন্তানদেরকে ছোট বেলা থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা, শিক্ষা দেয়া, প্রয়োজনে কঠোরতা অবলম্বন করে মানানোর চেষ্টা এবং এগুলোর ভিত্তিতে অভ্যাস গঠন করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের মুহতারেমা মাদেরকেই পালন করতে হবে। নয়তোবা আপনারও যে মুক্তি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

www.pathagar.org

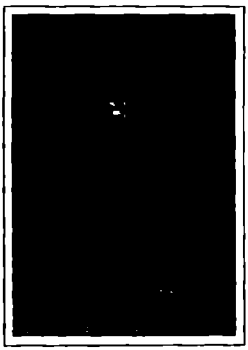

পাঠ চৌদ্দ

বিশ্ব জগত একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ নামে স্রষ্টার এ প্রতিনিধি সব সময় মেনে চলবে আল্লাহর দেয়া নিয়ম নীতি – এটিই ইসলামী জীবন পদ্ধতি।

দুনিয়ার এ জীবনে আদর্শ জীবন পদ্ধতির ছাঁচে স্রষ্টার নির্দেশিত পথে যা-যা করতে আর না করতে বলা হয়েছে তা মেনে সৃষ্টি তার নিজেকে দুনিয়াতে পরিচালিত করবে এটাইতো স্বাভাবিক। অর্থাৎ সৃষ্টি যার আইন চলবে তার এটা মনে প্রাণে মেনে নিয়ে বাস্তবে রূপ দান করাই হচ্ছে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলামী জীবন দর্শনে হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হাক্কুল ইবাদ (মানুষের হক) এ দুটি বিষয় প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। হক বা অধিকার শব্দটি আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সত্য, প্রমাণিত, অনস্বীকার্য। যা স্বাভাবিকভাবে সত্য তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত এবং যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত তা অনস্বীকার্য। আর যা অনস্বীকার্য তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তা আদায় না করে কোন উপায় নেই। কোন উপায় থাকতেও পারে না। কেননা যা এমনিতেই সত্য, ধ্রুব সত্য, তা তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এটাতো অনিবার্যভাবেই পালন করতে হবে। তা অস্বীকার করা বা পালন না করা, আদায় না করার কোন অধিকার বা সুযোগই কারোর থাকতে পারে না। বাংলা ভাষায় এই হক শব্দের প্রতিশব্দ হলো অধিকার। অধিকার বলতে একসাথে দুটি জিনিস বুঝায়। একটি হচ্ছে স্বত্ব যা ব্যক্তির নিজের জন্য প্রযোজ্য আর অপরটি অন্যের ওপর ধার্য বা অন্য কারোর নিকট পাওনা বুঝায়।

www.pathagar.org

নিজের স্বত্ব নিজের নিকট স্বীকৃতব্য। অন্যকেও তা মেনে নিতে হয় এবং সে জন্য কোন ব্যক্তির স্বত্বের ওপর কারোর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, আবার যা অন্যের নিকট পাওনা, তা যার পাওনা তাকে সে ব্যাপারে যেমন সচেতন থাকতে হবে সে পাওনা আদায় করার জন্যে তেমনি যার নিকট তা পাওনা তাকেও সে পাওনার কথা মানতে হবে। তা সে অস্বীকার করবে না। শুধু তা-ই নয়, তা দিয়ে দেওয়ার জন্যও তাকে মনে প্রাণে প্রস্তুত থাকতে হবে; আর সে প্রস্তুতির ফলশ্রুতিতে তা অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে, না দিলে সে কঠিনভাবে দায়ী হবে। কাল হাশরের মাঠে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কর্তৃক পরিচালিত বিচারের কাঠগড়ায় আসামীর আসনে আসীন হতে হবে।

অধিকার কথাটি পারস্পরিক। আমার অধিকার অন্যের ওপর এবং অন্যের অধিকার আমার ওপর। সেই সাথেই আমার অধিকার আমার নিজের ওপর। পারস্পরিক এই অধিকারের ন্যায্যতা কোন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না। হক বা অধিকারের সাথে কর্তব্য শব্দটির সম্পর্ক ওতপ্রোত। কেননা একজনের যা হক বা অধিকার অন্যজনের জন্য তা কর্তব্য। একজনের যা পাওনা অন্য জনের জন্য তা দেনা আর দেনা মানেই দেওয়া কর্তব্য। এভাবে মানুষ স্বত্ব তথা অধিকার ও দেনা অর্থাৎ কর্তব্যের বন্ধনে বন্দী। এই বন্ধন ছিন্ন করা হলে মানুষের জীবন চলতে পারে না।

স্বত্ব যেমন ব্যক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তেমনি অধিকার সেই স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিগণকে পরস্পরের সাথে সংমিশ্রিত, সংযোজিত ও সুসংবদ্ধ করে। স্বত্ব ব্যক্তিবাদ সৃষ্টি করে আর অধিকার সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে। এই ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকত্ব-এর সমন্বয়েই মানুষের বাস্তব জীবন। প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। যা হবে একে অপরের চেয়ে ব্যতিক্রমী এবং উন্নতমানের। গড়া হবে আদর্শের ছাঁচে কুরআনেরই আহ্বান রাসূল (সা.) এর চরিত্রাবরণে। ব্যক্তির সত্তা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অস্বীকার করা যায় না ব্যক্তি স্বত্বকেও। কাজেই ব্যক্তির স্বত্তা যতই স্বতন্ত্র সম্পন্ন হোক তা কোন ক্রমেই আদর্শ বহির্ভূত বা একীভূত হতে পারে না। তারও একটা সামষ্টিক দিক রয়েছে। যেমন ব্যক্তির স্বত্তা স্বাতন্ত্র্যের রয়েছে সামাজিক পটভূমি। সমাজ সামষ্টিকতাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির জীবন অকল্পনীয়। তাছাড়া স্বত্ব নিয়ে আসে দায়িত্ব আর অধিকার নিয়ে আসে কর্তব্য। তাই এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বাদ দিয়ে বা দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে মানবস্বত্তা সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হতে পারে না।

www.pathagar.org

হাক্কুল্লাহ্ ও হাক্কুল ইবাদ

বিশ্বের বুকে মানব স্বত্তার মূল্যায়নে প্রাথমিক ও স্বতঃস্পষ্ট কথা হচ্ছে, মানুষ একটি সৃষ্টিস্বত্তা। সৃষ্টের জন্য অপরিহার্য স্রষ্টা। এ স্রষ্টা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত রূপে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ায় তাকে প্রয়োজনীয় সব জীবন উপকরণ দিয়েছেন এবং তার জন্য একটি দ্বীন বা জীবন স্থাপন পদ্ধতিও মনোনীত করেছেন। এই বিশেষ অনুগ্রহের জন্যে মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য পাওয়া যেমন আল্লাহর একটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলাও প্রতিটি মানুষের নৈতিক কর্তব্য। আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং ধবংস করেন। আমাদের জীবন-মরণ, আহার-নিদ্রা, সফলতা বিফলতা সবই তাঁর হাতে। তিনি আমাদের সৃষ্টিই করেছেন তার ইবাদতের জন্য। তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

"জ্বিন ও মানব জাতিকে আমি কেবল এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে তারা শুধু আমার ইবাদত করবে।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

এ ইবাদতের মাধ্যমে হাক্কুলাহ বা আল্লাহর হক কোন-কোন ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করলে আদায় হতে পারে তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে।

- সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করা;
- আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলা;
- নিজের সার্বিক সত্তা আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ কামনা করা।

আমাদেরকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ঘোষিত হুকুম বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার আদায় হবে এবং তিনি আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

আজকের সমাজে দুনিয়াবী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত সর্বোচ্চ সার্টিফিকেটধারী হিসেবে চেয়ার দখলকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবীসহ গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন মানুষ রয়েছেন। যারা দুনিয়ার জিন্দেগীতে আল্লাহর হুকুম পালনের তোয়াক্কা না করে মনগড়া মত চলে, চারিদিকে নিজের দুনিয়াবী সফলতার আনন্দে অভিভূত হয়ে জয়োধ্বনি আর সুনামের আত্ম অহংকারে স্রষ্টাকে ভুলে যায়, নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যেতে চায়। আচ্ছা বলুন! তারা যখন মৃত্যুবরণ করে তখন কবরে রাখার সময় তাদের আপনজনেরা বলে -"বিসমিল্লাহে আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ।" অর্থাৎ আল্লাহর নামে রাসূলের দলে উঠিয়ে দিয়ে গেলাম; তখন কি– এ প্রশ্নটি করা সমীচীন হবে না যে, আল্লাহর নামে রাসূলের দলে কাকে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন? যে মানুষটি তার জীবন-যৌবন, জ্ঞান-দর্শন.

www.pathagar.org

কর্ম-চিন্তা কোন কিছু আল্লাহর হুকুমমত পরিচালনা করল না। জীবনে যত মিছিল, মিটিং, বক্তৃতা করেছে কোথাও কখনো আল্লাহু আকবার বলেনি, মন যখন যা চেয়েছে ঠিক তখনি তা করেছে, দুনিয়াতে এমন কোন কাজ নেই যা করেনি এমন বেঈমান ব্যক্তির পঁচাগলা লাশটাকে রাসূল (সা.) এর কি দায় ঠেকা পড়েছে তার দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে। আর আল্লাহ তায়ালার বা এমন নাফরমান লাশটার কী প্রয়োজন? বিবেকবান মাত্রই একটু চিন্তা করে দেখবেন কী? অনুরূপভাবে দুনিয়ায় মানুষ জন্মলাভ করছে মা বাবার সৌজন্যে, বেড়ে উঠছে তাদের স্নেহ বাৎসল্যে; এখানে সে জীবন যাপন করছে আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী এবং অন্য মানুষের সাহায্য সহযোগিতায়, অন্যদিকে মানুষের দুটি শ্রেণী নর ও নারী জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পাচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে। ফলে অনুগ্রহ, অবদান ও স্নেহ বাৎসল্যের দাবী অস্বীকার করা চরম অকৃতজ্ঞতার ব্যাপার। আর অকৃতজ্ঞতা একটি বড় অপরাধ। অকৃতজ্ঞতা সাধারণভাবেই মানুষের নিকট ঘৃণিত-কোন দিনই তার প্রশংসা করা যায় না। অতএব মহান স্রষ্টার অনুগ্রহ বিশ্বলোক ও পৃথিবীর অবদান এবং মা-বাবার স্নেহ বাৎসল্য ও কষ্ট স্বীকারের ঐকান্তিক দাবী হচ্ছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার। মানুষের ওপর সৃষ্টিকর্তার হক, বিশ্বলোক ও পৃথিবীর হক ও মা-বাবার হক,সর্বোপরি তার নিজের ওপর নিজের হক এক অনস্বীকার্য মহা সত্য। এই হক-ই মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করে। এই কর্তব্য পালন করা অন্য কথায় এই হক আদায় করাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি এই কর্তব্য পালন করে তাহলে সে প্রকৃত মানুষ হওয়ার গৌরবে ধন্য হতে পারে। তার জন্ম ও জীবন হতে পারে সার্থক। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকৃত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপরীত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অনিবার্য। এ বিশৃঙ্খলার জাল ছিন্ন করে মরুর বুক চিরে যিনি সমগ্র বিশ্বে মানবতার কল্যাণকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন -

সেই মহান শিক্ষক, আদর্শ নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হাক্কুল ইবাদ (মানুষের হক) প্রসঙ্গে বলেন, "নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের ওপর তোমার স্ত্রীর ও তোমার সন্তানের হক রয়েছে। অতত্রব হকদারকে তার হক প্রদান কর।" [১]

আল কুরআনুল কারীমের সূরা নিসার প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের ওপর মানুষের অধিকারের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ফরজ করে দিয়েছেন, সেখানে এগুলো পরিহারকারী বা অস্বীকারকারীকে শেষ বিচারের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা রাহমানুর রাহীম আবার পাশাপাশি আহকামুল হাকিমীন। কাজেই তিনি যেমন

www.pathagar.org

দয়ালু তেমনি অত্যন্ত কঠোর। কাউকে কোন কিছুর ব্যাপারে অপূর্ণ রাখেননি। মানুষ যা চায়, যেভাবে চায় যে পরিমাণে পরিশ্রম করে ঠিক তাই তাকে দেয়া হয়। কাজেই কোনভাবেই কোন মানুষ অন্য মানুষের হক হরণ করবে বা তার ওপর জুলুম করবে এমন অপরাধ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ক্ষমা করতে পারেন না। একজন মানুষ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতার সাথে পালন না করে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের কষ্টের কারণ হলে অবশ্যই তাকে আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায় আসামীর কাতারে দাঁড়াতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের হক বা অধিকার বিভিন্ন পর্যায়ে হতে পারে। যেমন ঃ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক দেনমোহর। এটি স্ত্রীকে যথাসময়ে অবশ্যই পরিশোধ করে দিতে হবে। স্বামীরা অনেক ক্ষেত্রে ছলছাতুরী করে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চায় এতে স্ত্রীরা মাফ করে দিলেও এটি চূড়ান্তভাবে ক্ষমা হয় না। এ বিষয়ে বেশির ভাগ আলেমদের অভিমত হলো দেনমোহর অবশ্যই পরিশোধ করে দিতে হবে। এটি আল্লাহর আদেশ। যারা পরিশোধ করবে না তারা অপকর্মকারীদের কাতারে শামিল হবে।

এভাবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক, বাবার প্রতি সন্তানের হক, সন্তানের প্রতি বাবার হক, চাকর-চাকরানীদের হক, নিকট আত্মীয়ের হক, দূরবর্তী আত্মীয়ের হক, প্রতিবেশীর হক, দেশবাসীর হক, শাসক-শাসিতের হক, সাধারণ মুসলিমদের হক, দরিদ্র নিঃস্ব অভাবী লোকের হক, মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের হক, প্রতিষ্ঠানে মালিকের কাছে শ্রমিকের হক, শ্রমিকের কাছে মালিকের হক, শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীর হক, শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকদের হক, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও ছোটদের আদর স্নেহ করা অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র। আজকের এ অস্থিতিশীল বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা ও মানার অনুপস্থিতিই দায়ী –এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাজেই বর্তমান সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শিক্ষক আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুহতারেমা মায়েদেরই তাদের সন্তানদেরকে এ সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এ দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হবে, ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের কথা-বার্তায়, চিন্তা চেতনায় এ বিষয়টির পজিটিভ-নেগেটিভ দিক সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। তুলে ধরতে হবে আজকের বিশ্বের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে তার কারণ ও গবেষণালব্ধ সমাধান। আর তাহলেই সন্তানরা শিখবে, নিজেরাও সুখ ভোগ করবে এবং অনাগত জাতির জন্যে গড়ে তুলতে পারবে একটি সুন্দর বাসযোগ্য ভূমি।

---

১ বুখারী

www.pathagar.org

পাঠ পনের

ভাল মানুষকে ভালবাসা ভাল কাজকে সমর্থন করা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন করা; প্রত্যেক নাগরিকের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দেশের মানুষকে ভালবাসা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, মদ, জুয়া, লটারি, সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত থেকে একটি আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র গঠনে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করা, অনুপ্রাণিত করা তথা-এমন শিক্ষা দেয়া আদর্শ মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

www.pathagar.org

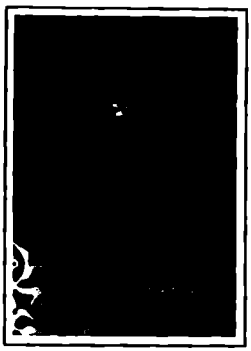

পাঠ পনের

মানুষ।
ধরণী সুশোভিত।
চারিদিক মুখরিত
কোলাহলে পরিপূর্ণ।
সতের হাজার নয়শত নিরানব্বইটি সৃষ্টিই যেন খেদমতে নিয়োজিত
সেই একটি সৃষ্টির জন্যে.....।
মানুষ!

মহান আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছা মত মানুষকে সুন্দর অবয়ব ও গঠন শৌষ্ঠবে সৃষ্টি করেছেন। এ এক অনন্য সৃষ্টি। যার জন্যে একজনের হাতের রেখার সাথে পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তাদের কারোরই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ এক বিচিত্র সৃষ্টি।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তাই দেয়া হয়েছে সম্মান, হও আগুয়ান, নেই তোমাদের সমমান.....অন্য কেউ। বাস্তবায়ন কর আল্লাহর দেয়া হুকুমত। হে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব! তোমাদেরকে অসম্মান দেখিয়ে ইবলিস হয়েছে অভিশপ্ত, বিতাড়িত! তোমরাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। দূরীভূত করে দাও পশু প্রবৃত্তি, দমন কর কাম, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা, ছেড়ে দাও দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্পদের পিছু পিছু চলা, পথ চল আদর্শের সাথে, ভালবাস মানুষকে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর রাষ্ট্রীয় আইনকে, মেনে চল সকলে, সমর্থন কর একমনে, একসাথে সমাজ থেকে উৎখাত কর মদ, জুয়া, লটারি, দূর কর সুদ, সুদী লেনদেনকে কারণ এগুলো মারাত্মক

www.pathagar.org

পাপ বলেছেন আল্লাহ পাক কুরআনে ও রাসূল (সা.) হাদিসে । সুতরাং প্রতিহত কর ঘুষ ও দুর্নীতি, প্রতিহত কর বোমাবাজী, মানুষ হত্যার কলুষিত রাজনীতি – কায়েম কর সুষ্ঠু শান্তিময় সমাজব্যবস্থা । কিন্তু কিভাবে? আর উপরোক্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোতে কী ক্ষতিই বা রয়েছে?

মদ, জুয়া লটারি।

আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ -

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ । সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর । তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে । শয়তানতো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও নামাজ আদায়ে বাধা দিতে চায় । তবে কি তোমরা নিবৃত হবে না?" (সূরা মায়িদা ঃ ৯০-৯১)

এই আয়াতে মদ ও জুয়া দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষাকে ঘৃণ্য বস্তু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । এগুলোকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে ।

আমাদের দেশে পহেলা বৈশাখ, হিন্দুদের পূজা-পার্বন, বছরের বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বিভিন্ন এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয় । সেখানে বিনোদনের নামে মদ জুয়ার ছোট খাট আসর জমে থাকে । এ সমস্ত আসরে যেন কোমলমতী সন্তানেরা অংশগ্রহণ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখার লক্ষ্যে প্রথমত ঃ তাদেরকে এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যেতে না দেয়া, দ্বিতীয়ত ঃ যেতে দিলেও তাদের হাতে অতিরিক্ত বা বেশি টাকা না দেয়া এবং উত্তম নসীহত দানের মাধ্যমে যেতে দিতে হবে । কেননা বেশি টাকা পেলে তারা সেখানে যেয়ে মদ জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে । যা ইসলামী শরীয়তে হারাম । এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ تَعَالْ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ -

www.pathagar.org

"কেউ যদি তার সাথীকে বলে, এসো জুয়া খেলব। তাহলে এ কথার অপরাধের কারণে সাদাকা করা তার ওপর অপরিহার্য।" [১]

অতএব জুয়াকে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেমন কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নেই, তেমনি একে খেলা, মনের সান্ত্বনা, তৃপ্তি ও অবসর বিনোদনের উপায় রূপে গ্রহণ করাও বৈধ হতে পারে না।

লটারিও এক প্রকার জুয়া। লটারিকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং একে জনকল্যাণমূলক কাজের নিমিত্তে জায়েয মনে করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান এমন লটারির আয়োজন করে তাতে দুঃস্থ, আত্ম মানবতার উপকারের কথাটি সংযুক্ত করে থাকে এবং বলে থাকে এটাও এক প্রকার দান। এজন্যে অনেক শিক্ষিত মা-বাবাও সন্তানদেরকে এ লটারি টিকিট কিনতে অভ্যস্ত করে তোলে। বস্তুতঃ জনকল্যাণের ধোঁয়া তুলে যারা এসব লটারির ব্যবস্থা করে থাকে, মূলত জনসেবার পরিবর্তে আত্ম সেবাই তাদের সামনে মুখ্য। তাছাড়া মানবতার সেবার কথা বলে চাকচিক্যময় বিজ্ঞাপন ও শ্লোগানের মাধ্যমে প্রচার করে হারাম কাজে মানুষকে আসক্ত করে ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আজ মুসলিমদের মুসলমানিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু কেন? কিভাবে? আসুন, যে কথা বলে মানুষকে টিকিট ক্রয়ে আকৃষ্ট করা হয় তা একটু জেনে নিই।

লটারি! লটারি!! লটারি!!! দশ টাকায় ৪০ লক্ষ টাকা, যদি থাকে কপালে আপনা আপনি আসিবে। ভাগ্যে থাকলে ঠেকায় কে? মাত্র ১০ টাকায় আপনার জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। ১০ টাকায় ৪০ লক্ষ টাকা বা ঢাকায় একটি ফ্লাট বাড়ি। লটারি কিনুন, ভাগ্য পরীক্ষা করুন। আত্ম মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন। আপনার ১০টি টাকা একজন মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। .....প্রতিষ্ঠানের লটারি কিনুন,যদি লাইগা যায়.....।

এই সুন্দর-সুন্দর কথাগুলো নারী ও পুরুষের কণ্ঠে প্রচার করে এক শ্রেণীর মানুষকে অহেতুক ভাগ্য নির্ভর করে তোলা হয়। ফলে খেটে খাওয়া দরিদ্রক্লিষ্ট মানুষগুলো অনেক কষ্টার্জিত হালাল অর্থ দিয়ে একেক জনে কয়েকটি করে লটারি টিকিট কিনে থাকে। অনেকে অনেক মানতও করে থাকে। স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা তাদের টিফিন বা রিক্সা ভাড়ার টাকা থেকে বাঁচিয়ে এ টিকিট ক্রয় করে ভাগ্য পরীক্ষায় উদ্যোগী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এ ভাগ্য পরীক্ষা হারাম ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.org

মদ, জুয়া, লটারি

"লটারি দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করা পাপকার্য।" (সূরা মায়িদা ঃ ০৩)

যারা হক হালাল অর্থ দিয়ে এ টিকিট কিনে মানত করে, নামাজ পড়ে দোয়া করে তারা সবাইতো আর পুরস্কার পাবে না। কারণ লক্ষ লক্ষ লোক এ টিকিট ক্রয় করে আর না পেয়ে তখন ভাবে আমার ভাগ্য খারাপ। আমি এত কষ্ট করি আল্লাহ আমাকে দেয় না। কাজেই নামাজ পড়ে আর কী হবে? এতগুলি টিকিট কিনলাম আল্লাহতো পুরস্কারটা আমার ভাগ্যেই দিতে পারত! না আর নামাজ পড়ব না। তাতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঈমান হালকা হয়ে যাচ্ছে। অথচ পাশাপাশি এক শ্রেণীর মানুষ অবৈধ উপায়ে বৈধতার লেভেল লাগিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে দিনে আনে দিনে খায় এমন দরিদ্র মানুষ, দিনমজুর, রিক্সাচালকসহ শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের টাকা হাতিয়ে নিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে।

অন্যদিকে আজকে মেধা খাঁটিয়ে এক শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত মানুষ টাকা হাতিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে লটারিকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন সাজে আমাদের মাঝে বিস্তার ঘটিয়ে দিয়েছে। যেমন ঃ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কে জিতবে কে হারবে তা নিয়ে মোবাইল ফোন কোম্পানীর চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন এবং অফারের ফলে এক শ্রেণীর খেলা প্রেমিকরা মোবাইল হাতে নিয়ে এস.এম.এস করে লটারিতে অংশগ্রহণ করতে ব্যস্ত থাকছে। এতে খেলা প্রেমিকরা মেধা, সময় ও অর্থ অপচয় করছে। আর মোবাইল ফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হাতিয়ে নিচ্ছে প্রচুর অর্থ। এ বিষয়ে না হয় পাশ কাটিয়ে গেলাম কিন্তু যখন দেখি দ্বীন প্রশ্নবিদ্ধ তখন তো আর চুপ থাকা যায় না। ঈমানের দাবী অনুসারেই লিখতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে। ইসলামে ভবিষ্যত বাণী করা নাজায়েয। আজকে খেলায় কে জিতবে তা পূর্ব থেকে বলা ভবিষ্যত বাণীর সাথে সম্পৃক্ত। আবার পাড়ায়-পাড়ায় ছেলে-মেয়েরা বাজি ধরে থাকে আজকে এদেশের টিম জিতবে; তারা হারবে। এভাবেই শুরু হয়ে থাকে বাজি ধরা, তাও নাজায়েয।

এক্ষেত্রে সন্তানদের বুঝিয়ে বলতে হবে এসমস্ত প্রতিযোগিতা বা বাজি ধরা হারাম। এস.এম.এস করে টয়োটা হাই লাইট্স গাড়ি পেয়ে যাবে এমন চিন্তা করা নাজায়েয। বরং খেলা প্রেমিক হিসেবে দেশের প্রতি সমর্থন বা দল প্রিয়তা থাকতে পারে কিন্তু বাজি ধরা, চিৎকার, হৈ-হুল্লোর, মারামারি, কাল্পনিক ভবিষ্যত বাণী বলে এস.এম.এস করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কোনভাবেই ইসলাম সমর্থিত নয়। এতে সন্তানদের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, ওরা লোভী হয়ে যায়, ওরা বে-নামাজি হয়ে যায়। না প্রাপ্তিতে হতাশ হয়ে নামাজ ছেড়ে দেয়। সুতরাং এমন অনৈতিক কাজ থেকে আগামী দিনে আপনাদের সন্তানেরা যেন মুক্ত

www.pathagar.org

থাকতে পারে সেজন্য আজ প্রয়োজন আপনাদের (মায়েদের) সঠিক দায়িত্ব পালন ও সচেতনতা।

পাপ কাজ করা বা সমর্থন করার মধ্যে যদিও আমরা দেখি কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক কল্যাণ হয়তোবা রয়েছে, কিন্তু তবু তাতো হালাল হতে পারে না, তাছাড়া হারাম দিয়ে শুরু কোন কাজে সওয়াব প্রত্যাশা করা আর তেতুল বৃক্ষের কাছে আম প্রত্যাশা করা একই কথা। কাজেই আমাদের মুহতারেমা মায়েদেরই তাদের সন্তানদেরকে এগুলো বুঝিয়ে ক্রয় করা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আবার উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়ে এমন কিছুর মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য নসীহত প্রদান করতে হবে। তেমনি সমাজ বিধ্বংসী আরেকটি মারাত্মক পাপ কাজ হলে সুদ, সুদী ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

সুদ!

আরবি রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় মূলধনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই রিবা বা সুদ। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا -

"যে ঋণ কোন মুনাফাকে টেনে আনে তাই রিবা।" [২]

অতএব কোন ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তিকে এই শর্তে একশত টাকা ঋণ দেয় যে, মেয়াদ শেষে ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতাকে একশত পঁচিশ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে এ পঁচিশ টাকা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

ফকীহগণের মতে, সুদ দুই প্রকার। যথা ঃ

০১. রিবান নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ,

০২. রিবাল ফাযল বা মালের সুদ।

জাহেলী যুগে আরবে এ দু'প্রকার সুদেরই ব্যাপক প্রচলন ছিল। আজকের সমাজেও বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন স্টাইলে এর প্রচলন দেখতে পাই। কোথাও কোথাও একখণ্ড জমির পত্তনের টাকার সাথে তুলনা করে সেই সম পরিমাণ টাকা পূর্ব থেকে নির্ধারিত হার অনুসারে ধার দেয়া হয়। এরূপে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময় শেষে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে যে অতিরিক্ত অর্থসহ টাকা গ্রহণ করে তা কুরআন ও হাদিস অনুসারে সুদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আবার কোথাও শুনি, অতিরিক্ত টাকা নিয়ে ঋণদাতার খেয়াল খুশীমত কিছু টাকা ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দেওয়া হয়, তাদের ধারণা এমনটি করা হলে এটি সুদ হবে না। আল্লাহ মাফ

www.pathagar.org

করুক। সুদ সম্পর্কে যতটুকু স্টাডি করেছি তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটিও সুদের আওতায় আসে। সুদ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সুদ প্রথা ধন-সম্পদকে সমাজের পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৩০)
সেই সাথে সুদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখপূর্বক আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ -

"যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর তা এজন্য যে তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ তায়ালা বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা

www.pathagar.org

তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৭৯)

হাদিস শরীফে রয়েছে ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَكْلِ الرِّبوا وَمُوْكِلِهِ وَكَاتِبِهِ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ -

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ "সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং তিনি বলেছেন তারা সকলেই সমান অপরাধী।" [৩]

এ অর্থে সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকরি, সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে হাউজ লোন সংগ্রহ, কৃষি ঋণ সংগ্রহ, সুদী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এল.সি খোলাসহ সুদের লেনদেনে সাহায্য সহযোগিতা করা সবই হারাম এবং অভিশপ্ত কাজ।

অপর এক হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

اَلرِّبوا سَبْعُوْنَ جُزْءٌ أَيْسَرَهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ -

"সুদের সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর নিম্নটি হলো গর্ভধারিণী মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম পর্যায়ের গুনাহ।" [৪]

সুদের সাথে সম্পৃক্ততা একটি ঘৃণ্যতম ও লজ্জাকর কাজ। আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের অনেক ব্যভিচারের ইতিহাস শুনেছি, বইতে পড়েছি কিন্তু এমন পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট ঘৃণ্যতম, জঘন্য বিবেক বর্জিত ব্যভিচারের ঘটনা যা নিজের গর্ভধারিণী মায়ের সাথে তুলনাযোগ্য হওয়ার মত খারাপ কোন কাজ করার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আজ মুসলিম অধ্যুষিত প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশসহ বহিঃবিশ্বে অমুসলিমরা এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবসা চাপিয়ে দিয়েছে যার ফলে মুসলিম বিজ্ঞজন মাত্রই লজ্জিত হওয়ার কথা। অথচ কুরআনের বাণী ও রাসূল (সা.) এর হাদিসটি মাথায় রেখে সুদের নাম শুনতেই যেন মুখে উচ্চারিত হয়ে ওঠে নাউযুবিল্লাহ।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে যে বিষয়টি আজ সুস্পষ্ট সেটি হচ্ছে সুদ হারাম। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। অতীতে সকল ধর্মগ্রন্থেও নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া সুদ নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি সামাজিকভাবেও যুক্তিসঙ্গত। এর সুফলতো নাই এবং কুফল আলোচনা করতে গেলে একটি পৃথক বই হয়ে যাবে। তাই এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না, তবে একটু তো বলতেই হয় সুদ গ্রহণ করা ও সুদ দেয়াতে যেমন আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর নাফরমানী রয়েছে

www.pathagar.org

অনুরূপভাবে এর প্রভাবে রয়েছে নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বা কুফল। বস্তুত সুদ মানব চরিত্রে নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা এবং কৃপণতা ইত্যাদি বদ অভ্যাসগুলো জন্ম দেয়। এতে দয়া-মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়। এ ধরণের মানুষেরা শুধু টাকা-টাকা করে, টাকাওয়ালার পেছনে ঘুর-ঘুর করে। টাকাওয়ালা দেখলে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অনাদর্শের সাথে আপোস করতে, অনাদর্শিক লোকজনদের সাথে সম্পর্ক করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাদের চরিত্র হলো, যত পায় ততই চায়, যেই না পায় সেই বিগড়ে যায়। অন্যদিকে যে আদর্শবান, আদর্শ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত সে ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ঘনিষ্ঠজন, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনসহ অন্ততপক্ষে এক পাতিলের ভাত খায় তাদের কারোর সাথে সুদের তথা আল্লাহর নাফরমানির সম্পর্ক থাকুক তাতো সে সুস্থ মস্তিষ্কে মেনে নিতে পারে না। এমনকি তা মা-বাবার ক্ষেত্রে হলেও আদর্শ সন্তানদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কঠিন। হতে পারে এক্ষেত্রে মা-বাবা সুদ প্রসঙ্গে যতটা কুরআন, তাফসীর ও হাদিস অধ্যয়ন করা উচিত তা করতে পারেনি। তবে এটাও আরেকটি ইসলাম সঙ্গত ঘাটতি। কারণ কুরআনের প্রথম বাণী হলো পড়, জ্ঞান অর্জন কর। এক্ষেত্রে সন্তান দেখছে মা-বাবা তাদের সুখের, কল্যাণের জন্য সম্পদ উপার্জন করতে যেয়ে কষ্টার্জিত অর্থ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক পন্থা সুদের মাধ্যমে বাড়ানোর চেষ্টা করছে। (যদিও প্রকৃত অর্থে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই মা-বাবার অসুস্থতা ও চিকিৎসা ব্যয় যোগ বিয়োগ করলে দেখা যাবে বাড়েনি বরং কমছে।) এমন বিষয়টিতে কোনভাবেই আদর্শ ও শিক্ষিত সন্তান মাত্রই চুপ থাকা বা মেনে নিতে পারে না। মা-বাবার জন্য দুনিয়াতে শারীরিক অসুস্থতার মাধ্যমে কষ্ট পাওয়া আর আখিরাতে আগুন অপেক্ষা করা আদর্শ সন্তান উপলব্ধি করে, জেনে-বুঝে কি চুপ থাকতে পারে? বরং মা-বাবাকে যদি সন্তানরা শ্রদ্ধা করে ভালবাসে তাহলে তাদেরকে এটি থেকে মুক্ত করার জন্যে তো সন্তানদের পাগল হয়ে যাওয়া এমনকি প্রয়োজনে গায়ের রক্ত বিক্রি করে তাদের মুক্ত করা উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে যারা বা যে সন্তান চুপ থাকে, তাদেরকে সুদ থেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে না, তাহলে কি এমনটি বলা ভুল হবে যে, সে মূলত স্বার্থপর-ধান্ধাবাজ; চিন্তা-চেতনায় কলুষিত আর শিক্ষার লেবাসে অজ্ঞ, মূর্খ ও জাহিল। অন্যকথায় ইসলাম বিরোধীভাবে চলতে চলতে, হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে-করতে, তাদের শরীরের রক্তে আদর্শিক কোন চেতনাবোধ কাজ করে না, তাকওয়া ভীতিও তাদের মধ্যে কাজ করে না। আর তা না হলে মা- বাবাকে দুনিয়াতে শারীরিক কষ্ট এবং আখিরাতে আগুনে নিক্ষেপ করবে এমনটি বুঝেও কি চুপ থাকতে পারে? আসলে এক্ষেত্রে সন্তানের ছদ্মাবরণে দু'দিনের এ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত এমন কুসন্তান হওয়ার চেয়ে আর আদর্শ সন্তানরা যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক

www.pathagar.org

সুদ

মা-বাবার মঙ্গল কামনা এবং চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করা ছাড়া আর কি-ই-বা করার থাকতে পারে।

মা-বাবা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী। কয়েকবার হজ্ব করে হাজী, সৎ চিন্তা চেতনায় জীবন পরিচালনাকারী কিন্তু টাকা লেনদেন করছেন সুদী ব্যাংকে এমন এদেশে অনেক লোক আছে। একটু ভেবে দেখুন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সৎ কর্মের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সুদী ব্যাংকে জমা রেখে কেন হারাম করে দিচ্ছেন? যখন ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক বাংলাদেশে ছিল না তখনকার কথা ভিন্ন। কিন্তু আজকের ব্যাংকিং প্রেক্ষাপটেতো ইসলামী ব্যাংক সুদ মুক্তভাবে লেনদেন এবং মুনাফাও প্রদান করছে। আবার অনেকে সুদকে অপছন্দ করেন কিন্তু সুদী প্রতিষ্ঠানেই বীমা পলিসি গ্রহণ করছেন তাদের কথা হলো তারা সুদের টাকা নেবেন না, অর্থাৎ তারা সুদ নেন না, ভাল। কিন্তু তাদের প্রতিও আমার প্রশ্ন-কেন আপনি ঐ সুদী প্রতিষ্ঠানে পলিসি গ্রহণ করে তাদেরকে হারাম ব্যবসা করতে সহযোগিতা করছেন? ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত ইন্সুরেন্স প্রতিষ্ঠান যখন ছিল না তখন আপনি সুদী প্রতিষ্ঠানে বীমা করেছেন কিন্তু আজতো আর সে অবস্থা নেই। এখনতো ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। আপনি কি জানেন- তারা এ হারাম ব্যবসায়ে লাভের টাকা দিয়ে ইসলাম বিরোধী প্রতিষ্ঠান বা কাজকর্মে অর্থ যোগান দিয়ে থাকে, তাছাড়া ইসলামে হালাল ব্যবসা করা তো নাজায়েয নয়, ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে লেনদেন করলে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) সন্তুষ্ট থাকার কারণে লাভ বেশি হবে এবং এ লাভ থেকে আপনি যে মুনাফা পাবেন তাতো গ্রহণ করা নাজায়েয নয় বরং এটি তো জায়েয। সুদের মাধ্যমে অর্জিত টাকা গ্রহণ করাতো নাজায়েয। একটু সচেতন ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঘাটতির ফলে যেমনি করে মা-বাবারা পাপ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন তেমনি সন্তানরাও অনেকটা মনের অজান্তেই অতীতের ধারাবাহিকতায় পারিবারিক সূত্র ধরে মা-বাবাকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে যেয়ে এমন মারাত্মক পাপের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায়, সুদী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজে কোন লেনদেন না করা, সন্তানদেরকে করতে না দেয়া, বীমা পলিসি গ্রহণ না করা, গ্রাম্য মহাজন বা ধনী শ্রেণীর সুদখোর থেকে টাকা সুদে গ্রহণ না করাসহ আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে সাহায্য কামনা করা হলে অনেকেই এমন মারাত্মক ও জঘন্য পাপ থেকে সত্যিকারের মুক্তি পেতে পারে, কবুল হতে পারে সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া, আল্লাহ্ মুক্ত রাখতে পারেন বড় ধরণের কোন অসুস্থতা থেকে, বাড়িয়ে দিতে পারেন সম্মান ও মর্যাদা। আল্লাহ আমাদের সকলকে এসব ক্ষেত্রে হেফাজত করে দুনিয়ার জিন্দেগীকে সুন্দর ও কল্যাণকামী করে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুক।

আজকের বাংলাদেশে উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সমগ্র জাতিসত্তার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে ঘুষ ও দুর্নীতি।

www.pathagar.org

ঘুষ ও দুর্নীতি

অন্যায় ও অবৈধভাবে কারো অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করার অন্যতম পন্থা হল ঘুষ। নিয়মবহির্ভূত কোন কাজ করে দেয়ার জন্য বা কোন কার্য সিদ্ধির জন্য কাউকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে যে অর্থ দেয়া হয় তাই ঘুষ।

এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ -

"ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লা'নত।" [৫]

জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্ভাগ্যের ঘনঘটা, চারিধারে হতাশা আর ঘৃণা, এদেশের মানুষের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বখশিশ বা খুশী করা (নতুন নামে) ঘুষ ও দুর্নীতি আজ সকল উন্নয়নের চাকাকে স্তিমিত করে দিচ্ছে। জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু এ তিনটি কাজ বা অবস্থা আল্লাহর হুকুম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদেশে একজন মানব শিশুর জন্ম নিবন্ধন করার সময় নিবন্ধনকারী 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে এমন খুশীর সংবাদে আমাদেরকে কিছু বখশিশ দেবেন না, মিষ্টি খাওয়াবেন না–একথা বলে থাকেন। ফলে সর্বস্তরের মানুষ জন্ম নিবন্ধন করতে যেতে চায় না। বিয়ে নিবন্ধন রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক আইন যা করতে গেলেও বিয়ের আসরে কাজীর যাওয়া-আসা, খাওয়া-দাওয়াসহ তাদের ভাষায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি দেওয়ার পরও বখশিশ খুঁজে নেওয়ার প্রবণতা সত্যিই লজ্জাকর বিষয়। আর লজ্জা বিষয়টি ঢেকে রাখা ঈমানের অঙ্গ। এর সাথে মুসলমানিত্বের সম্পর্ক; এভাবে চেয়ে নেওয়াটা ঘুষের সাথেই তুল্য। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমাদের দেশে মৃত্যু নিবন্ধন এবং বিশেষ প্রয়োজনে সার্টিফিকেট গ্রহণের ক্ষেত্রেও টাকা লওয়া অর্থাৎ আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত এ তিনটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ প্রকারান্তরে ঘুষ ও দুর্নীতিরই নামান্তর। (কেহ কেহ হয়তোবা এগুলোতে অতিরিক্ত টাকা নেন না তাদের কথা ভিন্ন) ঘুষ ছাড়া এদেশে কোন কাজই চলে না। অথচ এমন ঘুষ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮)

www.pathagar.org

ঘুষ ও দুর্নীতি

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করা নিষেধ করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারী জনগণের কল্যাণের তথা নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকে। বিনিময়ে সরকার কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিয়ে থাকে। কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, জনগণের সেবার্থে তাদের কাজ সম্পাদন করে দেয়া। কাজের বিনিময়ে তাঁরা জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু নিলে তা হবে ঘুষ। এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা.) এর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ "আমরা যাকে কোন (রাষ্ট্রীয়) কাজে নিযুক্ত করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি, সে যদি (জনগণের নিকট হতে) তার পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে খিয়ানত ও অবৈধ।" [৬]

রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ সরকারি কর্মচারীদের নিকট পবিত্র আমানত। এ আমানতের খিয়ানত করা যাবে না, যতক্ষণ না তা ইসলামের বিরুদ্ধে কিংবা ইসলামী সীমারেখার বাইরে চলে যায়।

রাসূলে করীম (সা.) নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ঘুষকে হারাম করা ছাড়াও পবিত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মানুষকে হালাল রুজি অন্বেষণের আহ্বান জানিয়েছে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে ফরয কাজের অন্তর্ভূক্ত। যাবতীয় ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হালাল উপার্জন করা। হারাম উপার্জনকারীর কখনো কোন সালাত, যাকাত, দান-সদকা কবুল হয় না, হজ্ব করলে আদায় হয় না। এমনকি হালাল উপার্জন না হলে দোয়াও কবুল হয় না। এ মর্মে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) এর কাছে একটি আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করা হলে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের দোয়া যেন আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল হয়, তার কাছে এই প্রার্থনা করুন। রাসূলে করীম (সা.) বললেন, হে সাদ! পবিত্র খাদ্য খাও, তোমার দোয়া সবসময় কবুল হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তির পেটে এক লোকমা

www.pathagar.org

হারাম খাদ্য প্রবেশ করলো চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দোয়া কবুল হবে না। আর যে বান্দা হারাম খাদ্য দ্বারা দেহ পুষ্ট করেছে, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই শ্রেয়।"[৭] কাজেই বলব, ঘুষ ও দুর্নীতি যে যেখান থেকে যেভাবেই করুক না কেন তা অন্যের হক হরণ করার সাথে সম্পৃক্ত। ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অপরের হককে হরণ করা হলে তা আল্লাহও মাফ করবেন না, যতক্ষণ না স্বীয় সম্পদের মালিক মাফ করে দেন। আর যদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ হরণ করা হয় তাহলে তো সমগ্র জনগণ এবং দেশের যেকোন প্রান্তে এই মুহূর্তে যে নবজাতক শিশুটি জন্ম গ্রহণ করবে তার কাছেও মাফ চেয়ে নিতে হবে। সুতরাং এটি খুব কঠিন। এ জন্যই আদর্শ মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সম্পদ কোথায় থেকে আনা হচ্ছে? আপনার সন্তান কী চাকরি করে? কত টাকা বেতন পায়? কত টাকা প্রতি মাসে খরচ করে ইত্যাদি খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল রেখে হিসাব নেওয়া এবং কোন রকম অনিয়ম প্রদর্শিত হলে তা রোধ করার ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালন করা। আর তা হলেই বিশ্বের মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ পাঁচ-পাঁচ বার আদর্শ নীতি-নৈতিকতায় না হয়ে দুর্নীতিতে প্রথম হওয়ার মতো এমন দুর্নাম জাতির কপালে চেপে বসতে পারত না। সুতরাং শৈশব ও কৈশোরে পদার্পণকারী সন্তানদের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামী দিনে এদেশকে বহিঃবিশ্বের দরবারে আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র!

আজকের আদর্শ মায়েরাই পারেন একটি আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সমস্ত উপাদানগুলোকে প্রতিহত করে আগামী দিনের জাতিকে একটি সুন্দর আবাসন উপহার দিতে– যা দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই কাম্য। মূলত এদেশ গরিব নয়। এদেশকে কতিপয় অসৎ চরিত্রের লোকেরা নিজেদের হীনস্বার্থকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মাথায় দরিদ্রতার অভিশাপ চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল, দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসীদের নগ্ন হস্তক্ষেপে এদেশের সকল উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ছে।

মনে হচ্ছে, জোর যার রাজ্য তার!

সবকিছু বুঝি তাদের!

তাহলে আমরা!

আমরা বৃহৎ জনগোষ্ঠী কি এ ভূ–খণ্ডে জন্মগ্রহণ করে আজন্ম পাপ করেছি!

অপরাধ করেছি!

আমরা কি দুর্ভাগা কপাল নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি!

আজকে যারা এ ভূ–খণ্ডে জন্মগ্রহণ করছে, তারা কি তাই!

না, তা হতে পারে না। একদিন তা শেষ হবেই। উদিত হবেই এদেশের পূর্বাকাশে নতুন আদর্শের সূর্য। এইতো শুরু হয়েছে সংস্কার। আমরা আশাবাদী।

www.pathagar.org

আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র

আমরা জানি, মাটির উপরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মাটির নিচে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বিশ্বের মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। এদেশের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি–এদেশে কী নেই বলুন!

হ্যাঁ, নেই শুধু-নেই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বদানকারী ত্যাগী মালয়েশিয়ার মতো একজন মাহাথির মুহাম্মাদের মত লোক। কিন্তু আমরা কি পেতে পারি না? শহর থেকে গ্রাম–গ্রামান্তরে ছোট্ট কুটিরে জন্মগ্রহণ করা আপনার সন্তানটিওতো একদিন বড় হয়ে হতে পারে মা এমন। কাজেই কেন আজ আপনারা নীরব? একটু এগিয়ে আসুন না, দিন-না আপনাদের সন্তানদের আদর্শিক দিক-নির্দেশনা, দেশকে ভালবেসে গড়ার প্রেরণা। মা! আর আমরা চাইনা দেখতে দুর্নীতিতে প্রথম বাংলাদেশকে, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির যাতাকলে পিষ্ট হতে, বোমার আঘাতে কেউ মা হারা, বাবা হারা, সন্তান হারা, স্বামী হারা হয়ে কান্নায় আকাশ বাতাসকে প্রকম্পিত করে তুলতে, সুদ-ঘুষের সাথে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করতে এবং সর্বোপরি বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে বিশ্বের মানচিত্রে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী মুসলিম জাতিকে, প্রকারান্তরে ইসলাম প্রিয় জাতিকে। অনেক মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন আপনাদেরকেও নিতে হবে। কিন্তু রেখে যেতে চেষ্টা করুন না, আগামীদিনের জন্যে একটি সুন্দর বাসযোগ্য ভূমি। তবেই না জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার পেয়ে আপনাদেরকে আগামীদিনে স্মরণ করবে। আল্লাহর কাছে আপনাদের পরকালে মুক্তির জন্যে চোখের পানি ফেলে দোয়া করবে আগন্তুক সন্তানেরা।

বলুন!

স্রষ্টা কর্তৃক দেয় গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন এমন শ্রদ্ধাশীল মায়েদের কাছে একটি আদর্শ জাতি ও সুখী সুন্দর বাংলাদেশ কি আমাদের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা হতে পারে না? যদি তাই হয়, তাহলে আপনাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও আমরা ..... ।

---

১. আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ২৯৫
২. জামে সাগীর, সূত্র : মা'আরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ১৫৩
৩. মুসলিম
৪. বায়হাকী
৫. আবু দাউদ
৬. আবু দাউদ
৭. তাফসীর ইবনে কাসীর (২য় খণ্ড), পৃষ্ঠা : ৬৩।

www.pathagar.org

দ্বিতীয় অংশ

www.pathagar.org

মায়ের মর্যাদা
প্রতিষ্ঠায়
আমরা ..... ।

www.pathagar.org

প্রথম পাঠ

সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসছে। মুহুর্মুহ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পৃথিবী কাঁপছে। মনে হয় ঘুরছে। ঘুরছে। দুনিয়া যেন অস্বস্তিময় হয়ে উঠছে। তুমি তখন মায়ের পেটে। তোমাকে অস্তিত্বে আনতে গিয়ে তোমার মা কী নিদারুণ কষ্টই না করেছে। তুমি পেটে নড়াচড়া করতে। মোচড় দিতে চোখে মুখে ধাঁ ধাঁ দেখতো তোমার মা। মাথা ঘুরে যেতো। শরীর দুর্বল লাগতো। কাজে কোন শক্তিবোধ করত না। কারণ তার সব রক্ত তুমি শুষে বড় হচ্ছো।

দিনে দিনে,

দিনের পর দিন গেছে।

রাতের পর রাত কেটে গেছে। প্রতি মুহূর্ত সে সতর্ক। তার শরীর দিনে দিনে অসুন্দর আর ভারী হয়ে গেছে। দেখতে মাকে লেগেছে দৃষ্টিকটু। কোথাও বসে, না শুয়ে, না হেঁটে শান্তি অনুভব করেছেন। তবু তিনি গর্বিতা। কারণ ভেতরে তুমি বড় হচ্ছো। মায়ের মাতৃত্ব যেন সার্থক হতে চলেছে। তিনি যেন এক সময়কার মেয়ে তারপর বউ তারপর অত্যন্ত সম্মানের আসনে আসীন "মা" হতে চলেছেন শত কষ্টও তার জন্যে আজ তুচ্ছ। স্বাভাবিক চলাফেরার অসুবিধে হচ্ছে। ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। হচ্ছে হোক। তবু আমার সন্তান আসছে। আসছে আমার সোনামণি। যাদুমণি। সে আনন্দে বেচারী বিভোর। দিনে দিনে চেহারা ফ্যাকাশে হচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়ছে।

দিন গড়িয়ে যাচ্ছে!

রাত আসছে।

দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী!

তোমার মা আলমারীর চাবিগুলো বাবার হতে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি সব বুঝে নাও। কে কত টাকা পাবে বা আমরা কার কাছে পাব? আমাকে তুমি মাফ করে দাও। না জানি একটু পর আমকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়? না জানি আর তোমার সাথে আমার কথা না হয়? না জানি এই কক্ষ থেকে বেরিয়ে তোমার সাথে আমার আর দেখা না হয়?

প্রচণ্ড শীত।

মাঘ মাসের শীত

গা দিয়ে ঘাম ঝরছে।

বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে

www.pathagar.org

বাবা অস্থির। পাগল প্রায়। আল্লাহকে ডাকছে, তছবিহ তাহলিল পাঠ করছে, মা আল্লাহকে ডাকছেন, ক্ষমা চাইছেন, আল্লাহর কাছে মুক্ত করার জন্য সাহায্য কামনা করছেন। সে দিনের কথা কি মনে আছে? আজ উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। সেদিন ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পাগুলো যখন মায়ের কলিজা স্পর্শ করেছিল ব্যথায় মা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তোমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুকে দেখেছে তোমার মা। নাড়ি ছেঁড়া ধন! অব্যাহত অমানবিক, অসহনীয় যাতনা দিয়ে প্রকাশিত হলে তুমি। সব সইলেন তিনি। তোমার কান্নার শব্দ শুনে জ্ঞান ফিরে পেলেন, গেলেন সব ভুলে।

এলো খুশির লগ্ন।

এ যে কেমন মা দুঃখিনী।

বুঝলে না তুমি। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন- আমার সৃষ্টিকে হেফাজত করেছে সে। তাই তোমাকে জন্ম দিয়ে সে হলো নিষ্পাপ, মাসুম যেন আজই জন্ম নিয়েছে।

ওদিকে বাবা ছুটছে। এ দোর ও দোর। এর কাছে তার কাছে। কারণ টাকার দরকার। এখনি টাকা চাই। তোমাকে জন্ম দিতে গিয়ে অনেক রক্ত ঝরে গেছে তোমার মায়ের। সে রক্ত এখন টাকা দিয়ে কিনতে হবে। দুর্লভ গ্রুপের রক্ত। প্রচুর টাকা দরকার।

তিনি-

তোমার বাবা ছুটছেন। এ বন্ধু ও বন্ধু। সবাই তাকে নিরাশ করছে। আমি আল্লাহ দূর থেকে, কাছে থেকে দেখছি তার পেরেশানি। তার মমতা তোমার প্রতি, তোমার মায়ের প্রতি। তোমাকে বাঁচাতে হলে বাঁচাতে হবে তোমার মাকে অবশেষে-

আমি। আল্লাহ। হুয়ার রাজ্জাকু জুল কুয়্যাতিল মাতিন। তাকে সাহায্য করলাম। যোগাড় হলো রক্ত। তোমার মা বাঁচলো। বাঁচলে তুমি। সেই তুমি। বড় হয়ে ভুলে গেলে তোমার মা-বাবাকে, সেই সাথে আমাকে।

স্রষ্টাকে!

তুমি কী অকৃজ্ঞত! নরাধম! নরপিশাচ!

আজকে, তুমি বিশ্বাসঘাতক! তুমি নিমকহারাম! তুমি ভুলে গিয়েছ তোমার তোমার মনজুড়ে, মস্তিষ্কজুড়ে এখন শুধু তোমার বউ। এছাড়া আর কিছুই বুঝ না মাকেও! তোমার জন্মদাত্রীকেও।

স্মৃতি কি কোন দিন তোমাকে বলে সে সব দিনগুলোর কথা? সেই বর্ষার দিন ও রাতগুলো? তোমার মা, তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত। উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছেন বাড়িতে নতুন

www.pathagar.org

ধান এসেছে। ছুটে এসে তোমাকে দেখেন। ভাল আছ। খেলছো। হাসি খুশি। আনন্দে উঠে ভরে মন। সংসার!

রাত নামে, মাঘ মাসের শীতের রাত। বরফের মতো ঠাণ্ডা নেমেছে। তুমি প্রস্রাব করে দিয়েছ বিছানায়, তার কাপড় নাপাক হয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে তোমাকে শুকনো জায়গায় এনে নিজে ভিজা জায়গাটুকুতে শুয়ে থাকেন। তাহাজ্জুদ আর ফজরের নামাজ পড়ার জন্য তাকে গোসল করতে হলো।

বল! তোমাকে মানুষ করতে কী করেনি সে? তোমার মা!

হায় আফসোস!

আজ তুমি তাকেও ভুলে গিয়েছ?

তুমি ব্যস্ত ব্যবসা নিয়ে, চাকরি নিয়ে, সন্তান নিয়ে, স্ত্রী নিয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে, গর্ভধারিণী মায়ের কথা মনেই নেই। বাবার কথাও মনে নেই।

তুমি কী? আসলে আজ বল! সন্তান প্রসব করার কারণে তার কষ্টের জন্যে যে আল্লাহ তায়ালা মাকে মাফ করে নিষ্পাপ মাসুম বান্দা হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন সেখানে তুমি আজ এমন মাকে ভুলে যাচ্ছ!

কিসের টানে?

কিসের অহংকারে?

কিসের মোহে?

কিসের মায়ার বাধনে?

কী সেটা?

সমগ্র পৃথিবী আমার! তাও তো একেবারে তুচ্ছ-মায়ের মর্যাদার কাছে। এমন যে মা তাঁর ঋণ কোন দিনই শোধ হবে না, সকল সময়ে কল্যাণকামী, সুখে-দুখে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও যে আমার সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তা করে, স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলে, এমন মাকে কী করে আজ ভুলে থাকি?

না।

আর নয়।

বুঝতে পেরেছি,

মা প্রসঙ্গে উপলব্ধি করতে পেরেছি। মা-বাবাকে চিনতে পেরেছি আর অতীতের মতো নয়। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলিতে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি, ওয়াদা করছি। ভবিষ্যতে মায়ের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করব। কোনভাবেই তাদের মনে কষ্ট দেব না, একজন মা ৫০-১০০-১৫০ বছর যতদিন বাঁচবে ততদিন তাদের খেদমত করলেও দুনিয়াতে আসার সময় মায়ের কলিজায় আঘাত লাগার সময় মা যে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন যে ঋণই শোধ হবে না।

www.pathagar.org

তারপর দু' বছর দুধ পান করানো,
লালন-পালন করানো,
সকল চাহিদা ও ছেলে মানুষিকতা সকল কিছু পূরণ করা। অসুস্থ হলে সেবা করা, নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা, 'উফ' সন্তানের কল্যাণে কোনটি করেন নাই আর বর্ণনা দিতে পারছি না, তবে এটুকু বলব মা-বাবার চেয়ে আপন এ নশ্বর পৃথিবীতে আর কেউ নেই, হতেও পারে না। কেউ দেখাতে চাইলেও আমি সত্য বলে মানতে চাই না। বাস্তবের দিকে তাকিয়ে সে করতেও পারছিনা। এমন যে মা তাঁদের সাথে আজকের সন্তানরা না বুঝে বেয়াদবী করে কষ্ট দেয়, তাদের কথা শুনে না, মায়েদের কথা মানে না। অনেক মায়েদের কাছে একথা শুনি, আমার তখন খুব দুঃখ হয়। আমি অবাক বিস্ময়ে চিন্তা করি, যাদের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দিয়েছেন সেখানে কী করে সন্তানরা মায়ের সাথে সুন্দর করে কথা বলে না, সম্মান দেখায় না। যেখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবেই কুরআনে বলেছেন ঃ

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا -

"আমি মানুষকে মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদ দিয়েছি। মা তাকে খুব কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসবও করেছে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে।" (সূরা আহক্বাব ঃ ১৫)

আমার মনে হয়, যদি সন্তানরা উপলব্ধি করতে পারত মা এত কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। লালন-পালন করেছে। সন্তানের চেহারার দিকে তাকিয়ে যখন দেখেছে ক্ষুধার্ত, মা তখন না খেয়ে সন্তানদের খাইয়েছেন। তার পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকলেও সে বুঝতে দেয়নি। জিজ্ঞাসা করলে বলেছে এইতো কতক্ষণ হলো আমি খেয়েছি, আসলে খায়নি, কতক্ষণ পর দেখছি মা শুয়ে আছেন, কী হয়েছে? কেন শুয়ে আছেন? অনেক বার মায়ের কাছে ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করলে বলেছেন, তেমন কিছু না পেট ব্যথা করছে। তখন ছোট ছিলাম বুঝতাম না। কিন্তু এখন তো বুঝি কেন মা গ্যাস্টিকের ওষুধ খায়? কেন বা কখন কোন অবস্থায় পেট ব্যথা করে। ঈদের সময় নিজেরা কেনাকেটা করে না; সন্তানদের কিনে দেয়। খুশি রাখতে চেষ্টা করে, মুখে আনন্দ ফুটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এমন মা-কে কিভাবে কষ্ট দেব? ভাই ও বোনেরা কেন বুঝ না। আর দিওনা মাকে কষ্ট যদি দাও মাকে কষ্ট, হয়ে যাবে তোমার সব ধ্বংস। জীবনে সফলতা হয়ে যাবে বাধাগ্রস্ত। হারাবে দুনিয়া যাবে জাহান্নামে।

তাই রাসূলে আকরাম (সা.) এমন মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা ও সৎসঙ্গ দেয়ার হুকুম দিয়েছেন তার প্রিয় উম্মতকে।

সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ কিভাবে?

www.pathagar.org

দ্বিতীয় পাঠ

মা।

মা।

মা।

বর্তমান সময়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ।

মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মা আছে যার বেঁচে দুনিয়া ও আখিরাত যেন তার অনুকূলে।

কে আছে?

এমন?

এর চেয়ে বেশি কপাল পোড়া! আর কে হতে পারে?

যার মা জননী বেঁচে নেই এ ধরাতে সেই কেবল .....। কিভাবে সে এখন পাবে মুক্তি? সেও তো পেতে চায় শান্তি তাদের লক্ষ্য করেই রাসূল (সা.) এর উক্তি ঃ

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ كُنَّا عَبْدا لنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا
رَسُوْلَ اللهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرٍّ اَبَوْرِى شَئٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اِبْنَ هُمَا قَالَ نَعَمْ,
خِصَالٌ اَرْبَعِ اَلدُّعَاءُ لَهُمَا , وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِ هِمَا وَاِكْرَامُ
صَدِيْقِهِمَا وَبِنْتَةُ الرَّحْمِ الَّتِىْ لاَ تَرْحَمُ لَكَ اِلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا -

"হযরত আবু উসাইদ (রা.) বলেন, আমরা নবী (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মা বাবার মৃত্যুর পরও কি এমন কোন পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি। নবীজী (সা.) ফরমালেন, জ্বী হ্যাঁ। চারটি সুরত রয়েছে -

এক ঃ মা-বাবার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার,

দুই ঃ তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ অসিয়্যত পূরণ,

তিন ঃ তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা মা- বাবার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হোন,

চার ঃ বাবার বন্ধু-বান্ধব এবং মায়ের বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারি করা।" (মিশকাত)

www.pathagar.org

অন্য হাদিসে আছে,

جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَنِ ا أَحَقُّ اِلنَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَء قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحْسَنُ؟ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে? তিনি বললেন..... তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন..... তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন..... তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন তোমার বাবা।" (বুখারী)

সুতরাং তাদের খেদমত করার মাধ্যমেই যদি অর্জন করতে পার তাদের সন্তুষ্টি; সফল হবে দুনিয়ায় পাবে মুক্তি। নেই তাতে কোন সন্দেহের ত্রুটি।

যারা মা-কে জীবিত পেয়ে কথায় কথায় কষ্ট দেয়, তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তাদের সাথে সময় না দিয়ে অন্যত্র সময় দেয়, তারা কখনই দুনিয়ার জীবনে ও পরকালের জীবনে শান্তি পেতে পারে না। কেননা শান্তি যে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি নেয়ামত। যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তোমরা মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর, সেখানে আল্লাহ্‌র আদেশকে অমান্য করলে জীবনে সফলতা অর্জন কোনভাবেই সম্ভব হবে না। কাজেই যদি কেউ এমন ভুল করেও থাকে, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ সোজা মায়ের কক্ষে বা কাছে যেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন এবং বলুন, মা আর কখনই এমনটি করব না বা হবে না। আমি ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। যত কষ্টই দেন না কেন মা ক্ষমা না করে পারবে না। আর যদি মা বেঁচে না থাকে তাহলে কবরের কাছে গিয়ে তাদের মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং তাদের যারা প্রিয় ছিলেন তাদের সেবা করা, তাদের দেখাশুনা করা এবং সবশেষে শাশুড়ী মাদের খেদমত ও দোয়া করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত আমাদের সকলের। আল্লাহ তায়ালা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম আদেশ দিয়েছেন এমন মা-বাবার সাথে কথোপকথনে কখনও "উফ্" শব্দটিও বলো না, তাহলে তারা মনে মনে কষ্ট পাবে।

"উফ্"

কী এমন শব্দ এটি?

আল্লাহ পাক উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন?

www.pathagar.org

তৃতীয় পাঠ

দশ মাস দশ দিন, মায়ের গর্ভে ছিলাম নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায়। তিল তিল করে মায়ের রক্তে গড়া এ দেহ, এ সন্তান, যার জন্যে জীবনবাজি রেখে, অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে মা- মা তার জীবনকে সপে দিয়েছিলেন মৃত্যুর কাছাকাছি। সেই মা-কে..... সেই মায়ের আজ কোথাও শুনি অবমূল্যায়ন!

'উফ'!

কত দুর্ভাগা?

কপালপোড়া!

কত বড় জাহান্নামী!

এমন আপনজনকে চিনতে পারল না। হে আল্লাহ্ তায়ালা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম আমাদের সেই বুঝ শক্তি দেন যাতে আমরা এমন মায়েদের সাথে খারাপ আচরণ না করি। তাদের খেদমত করতে পারি এবং আমাদের জান্নাতের ফায়সালা তাদের সেবা যত্নের মাধ্যমে করে নিতে পারি।

একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে মিটিং করছেন। এমন সময় দেখলেন দূরে, অনেক দূরে একজন মহিলা ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে রাসূল (সা.) এর দিকে আসছেন। রাসূল (সা.) সকল সাহাবীদের বললেন, তোমরা এখন চলে যাও। সাহাবীরা চলে গেল। মহিলাটি রাসূল (সা.) এর কাছে আসতেই তিনি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন; নিজের রুমালটি বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন, অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বললেন, তারপর বিদায় নিয়ে রাসূল (সা.) মসজিদে নামাজ পড়ানোর শেষে বসলে সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন। হে রাসূল (সা.) কে ছিল ঐ মহিলাটি? যে সে আসলে আপনি আমাদেরকে চলে আসতে বললেন। রাসূল (সা.) তখন একটু কর্কশ সুরে বললেন, হে সাহাবীরা আমি কি আমার মায়ের সাথে সম্মান দেখিয়ে কথা বলব না? আমি কি আমার মায়ের সব কথা শুনব না? আমি কি সমাধান দেব না? তিনি ছিলেন আমার দুধমা হালিমা।

এমন যে রাসূল (সা.)। সেই রাসূল (সা.) এর উম্মত আমাদেরতো এমনই হওয়া উচিত। অন্যথায় কি মনে হয় কাল হাশরের মাঠে অগ্নি পরীক্ষার দিনে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের মুক্তি ও মাগফেরাতের জন্যে এগিয়ে আসবেন? সুপারিশ করবেন?

আর রাসূল (সা.) এর সুপারিশ ছাড়া কি জান্নাতে যাওয়া আদৌ সম্ভব হবে?

www.pathagar.org

অসম্ভব! কখনই নয়!

একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার হাবিব সেদিন সুপারিশ করতে পারবেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন নবী রাসূল সুপারিশ করার জন্যে এগিয়ে আসবেন না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।

কাজেই আল্লাহ্র হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন ও জিন্দেগীর মতো আমাদের জীবন গঠন করার চেষ্টা করি তাহলেই হয়তোবা পাব সুপারিশ আর আল্লাহর তৈরী শ্রেষ্ঠ উপহার জান্নাত।

মা-বাবার প্রতি সন্তানদের আচরণ, কথা-বার্তা ও খেদমতের প্রকৃতি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম আদেশ দিলেন এভাবে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ ان لَّاتَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَاتَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَا خْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا -

"তোমরা আমাকে ব্যতীত অবশ্যই অন্যের ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তাহলে তাঁদেরকে 'উফ' শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের সাথে অথবা ভর্ৎসনা করে কোন কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো, তাদের জন্যে এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো। যেমন ঃ হে মহান মালিক আমাদের স্রষ্টা তাঁদের ওপর (এ অসহায় জীবনে) রহম কর; যেমন শিশুকালে (অসহায় জীবনে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে মা-বাবার সাথে আদব সম্মান ও সদ্ব্যবহার করারও আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহর হুকুমত চলা, ইবাদত করা যেমন ফরজ; ঠিক তেমনি মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের সাথে সুন্দর করে হাসিমুখে, নরম সুরে, মুখ কালো না করে, তীর্যকভাবে না তাকিয়ে কথা বলা ফরজ।

মা-বাবা উভয়েই বা তাঁদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের সাথে কথোপকথনে "উফ" শব্দটিও বলো না। এখানে "উফ" দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, তাঁদের সাথে এমন কোন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না, যাতে তাদের

www.pathagar.org

সম্মানহানি হয় এবং যা দ্বারা তাঁদের প্রতি বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন ভাব প্রকাশ পায়। এমনকি তাদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ফেলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন, "পীড়া দানের ক্ষেত্রে "উহ্" বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলে তা অবশ্যই উল্লেখ করা হতো। "উহ্" শব্দটি শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়েছে"।

মোট কথা হলো, যে সব কথাবার্তায় বা কাজকর্মে মা-বাবারা সামান্যতম কষ্ট পায়-এ সবই নিষিদ্ধ। মা-বাবার প্রতি আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন সর্বদাই ওয়াজিব। চাই তারা বার্ধক্যে উপনীত হোক কিংবা যুবক থাকুক।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ তায়ালা বার্ধ্যক্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এ জন্যে যে, এই বয়সে মা-বাবারা সন্তানের সেবা যত্নের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার ওপর বেশির ভাগ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় বয়সের ভারে মানুষ স্বভাবগতভাবে একটু কর্কশ মেজাজের হয়ে পড়ে। তাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। অনেক সময় বিছানায় পায়খানা প্রস্রাবও করতে পারে। এ সময় তাদের দাবী দাওয়া থাকতে পারে একটু বেশি, চেষ্টা করতে হবে পূরণ করার। না পারলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় মা-বাবাকে বলতে হবে মা দোয়া করুন, একটু ধৈর্য ধারণ করুন ইনশাআল্লাহ্ এনে দেব, কখন দেব বলার দরকার নেই। তাহলেই দেখবেন উনারা শান্ত হয়ে গিয়েছে।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক এ সব অবস্থায় মা-বাবার সন্তুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে যে, আজ মা-বাবা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী এক সময় তুমিও এর চেয়ে বেশি তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেমন নিজেদের সুখ শান্তি ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে বিসর্জন দিয়েছিল এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিল, ঠিক তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাদের কথা বার্তাকেও আজ সন্তানদের স্নেহ মমতার আবরণ দিয়ে ঢেকে নিতে হবে, তাদের সাথে রাগ করা যাবে না। তাদের খেদমত কিয়ামত পর্যন্ত করলেও তাদের ঋণ শোধ হবে না।

একটু আসুন না, ফিরে যাই আমাদের ছেলে বেলার সেই দিনগুলোতে। যখন আমরা মলমূত্র ত্যাগ করতাম মায়ের কোলে, কখনও কি মা রাগ করেছেন

www.pathagar.org

আমাদের সাথে, মায়ের পরিধানের কাপড় শুকাইতে দেইনি, সেই দিনটির কথা আজ কিভাবে ভুলে থাকব। এমন মা-বাবারা আজ নিগৃহিত হচ্ছে, তার কলিজার টুকরা সন্তানদের দ্বারা। সন্তানরা বাড়ি-গাড়ির মালিক, বিশাল অট্টালিকায় থাকে। মা-বাবারা থাকে ওল্ড হোমে, প্রবীণ হিতৈষী সংঘের আশ্রয় খানায়, গ্রামের ছোট্ট কুঁড়ের ঘরে, টিনের ঘরে, নিগৃহিত-নিষ্পেষিতভাবে দারিদ্রের কষাঘাতে।

উহ্!

আল্লাহ্ এ কি সহ্য করার মতো।

তাদের দীর্ঘশ্বাস থেকে কি আমরা মুক্তি পাব?

আমরা কি মাফ পাব?

না, না প্রশ্নই আসে না।

আমার বিশ্বাস, অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি আল্লাহ্ তায়ালা আহকামুল হাকিমীন। তিনি ন্যায় বিচারক।

আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) এর কথা অমান্য করে মা-বাবার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যারা তাঁদের কষ্ট দেয়, তারা কখনই দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে মুক্তি পেতে পারে না। পবিত্র কুরআনও তাই সাক্ষী দিচ্ছে। সুতরাং মা-বাবার সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসা এবং আদব-সম্মান বজায় রেখে নম্র স্বরে কথা বলা, তাদের খেদমত করার মাধ্যমে সন্তুষ্টি বিধানের মধ্যেই নিহিত হয়েছে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি।

কোনভাবেই তাদের কথার অবাধ্য হওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহর রাসূল (সা.) এটিকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্যে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই এমন জঘন্যতম নেগেটিভ আচরণ থেকে দূরে থেকে তাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কী সেই জঘন্যতম নেগেটিভ আচরণটি?

অবাধ্যতা!

www.pathagar.org

চতুর্থ পাঠ

অবাধ্যতা!
মানে?
কথামত না চলা;
নির্দেশ অমান্য করা;
আনুগত্য না করা;
সেবা যত্ন না করা;
মা-বাবাকে কষ্ট দেয়া;
এ যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এগুলো গুনাহে কবীরা।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رَضِىَ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ الذُّنُوْ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّ اللهَ يُعَجِّلُهٗ بِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ -

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, "আল্লাহ যে গুনাহের শাস্তি চান তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কিন্তু মা-বাবার সাথে অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে জীবিতাবস্থায় তড়িঘড়ি করে প্রদান করেন।" (রাওয়াহুল হাকিম)

মর্মার্থ হলো অন্য গুনাহের শাস্তি প্রদানে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্ব করেন এবং দুনিয়ায় সে ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে মুক্ত থাকে কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যতা এমন এক পাপ যে তার শাস্তি দুনিয়াতেই ভুগতে হয় আর আখিরাতে শাস্তিতো রয়েছেই।
কাজেই-
প্রশ্নই আসে না
অবাধ্যতার!
আর কিভাবেই বা অবাধ্য হবেন বলুন!

আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে পাকে মায়ের মর্যাদা প্রসঙ্গে যা ব্যক্ত হয়েছে তার সারসংক্ষেপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, পৃথিবীর সন্তানেরা যদি তাদের বুকের চামড়া দিয়ে স্ব-ইচ্ছায় জুতা বানিয়ে মাকে দেয় তাহলেও মায়ের ঋণ কিঞ্চিৎ শোধ

www.pathagar.org

হবে না। কাজেই তাদের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়া, তাদের কথা না শুনা, অবাধ্য হওয়ার কোন সুযোগ আছে এমনতো আমি দেখি না।
যেখানে মা-বাবার মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ -

"আল্লাহ তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।" (বুখারী)
মা-বাবা প্রদত্ত কোন হুকুমে, কেন করব?
পারতাম না;
একটু পরে করব!
আজ নয় কাল করব ইত্যাদি বলার কোন সুযোগ নেই। তবে..... । তবে যদি আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا -

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে বলে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বা আমার বিধানের বিপরীত কিছু করতে যার সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তুমি তা মেনে নিও না। (সূরা আনকাবুত ঃ ০৮)
আমি অবাক হয়ে যাই, আমাদের মায়েরা শিশুদের প্রথম যে ধ্বনি শেখায় তা হলো আব্বা, আম্মা, অথচ শিখানো উচিত আল্লাহ। শিশু অবস্থায় তাদের কোলে তুলে নিয়ে বা দোলনায় বা বিছানায় শুইয়ে রেখে ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি বা, বাঁশ বাগানে মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ বা আয়রে আয় টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে বা খোকন খোকন ডাক পাড়ি বা আয় আয় চাঁদ মামা আয় আয় ইত্যাদি ছড়াসহ ভূত পেতনীর অসংখ্য গল্প বা কল্প কাহিনী গুন গুন করে না গেয়ে যদি কালিমাগুলো গুন গুন করে, আরবি নাতে রাসূল (সা.), নবী-রাসূল ও সাহাবাদের জীবন যুদ্ধের বর্ণনা, জগতের বিভিন্ন আদর্শবান ব্যক্তির জীবন কাহিনী বলে বলে ঘুম পড়ানো হয়, আমাদের কোমলমতী শিশুরা শানিত মেধায় তা গেঁথে নিতে পারত। সাত বছর বয়স হলেই নামাজের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হতো তাহলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যেয়েও তারা নামাজ পড়ত। সন্তানদেরকে ভাল কাজে ইসলামী কাজে নিরুৎসাহিত না করে বরং তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিতে প্রলুব্ধ করতে মায়ের বিকল্প

www.pathagar.org

নেই। সুতরাং সচেতন হতে হবে আপনাদেরকে আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে আপনাদের জীবনেও অন্যথায় সন্তান কুরআনের আহ্বানেই আপনাদের আনুগত্য করবে না। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا -

"তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর। তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ থেকে যা পেয়েছি তার অনুসরণ করব।" (সূরা লুকমান ঃ ২১)

আমি এমন ঘটনাও জানি, সন্তান সিয়াম পালন করতে চায় এজন্য মা রাগ করে, সাহ্‌রী খাওয়ার সময় ঘুম থেকে ডেকে উঠায় না, খাবার খেতে দেয় না, সন্তান মসজিদে আজান শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠে কান্নাকাটি করে তারপর ফজর নামাজ আদায় করে আর সারাদিন না খেয়ে সিয়াম পালন করে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে চায়, এই যে সে আজ আপনার অবাধ্য হচ্ছে, কেন হচ্ছে, আপনি জানেন, এমনটি যদি আগামী দিন ও অন্য কোন ক্ষেত্রে হয়, তাহলে কী করবেন? কিসের ভিত্তিতে বুঝাবেন? কার বাণী শুনাবেন?

এটা তো আপনার সৌভাগ্য! আপনার সন্তান কুরআন তেলাওয়াত করে, নামাজ আদায় করে; সিয়াম পালন করে, আপনার অবাধ্য নয়; সে সচ্চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করছে, কাজেই এগুলোর বিমুখ না করে তাদেরকে উৎসাহিত করুন, তাদেরকে কিভাবে সচ্চরিত্রবান হওয়া যায় সে সংক্রান্ত বই কিনে দিন, আদর্শবান মানুষদের সাথে চলাফেরা করার ব্যবস্থা করে দিন-এগুলো আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা আদর্শ মায়ের কাছ থেকে এমন প্রত্যাশাই করি।

মা-বাবার গুরুত্ব ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে হুজুরে পাক (সা.) বলেন, মা-বাবার সেবা করাতেই রয়েছে সন্তানের জন্যে বেহেশত বা দোজখ।

বেহেশত চির সুখের চিরস্থায়ী ঠিকানা– যা চাইব তাই পাব। কী আনন্দ!!!

দোজখ। উহ্! কী মারাত্মক কষ্টের, কঠিন দাবদাহের, কষ্টের কী জিনিস সেখানে নেই? যা বলা বা লেখা যেমন আমার সাধ্যের বাইরে। কাজেই কে না চায় মুক্তি! কে না চায় বেহেশত!!

এখন সিদ্ধান্ত তোমার। তুমি কোনটি চাও?.....??.....???

বেহেশত না দোজখ!

www.pathagar.org

পঞ্চম পাঠ

বেহেশত নয় দোজখ!

অত্যন্ত ভয়ের দিন।

টেনশনের দিন।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দিন।

মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত।

দিশেহারা।

অসহায়।

মানুষ আতঙ্কিত।

দ্বিধা আর আশঙ্কায় দুলছে কী হবে ফায়সালা?

অনন্ত আনন্দ, না অনন্ত অনল।

অন্তর কাঁপছে!

মানুষের।

কী সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা।

রহমতের না লা'নতের। কল্যাণের না অভিশাপের।

দিশেহারা আজ রাজা-বাদশা, প্রজা, ধনী–গরীব, মূর্খ ও জ্ঞানী, মাতব্বর-সর্দার, এমপি, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিসহ পরাশক্তিগুলোর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সবাই ভীত।

সবাই বিষন্ন।

সবাই আতঙ্কিত।

সবাই ভয়ার্ত।

সবাই তৃষ্ণার্ত।

সবাই বলছে, ইয়া নাফসি! ইয়া নাফসি!

ঠিক এ মুহূর্তে তারাই পাবে বেহেশত যারা মা-বাবাকে বা একজনকেও বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়ে সেবা করে তাদের মনকে জয় করতে পেরেছে। মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে। তাদেরকে বের করে দেয়নি ওল্ড কেয়ার হোমে, তাদেরকে হাত পাততে হয়নি সরকারের ঘোষিত বয়স্ক ভাতার টাকার জন্যে, তাদের চাইতে হয়নি কোন ব্যক্তির কাছে সাহায্য, শীতকালে করতে হয়নি শীত বস্ত্রের জন্যে অপেক্ষা, মারা যেতে হয়নি চিকিৎসার অভাবে হাসপাতালের

www.pathagar.org

করিডোরে গড়াগড়ি করে, আরো.....ইত্যাদি। দেখতে হয়নি কোন কিছু চাইতেই সন্তানের রক্ত চক্ষুর শাসানি আর ধমক। অপমানিত হতে হয়নি কখনো সন্তানের কথা বা কৃতকর্ম দ্বারা বেহেশত তো তাদেরই প্রাপ্য অধিকার।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدُهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক! সেই ব্যক্তি অমানিত হোক! সেই ব্যক্তি অমানিত হোক! লোকজন জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মা-বাবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোন একজনকে অতপর তাদের সেবা-যত্ন করে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারলো না।" (মুসলিম)

দোজখ!

উহ্!!

সে যে কী করুণ!!!

ভয়ঙ্কর!

মাফ কর! হে আল্লাহ!! মাফ কর!!!

সময় থাকতে মা-বাবার খেদমত তথা সেবা করার তৌফিক দাও। আর যদি তাদের একজনও মারা যেয়ে থাকে তাহলে যিনি বেঁচে আছেন উনার খেদমত এবং অন্যজনের কবরের কাছে বেশি বেশি করে গমন করা, দোয়া করা বা দু'জন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও কবরের পাশে গমন করে দোয়া করার তৌফিক দাও।

এরপরও খেদমত করা উচিত সৃষ্টির তাহলেও পাবে মুক্তি। পাবে পরম সুখের স্থান জান্নাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন, যদি তারা কাফির/মুশরিক হয় তাহলেও তাদের সাথে সদাচরণ কর।

কী কাফির! মুশরিক!!

---

১. মুসলিম

www.pathagar.org

ষষ্ঠ পাঠ

কাফির!

মুশরিক!!

আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে।

আল্লাহ্‌র শত্রু!

আল্লাহ্‌র হাবিব, আল্লাহর প্রিয় দোস্তের শত্রু!

কী আশ্চর্য!

কী আস্পর্ধা!

কী সাহস!

কী অবিবেচক!

কী নিমক হারামের দল!

আল্লাহর সৃষ্টি হুজুর (সা.)-এর উম্মত। আল্লাহর এ দুনিয়ায়, আল্লাহর দেয়া সবকিছু ভোগ করছে কিন্তু আবার এ আল্লাহকেই অস্বীকার করছে। আল্লাহ্‌র মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করছে, আল্লাহর সাথে পাল্লা দিচ্ছে!

প্রশ্নই আসে না মাফ পাবার; মুক্তির।

নিশ্চিত জাহান্নাম। যদি আল্লাহ মাফ না করেন।

আপোস নেই, তাদের সাথে, আদর্শবাদীদের। আল্লাহ প্রেমিকদের। যারা আল্লাহকে পালনকর্তা, বিধানদাতা হিসেবে মানে তাদের। কিন্তু যদি তারা হন মা-বাবা!! তাহলেও আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ -

"কাফির/মুশরিক পিতা মাতার সাথে দুনিয়াবী ব্যাপারে সদাচরণ কর।" (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

এমন যে আল্লাহর নির্দেশ, কাফির বা মুশরিক মা-বাবার সাথেও ভাল আচরণ করা, সেখানে আমাদের মা-বাবারা তো কাফির, মুশরিক নয় (আজকের দিনে এমন খুঁজে পাওয়া দায়) কাজেই কিভাবে তাঁদের সাথে খারাপ আচরণ করি? আর যারা খারাপ আচরণ করি আমাদের কি আল্লাহ তায়ালা মাফ করতে পারবেন বলে মনে হয়?

না।

কখনই নয়!

www.pathagar.org

একমাত্র মা-বাবা মাফ না করলে, কখনই আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করতে পারবেন না।
সুতরাং সাবধান।
সতর্ক হও।
খুব সচেতন।
কোনভাবেই এমন কিছু করে ফেলো না যাতে তাঁদের মনে কষ্ট হয়। শয়তানের প্ররোচনায় কখনও হলেও তা উপলব্দির সাথে সাথে প্রয়োজনে পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নাও এবং যতক্ষণ না তারা হাসিমুখে মাফ করে দিয়েছে বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত পা ধরা ছাড়বে না। মাফ মা-বাবা করবেই কোন সন্দেহ নেই। কারণ তাদের মন মায়া-মমতায় ভরা;
পারে?
তারা রাগ করে থাকতে কখনও সন্তান ছাড়া!
এখন মা-বাবার প্রয়োজন পূরণে থাকতে হবে সব সময় সচেষ্ট। অর্থ ব্যয় করতে হবে তাদের জন্যে। সকলের প্রয়োজন পূরণের পূর্বে এমনকি নিকট

আত্মীয়, ইয়াতিম, ফকীর, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করারও পূর্বে।

www.pathagar.org

সপ্তম পাঠ

অর্থ সম্পদ আয় কর কোন খাত থেকে? ব্যয় করো কোন খাতে? জানার অধিকার অবশ্যই রয়েছে মা-বাবার।

আয়ের খাত বৈধ!

স্বাভাবিক!

কেন অবৈধ পথে আয় করবে?

কী প্রয়োজন?

গাড়ি, বাড়ি, নারী সবইতো পড়ে থাকবে দুনিয়ায়। একদিন বিদায় নিতে হবে তোমাকে।

সেদিন!

তারপর!

তারপর কী হবে এগুলোর? তোমাদের পরবর্তী সন্তানেরা, পরিবারের সদস্যরা। হ্যাঁ, তারাও হবে এমনই। সহজ কথা হারামের ওপর দাঁড়িয়ে ভিত্তি রচনা করে কখনই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কখনও আদর্শবান হওয়া যায় না। আদর্শবান কিছু গ্রহণও করা যায় না। অনাদর্শের সাথে অনাদর্শের মিল হয়। ফলে বংশ পরম্পরায় পাপের পাল্লা ভারী হবে। এ কারণে কোনভাবেই মা-বাবা মাফ পাবে না? হে আল্লাহ মাফ করে দাও, দাও সংশোধন হওয়ার তৌফিক। এসব গাড়ি-বাড়ি অট্টালিকা সবইতো জান্নাতে যেয়ে পাব সেখানেতো কোন অভাব থাকবে না। যারা সৎ পথে আয় করবে, সৎ জীবন যাপন কররে তারা পাবে জান্নাত। এ পথে আয়ের পরিমাণ হয়তোবা কম। তাহলে হিসাবও কম, ব্যয়ের খাতও নির্দিষ্ট।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারাতে বলেছেন ঃ

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

"হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমরা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করো, তা মা-বাবা; নিকটাত্মীয়; ইয়াতীম; ফকীর-মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

আজকে বিশ্ব পরিস্থিতি সাক্ষী দিচ্ছে কতিপয় সন্তান মা-বাবাকে অর্থ না দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়। অনেক সময় বৃদ্ধ দাড়িপাকা লোকদেরকে রিক্সা

www.pathagar.org

চালাতে দেখা যায়, অনেক হাড়ভাঙ্গা কষ্টের বোঝাও বহন করতে দেখা যায়। না খেয়ে রাত্রি যাপন করতে দেখা যায়, ভিক্ষা করতে দেখা যায়, অথচ সন্তানরা সচ্ছলতার সাথে দিনাতিপাত করতে থাকে। হাসি-খুশি দিন যাপন করে। সুউচ্চ অট্টালিকায় ঘুমায়, গাড়ি দিয়ে চলাফেরা করে; যা খুব কষ্টের।

লা'নত!

অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি! তাদের জন্যে যারা এমনটি করে। নাম ফুটানোর জন্যে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, ফকীর, মিসকীন ও মুসাফিরদের সাহায্য করে; কারণ ভবিষ্যতে নেতা হতে চায়, হতে চায় এমপি, মন্ত্রী, আরও চায় জনদরদি ফুলের মতো পবিত্র চরিত্রবান মানুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে।

কিন্তু কী লাভ হবে? কী হবে এ সুনাম অর্জন করে? মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে!

একদিন।

সেদিন বেশি দূরে নয়;

যেদিন তোমাকে দাঁড়াতে হবে আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায়, থাকবে না সেদিন তোমার পক্ষে সুপারিশ করার কেউ। একটু ভাব সেদিনের কথা।

কিসের মোহে গিয়েছ আজ ভুলে?

কী শক্তি দিয়েছে তোমাকে সরিয়ে? কাদের পেছনে তুমি করছ অর্থ ব্যয়?

মা-বাবার!

না অন্য কারোর!

প্রশ্ন করো নিজেকে নিজে অনেকবার, বুঝবে তুমিই এবার;

কোন স্থানটি পাবে উপহার!

জান্নাত না জাহান্নাম?

অন্যদিকে জান্নাত চাও। জাহান্নামকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও। হ্যাঁ তুমি পারবে।

যদি দাও চুম্বন, স্বীয় ভক্তি শ্রদ্ধাভরে, মায়ের কপালে, মায়ের কপালে।

www.pathagar.org

অষ্টম পাঠ

জাহান্নাম।
দূরে, বহুদূরে।
আসতেই পারে না কাছে।
মা জননী যার আছে বেঁচে।
যে কথা বলে ভক্তি, শ্রদ্ধাভরে, হাসিমুখে।
তাকায় সুখময়, মায়াময় দৃষ্টিতে,
চুম্বন করে মা-জননীর কপালে,
মা-সন্তুষ্ট থাকলে
আল্লাহ কি পারে তার বিরাগভাজন হতে?
না, কখনই নয়। হাদিসে আছে,

مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَىْ أُمِّهٖ كَانَ لَهٗ سَتْرًا مِنَ النَّارِ-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় মা-জননীর কপালে ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ চুম্বন করবে, তার এ চুম্বন তার ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় হয়ে যাবে।" (বায়হাকী)

মায়ের খেদমত করে যারা, জগৎ জোড়া শ্রেষ্ঠ তারা; কখনও ধ্বংস করে না তাদের পিছু তাড়া। শয়তান যায় দূরে দৌড়িয়ে, কখনও অজ্ঞাতে করিলে কোন ভুল, আল্লাহ যেন মাফ করে তাদের সে দোষ। কাজেই এমন মা-বাবাকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যে বা যারা দুনিয়াকে শান্তিময়, সুখময় ও জান্নাতে তার চিরস্থায়ী আবাসন হিসেবে ঠিকানা গড়তে পারল না- তার চেয়ে এমন কপাল পোড়া আর কে হতে পারে? হে আল্লাহ এ দল থেকে আমাদেরকে ও পুরো মুসলিম উম্মাহকে মাফ করে দাও।

মাফ করে দাও, আমাদের বড় গুনাহ্ থেকে। সৃষ্টি করে দাও দূরত্ব। জাহান্নাম সরিয়ে নাও দূরে বহুদূরে। যতদিন বাঁচব ততদিন আর খারাপ আচরণ করব না মায়ের সাথে। কত বড় আহাম্মক! মা-কে বকাবকি করে, গালাগাল দেয়, আর বউকে আদর করে। বন্ধুর সাথে আনন্দ-ফূর্তি করে। এমন মানুষের দুনিয়াতেও অশান্তি আর আখিরাতেও শাস্তি নিশ্চিত। কাজেই সচেতন থাকা উচিত। কখনোই এমন করা উচিত নয়। কি এমনটি

গালাগাল!

www.pathagar.org

নবম পাঠ

মা-বাবাকে গালি দেয়া এ যে মারাত্মক গুনাহ।
আর অভিশাপ দেয়া!
কোন সন্তান কি পারে?
মা-বাবাকে গালি দিতে?
অভিশাপ দিতে?
হ্যাঁ, পারে।
প্রমাণ!
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ঃ

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَاالرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهَ۔

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, বড় গুনাহসমূহের মধ্যে একটি হলো মা-বাবাকে গালি দেয়া। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কোন লোক কি তার মা-বাবাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একজন অন্যজনের বাবাকে গালি দেয়, আর সে প্রতি উত্তরে তার বাবাকে গালি দেয়। এরূপে একজন অন্যজনের মাকে গালি দেয়, আর জবাবে দ্বিতীয়জন প্রথম জনের মাকে গালি দেয়।" [১]

কী মারাত্মক!
কী জঘন্য কথা!
দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণের মধ্য দিয়ে যে মায়ের ওসিলায় আমরা পৃথিবীতে আসলাম, যে বাবা আমাদের জন্য শরীরের রক্ত পানি করে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে অবুঝ শিশু থেকে বড় করেছেন, আজ কিনা তাদের গালি দেই আমরা। এজন্যেই কি সেদিন আমাদের মা-জননী আমাদের গর্ভে ধারণ করেছিলেন?

www.pathagar.org

তিল তিল করে তাঁরা মানুষ করেছিলেন?

আমাদেরকে?

আজ আমরা সব ভুলে গিয়েছি!

তাহলে কি আমরা মুক্তি পাব? এমন মারাত্মক গুনাহ থেকে মুক্তির কোন সুযোগ নেই। মা-মাই সে আমার গর্ভধারিণী মা হোক আর অন্য ভাইয়ের মা হোক। সে সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে বলেইতো আমরা তাকে মায়ের মর্যাদায় আসীন করেছি। মা-বাবার মান-ইজ্জতের প্রতি আবশ্যিকভাবে নজর দিতে হবে। তারা যাতে কোন ধরনের কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্যের মা-বাবার প্রতিও এমন উক্তি করা যাবে না, যাতে সে উত্তেজিত হয়ে আপনার মা-বাবাকে গালি বা অভিশাপ দিয়ে বসে। আল্লাহ তায়ালা আহকামুল হাকিমীন। তিনি ন্যায় বিচারক, অবশ্যই ন্যায় বিচার করবেন। অপেক্ষা করতে হবে; সেদিনটির জন্য যখন তারা বুঝবে মায়ের মর্যাদা! অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকবে মা-বাবার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া ও দোয়া প্রাপ্তির জন্যে।

কারণ কুরআন হাদিস পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়, একটি তীর ছুঁড়লে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছতে যতক্ষণ সময় লাগে, মা-বাবার দোয়া-বদদোয়া তার আগেই আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছে যায়।

দোয়া - বদদোয়া!

---

১. বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.org

দশম পাঠ

দোয়া।

বদদোয়া।

একটির বিপরীত আরেকটি।

অবস্থান একটির না একটির থাকবেই।

সর্বক্ষণ।

চিরকাল।

সবার মনে মনে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ দোয়া মা-বাবার মুখে মুখে। মা-বাবার সন্তুষ্টি ও মমতাপূর্ণ অন্তরের দোয়া দ্বীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। সবচেয়ে বড় সম্পদ। এ প্রসঙ্গে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন ঃ "তিন ধরনের মানুষের দোয়া এমন– যা নিঃসন্দেহে কবুল হয়।

এক ঃ সন্তানের জন্যে মা-বাবার দোয়া

দুই ঃ মুসাফিরের দোয়া এবং

তিন ঃ অত্যাচারিত ও নিপীড়িত (মজলুম) ব্যক্তির দোয়া।" [১]

খারাপ দিক হলো সন্তানের প্রতি মা-বাবার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বদদোয়া। পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে যাদের দোয়া কবুল হয় তাদের মধ্যে মা-বাবা অন্যতম। একমাত্র মা-বাবারাই পারে তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে আদর্শ শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে সফল করে তুলতে এবং তাদেরকে সার্থক উত্তরাধিকারীর উপযোগী করে গড়তে। এ সংসারে মা-বাবার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই। মা-বাবার সাথে তুলনা হতে পারে এমন কেউ নেই।

www.pathagar.org

মা-বাবা কিয়ামত পর্যন্তই মা-বাবা।

এ ডাকে নেই কোন জুড়ি; নেই কোন সন্দেহ, নেই কোন সম্পদের সংস্পর্শ। যদি থেকে থাকে তাও হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আহ্বানে শ্রদ্ধাবোধের, মমতাবোধের, প্রাণাধিক প্রিয় ভালবাসার। আদর্শ শিক্ষা তথা কুরআনিক জ্ঞান ও আল-হাদিসের শিক্ষা যাদের কাছে আছে তারা দুনিয়ার সমগ্র সম্পদ একদিকে এনে দিলেও তার বুকে লাথি মেরে মা-বাবার দিকে ছুটে যাবে এবং তাদের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কখনোই আদর্শিক সন্তান পারে না মা-বাবাকে ভুলে থাকতে। আবার আদর্শ মা-বাবাও পারে না তার সন্তানদেরকে বদদোয়া করতে বা ভুলে যেতে। একবার সন্তান শয়তানের প্ররোচনায় ভুল করলেও মা-বাবা তাদের বিশাল ক্ষমাশীল মনোভাব দিয়ে মাফ করে দেয় এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করে যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সন্তানদেরকে খারাপের দিক থেকে ফিরিয়ে এনে আদর্শ মানুষ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

যেহেতু তাদের দোয়া বদদোয়া কবুল হওয়ার গ্যারান্টি আল্লাহর রাসূল (সা.) দিয়েছেন সেহেতু তাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। এক্ষেত্রে মা-বাবার সাথে খারাপ আচরণ করা ও কষ্ট দেয়া থেকে প্রয়োজনে দূরে থাকা এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের জান্নাতের পথ সুগম করার লক্ষ্যে আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে মাফ চাওয়া উচিত প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে। কখনোই নেগেটিভ কাজ করা উচিত নয় তাদের সাথে। কারণ!

জান্নাত যে মায়ের পায়ের নিচে।

জান্নাত!

---

১. তিরমিযী

www.pathagar.org

একাদশ পাঠ

জান্নাত।
জান্নাত পায়ের নিচে।
কোন সন্দেহ নেই।
সন্দেহের লেশটুকুও নেই।
হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ -

"জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।" (আল হাদিস)
দুনিয়া হচ্ছে সমস্যা ক্ষেত্র। জান্নাত হচ্ছে সমস্যার সমাধান ক্ষেত্র। সেখানে নেই কোন অভাব।
দুঃখ!
কষ্ট!
গ্লানি!
হতাশা!
নিরাশা!
অপূর্ণতা!
আকাঙ্ক্ষা!
নেই কোন প্রতিযোগিতা!
নেই টানাটানি!
হেছরা হেছরি!
পাড়াপাড়ি,
দপটা দপটি,
যখন, যেভাবে, সেখানে, যা চাইব তাই পাব, তার নামই জান্নাত।
অনন্ত সুখের স্থান।
দুঃখ কষ্ট যেখানে বিন্দুমাত্র নেই। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর সমাধান দিতে পারে একমাত্র জান্নাত নামক স্থান।
হায়! মানুষ। কী করলে তুমি এমন মহা মূল্যবান জীবনে? সময় কী করে খোয়ালে? এমন করে শুধু শুধু নষ্ট করলে আমার দেয়া ধন সম্পদ!
এখন।

www.pathagar.org

উপায় আছে?
নেই।
আজ ডাকো তো তোমার ওসব যক্ষের ধনকে, তোমার ঐ সব বাবা-মাকে, যাদের কাছে তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে, যাদের খেদমত করতে। ডাকো আজ ঐ সব মাযারের ভণ্ড পীর, ফকির, আউলিয়াদের দেখি ছাড়িয়ে নিক। তোমাদের। আমার আযাবের হাত থেকে, আমার ভয়ানক শাস্তির শিকল থেকে। বন্দি দশা ঘোচাক দেখি। ভাঙ্গুক দেখি তালা দেয়া আগুনের জিঞ্জির। খুলে ছাড়িয়ে নিক। ফিরিশতাদের লৌহ কঠিন বাঁধন ছিড়ে বেরিয়ে যাও দেখি।
যাও –
যেদিকে চোখ যায়।
যেদিকে পার।
পালাবার; চেষ্টা কর। আরো চেষ্টা কর।
পথ নেই।
মানুষ আর জ্বিন
পালাও.....।
বল পালাবে কোথায়?
চারদিকে ঘিরে আছি আমি।
আল্লাহ।
তোমরা আমাকেও চিনলে না, আমার কথাও মানলে না, অথচ মানল অন্য সকল প্রাণী; হে মানুষ! আমিতো আমার পরিচয় জানিয়েছিলাম। আমিতো আল কুরআনুল কারীমে আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। ঠিক এভাবে –

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا -

"যদি সাগরের সব পানি কালি হয় আমার কথা লেখার জন্যে, তবে সে সাগরের পানি ফুরিয়ে যাবে প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদি ফের আনো আরেকটি তেমনি সাগর। তবুও।" (সূরা কাহাফ ঃ ১০৯)
আমিতো পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছিলাম ঃ

يٰا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا - لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ -

www.pathagar.org

"হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! পৃথিবী আর আকাশমণ্ডলীর সীমা ছাড়িয়ে পালাও যদি পার। কিন্তু তোমরা পারো না, আমার রাজত্ব ছেড়ে বের হয়ে যেতে। কখনই! আমার ছাড়পত্র ছাড়া।" (সূরা আর রাহমান ঃ ৩৩)

সেদিন,

একটাই কাজ হবে মহান আল্লাহ তায়ালার। সব জ্বিন আর মানুষকে ভালমন্দ কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষ ফায়সালা দিয়ে বেহেশত ও দোজখ দেয়া। প্রতিটি কাজের পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া।

সেদিন,

সেই হাশরের আসর থেকে পালাবার কোন পথ পাবে না। মৃত্যুর কবল থেকে কিংবা কিয়ামতের হিসাব নিকাশ থেকে গা বাঁচানোর কোন উপায়ও নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে

সেদিন

কঠিন রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে

বাঁচতে চাইলে প্রয়োজন

ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জীবন গঠন।

হে মানুষ! তুমি কি পরকাল বিশ্বাস কর না?

সেখানে জান্নাত, জাহান্নামের কথা কি বিশ্বাস কর না?

যদি কর তাহলে সোজা ফিরে আস।

আবারও পূর্বের ঠিকানায়

যে তোমাকে পৃথিবীতে এনেছিল

যে ছিল তোমার জন্মদাত্রী

সেই মা.....।

মায়ের কাছে।

খেদমত কর; ভাল আচরণ কর; কখনই কষ্ট দিও না।

জান্নাত তার পায়ের নিচে। শুধু খুঁজে নাও।

উঠ! তাড়াতাড়ি কর! অতীতের জন্যে ক্ষমা চাও। মাফ চাও। ভবিষ্যতে ভাল করার ওয়াদা কর। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর; বিতাড়িত শয়তান থেকে তাদের কু-মন্ত্রণায় কখনও ভুল করে ফেললেও ক্ষমা চেয়ে নাও।

মনে রেখ!

মা-ই তোমার, আমার, জান্নাত - জাহান্নাম এর উৎস।

অন্যদিকে দুনিয়ার জীবনীতে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বলকরণ ও আখিরাতে জান্নাতের অধিবাসীকরণের জন্যেও চাই আদর্শ সন্তান। তার মানে আদর্শ সন্তান গঠন করতে পারলেই মা-বাবা জান্নাত পুরস্কার পেতে পারেন।

আদর্শ সন্তান!

www.pathagar.org

শেষ পাঠ

সন্তান।
আদর্শ সন্তান!
হাঁটি হাঁটি পা-পা করে
শৈশবকাল,
বাল্যকাল,
কৈশোরকাল অতিক্রম করে,
যৌবনে পদার্পণ।
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়ালেখা শেষ করে ঠিক যেন আজ স্বনির্ভর, উপার্জনক্ষম।
আর
মা-বাবা!
কেমন যেন বদলে যাচ্ছে!
বয়সের ভারে নুব্জ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তাদের স্বনির্ভরতা যেন পরনির্ভরশীলতায় উপনীত হতে চলেছে। কর্মচঞ্চলতা যেন স্থবিরতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বয়স বাড়ছে। শরীরের সৌন্দর্য যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে; গায়ের চামড়া থুবড়া থুবড়া হয়ে যাচ্ছে; সুস্থ চিন্তা-চেতনা যেন লোপ পাচ্ছে; কমে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতি তাদের আকর্ষণ ভালবাসা।
কিন্তু তবুও কমেনি!
একদম-ই কমেনি!
সন্তানের প্রতি তাদের ভাললাগা।
ভালবাসা।
আদর।
স্নেহ।
মায়া।
মমতা।
চিন্তা একটাই গড়তে হবে আদর্শ সন্তান।
আদর্শ সন্তান!
কারা?
কাদেরকে আদর্শ সন্তান বলব?
তাছাড়া সন্তানতো সন্তানই।
আদর্শ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

www.pathagar.org

যার বা যাদের চিন্তা চেতনায় আদর্শিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এবং যে জীবন চরিত গঠন করে আল কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে, রাসূল (সা.) এর চরিতাদর্শ ও মতাদর্শের ধাঁচে, যার দু' চোখকে পাশ্চাত্যের সেই চোখ ধাঁধানো রঙ্গমঞ্চ আকর্ষণ করে আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে পারে না, সে আদর্শবান সন্তান হতে পারে। আর এমন সন্তান কে না চায়?

এমন কপাল পোড়া!

মা-বাবা কি আছে?

এ দুনিয়াতে!

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে!

বাংলাদেশে।

না। না। প্রশ্নই আসে না।

বরং সর্বস্ব ত্যাগ করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সারাদিন কঠোর শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেও প্রত্যেক মা-বাবা চায়, তাদের সন্তান আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, হোক আদর্শ মানুষ।** হোক আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম, রাসূল (সা.) এর উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। প্রত্যেক মা-বাবাই চায় তাদের সন্তান পড়ালেখা শিখে ভাল ফলাফল অর্জন করুক, তাদের মুখকে উজ্জ্বল করুক। মান-মর্যাদা সম্মান প্রতিষ্ঠিত করুক। কোন মা-বাবাই সন্তানের কাছে দুনিয়ার কোন দৃশ্যমান সম্পদ চায় না। চাই হোক হত দরিদ্র অথবা বিশাল সম্পদশালী। মা-বাবার মতো এত বিশাল মন আর এমন নিঃস্বার্থবাদী অদ্বিতীয় পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া বিরল। আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর পর দুনিয়ার জিন্দেগীতে যাদের হক সবচেয়ে বেশি সেই মা-বাবা যতদিন বাঁচবে সম্মানের সাথে বাঁচবে। দ্বীনের পথে গমন করবে এবং মারা গেলে যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত জান্নাত উপহার পায় এমনটি প্রত্যেক আদর্শ সন্তানের কাম্য হওয়া উচিত।

সন্তানের অত্যন্ত আপনজন মা-বাবা। দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ ও প্রসব তারপর দু' বছর বুকের স্তনের দুধ পান করিয়ে দুনিয়ার জীবনে ব্যাখ্যাতীত ত্যাগ-তিতিক্ষা অর্জন করে ছোট সেই অবুঝ কোলের শিশুকে তিলে তিলে বড় করেছে, পড়ালেখা শিখিয়েছে সেই মা-বাবা কখনই সন্তানদের অমঙ্গল চাইতে পারে না। ঠিক তেমনি সন্তানও পারে না অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যখন উপলব্ধি করবে মা-বাবা দ্বীন থেকে একটু দূরে তা সহজে মেনে নিতে। তাছাড়া সময়ের পরিবর্তনে

** এখানে আদর্শ শিক্ষার সংজ্ঞা ও আদর্শ মানুষ বিভিন্ন জনের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যা আমি পঁচিশটি পরিবারের মা-বাবাকে স্টাডি করে পেয়েছি ও দেখেছি। তবে সন্তান ভাল মানুষ হোক এটা সবাই চায়। এখন চাওয়ার পথ, মত ভিন্ন হতে পারে, আর সেজন্যই সবার চাওয়া পজিটিভ হয় না বা বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

www.pathagar.org

যে মা-বাবা ছিল একসময় সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করা নিয়ে চিন্তিত ও ব্যস্ত, আজ সে সন্তানরাই প্রতিষ্ঠিত যেন এক বটবৃক্ষ। তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে মা-বাবার মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণে উদ্বিগ্ন।

কাজেই এখন প্রশ্ন আসতে পারে দ্বীন মানে কী?

- দ্বীন মানে -
  - ০১। ঈমান।
  - ০২। আমল।
  - ০৩। ইহসান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়।
- আমল মানে -
  - ২.১। ইবাদত – নামাজ, সিয়াম, হজ্ব, ও যাকাতের সমন্বয়;
  - ২.২। মু'আমালাত – লেনদেন;
  - ২.৩। মু'আশারাত – আচার আচরণ;
  - ২.৪। সিয়াসাত – রাষ্ট্রনীতি;
  - ২.৫। ইকতিসাদিয়্যাত – অর্থনীতি;
  - ২.৬। দাওয়াত ও জিহাদ ইত্যাদির সমন্বয়।

দ্বীনের এই তিনটি বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জীবনের সকল কিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এ পর্বে মা-বাবা জীবন সায়াহ্নে যখন উপনীত আদরের কলিজার টুকরা সন্তান উপলব্ধি করছে প্রাণাধিক প্রিয় মা-বাবা যেন আল্লাহর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় উপবিষ্ট তখন তাদেরকে মুক্ত এবং তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষে; সন্তানরা আজ চিন্তিত। পেরেশান! পাগল! ব্যথিত! খাওয়া-দাওয়া বন্ধ! ঘুম হারাম।

ভাবছে। শুধু ভাবছে।

নামাজ আদায় করছে আর আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে মা-বাবার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাচ্ছে, সাহায্য কামনা করছে। হে আল্লাহ তায়ালা। দাও মোরে সেই শক্তি যেন মা-বাবাকে সেই পথ থেকে ফিরিয়ে তোমার প্রিয়তম করতে পারি। এমন পরিস্থিতিতে চুপচাপ থাকা, নীরব থাকা, কথা না বলা আহাম্মকি। আর মা-বাবার জন্য চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া বৈকি! যা কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করারই শামিল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى -

"ন্যায় সঙ্গত কথা বলতে হবে। যদিও তা স্বজনদের বিপক্ষে।"

(সূরা আন আম ঃ ১৫২)

www.pathagar.org

তাছাড়া..... ।

- মা-বাবা দ্বীন থেকে একটু দূরে, সন্তান বুঝে কি চুপচাপ থাকতে পারে?
- দুনিয়ার জিন্দেগীতে অপমানিত, লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনায় কোন সন্তান কি তাদেরকে দূরে ঠেলে দিতে পারে?
- কুরআন ও হাদিস পড়ে সন্তান দেখল, জানল, বুঝল, মা-বাবা কোন কাজের ফলে নিশ্চিত কুরআনিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে প্রেক্ষাপটে সন্তান কি চুপচাপ থাকতে পারে?
- মা-বাবা আগুনে জ্বলবে, সন্তান চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবে তা কোন আদর্শ সন্তান সহ্য করতে পারে?

কাজেই সন্তানদেরকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুসারে পেরেশান হতেই হবে। আল কুরআনুল কারীমে সূরা মারইয়াম এর ৪২-৪৫ তম আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন, "বাবা ভুল পথে থাকলে সন্তান তাঁকে আল্লাহর পথে ডাকবে।" (সংক্ষেপিত)

এবার আমাদের সমাজে প্রচলিত মা-বাবার সেই ভুল পথের নমুনা কী রকম হতে পারে তার প্রধান প্রধান কয়েকটি দিক নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ

০১। অনেকের মা-বাবা সরকারি চাকুরে বা ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং বাধ্য হয়েই আজ থেকে ৩০/৩৫ বছর আগে থেকেই ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে বেতন উত্তোলন বা ব্যবসায়িক লেনদেন করতেন। পাশাপাশি সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কিছু-কিছু টাকা ব্যাংকে জমিয়েছেন; ভাবছেন এক সময় তা বৃদ্ধি পেয়ে অনেক টাকা হবে; যা দিয়ে সন্তানরা সুখে শান্তিতে দিন কাটাবে।

হ্যাঁ সেই সকল মা-বাবার কাছে আজ তাদের কলিজার টুকরা আদর্শ সন্তানের আর্তি হতে পারে, জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে সুদবিহীন যে সমস্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোতে টাকা জমা রাখা, ব্যাংক একাউন্ট খোলা, ব্যবসায়িক সকল প্রকার লেনদেন (এল.সি) ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক এর মাধ্যমে করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। যা মা-বাবাকে সুদের মতো মারাত্মক পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

০২। মা-বাবা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গড়ে তুলেছেন ব্যাংক ব্যালেন্স ও কিনেছেন অনেক জমিজমা, করেছেন কয়েকটি বাড়ি, পাজেরো গাড়ি, কিনেছেন ভোগ বিলাসের অনেক সামগ্রী। ফলে যাকাত আদায় করা ফরজ হয়েছে। মা-বাবা যাকাত আদায় করছেন প্রতি বৎসর ১০০টি শাড়ি ও ১০০টি লুঙ্গি প্রদানের মধ্যে দিয়ে, যা নিতে এসে পায়ের নিচে পড়ে নিহত হয় ৭/৮ জন আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ, আহত হয় অগণিত।

www.pathagar.org

এক্ষেত্রে আদর্শ সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব কষে মা-বাবাকে বলে দেওয়া মোট টাকার পরিমাণ এবং এভাবে শাড়ি, লুঙ্গি না দিয়ে পরিকল্পিতভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের টার্গেট সামনে রেখে যাকাত প্রদান করা। যাকাত হলো দরিদ্র মানুষের হক। এ হক সঠিকভাবে আদায় না করলে কাল হাশরের মাঠে জাহান্নামের ফায়সালা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কাজেই মা-বাবাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আদর্শ সন্তান পাগল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

০৩। সম্পদ যা আছে হজ্ব যেন আজ ফরজ। সুতরাং মেয়ে বিয়ে দিয়ে বা ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে বা ইন্ডাস্ট্রি-টা গড়ে পুরো দমে চালু করে শেষ বয়সের দিকে একবার হজ্বে যাওয়ার নিয়তও যেন মা-বাবা করেছেন।

এ প্রেক্ষাপটে সন্তানের দায়িত্ব হবে মা-বাবাকে তাড়াতাড়ি হজ্বে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। মা-বাবা যে কাজগুলোর জন্যে হজ্বে যেতে চাচ্ছেন না, এগুলোতে কিন্তু কোন মানুষের হাত নেই। জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে তিনটি বিষয় আল্লাহ তায়ালার হাতে, কাজেই কন্যার বিয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে বরং মক্কায় গিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা আরও ভাল বা উত্তমভাবে কন্যা দায়গ্রস্থ থেকে উদ্ধার করতে পারে। আবার কালক্ষেপণ করে হজ্বে যাওয়ার বিষয়টি এমনও হতে পারে আল্লাহ মাফ করুক মৃত্যু যেহেতু চিরন্তন কাজেই কেউ তো মৃত্যুবরণও করতে পারে। আর তাহলে কী জবাব দেবেন আল্লাহ তায়ালার কাছে? কাজেই অপরাধীর কাতারে যাতে না দাঁড়াতে হয়, সেজন্যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে আদর্শ সন্তানরা দ্রুত ব্যবস্থা করে মা-বাবাকে হজ্বে পাঠানোর পথ সুগম করবেন।

০৪। আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ভোট একটি পবিত্র আমানত। এক একটি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান। কাজেই আদর্শ সন্তানের দায়িত্ব হলো মা-বাবাকে প্রয়োজনে বুঝিয়ে, শুনিয়ে আগামী দিনে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে, একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেয়ার লক্ষ্যে আদর্শবান সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা।

০৫। এছাড়া যদি আজ কোন ইসলাম নিষিদ্ধ পথ বা কাজে মা-বাবা জেনে বা অজান্তেই জড়িত আছেন বলে মনে হয়, তাহলে আদর্শ সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে দ্বীন নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করে আহ্বান জানানো, বোঝানো এবং মা-বাবার মর্যাদা দুনিয়াতে ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত করার মানষে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা, বেশি বেশি করে চোখের পানি ফেলে তাদের সুস্বাস্থ্য ও মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা।

www.pathagar.org

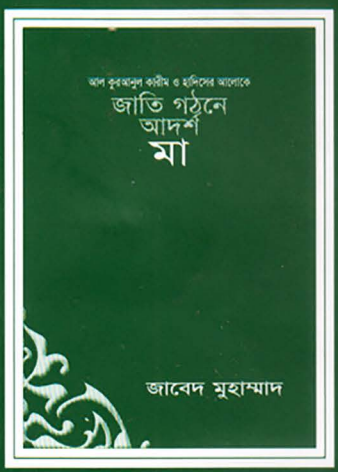

Ahsan Publication

ISBN 984-32-2852-9